চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 277 Wednesday, 6 September, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৭৭ সংখ্যা ❋ ১৯ ভাদ্র, ১৪৩০, বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিজেপির সভায় যাওয়ার জন্য এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই কর্মী। ...বিস্তারিত পাতা ৩

'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে মণিপুরে। মানবাধিকারকে ধ্বংস করা হয়েছে মণিপুরে।' মণিপুর হিংসার রিপোর্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করায়, কারণ দর্শনোর নোটিশ বিশ্বভারতীর অধ্যাপককে। ...বিস্তারিত পাতা ৭

চোটের কারণে এশিয়ান গেমসে তিনি নেই। তা হলেও ভারতের মুখ পুড়ল ঠিকই। জাতীয় ডোপ বিরোধী সংস্থার প্রাথমিক নির্বাসনের দায়ে পড়লেন হিমা দাস। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## নুসরতকে তলব ইডি-র! আগামী সপ্তাহে হাজিরার নির্দেশ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে প্রতারণার মামলায় অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে ১২ সেপ্টেম্বর তলব করল ইডি। আগামী মঙ্গলবার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাঁর সঙ্গেই তলব করা হয়েছে অভিনেত্রী রূপলেখা মিত্রকে। তাঁকে ১৩ সেপ্টেম্বর হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তলব করা হয়েছে রাকেশ সিংকেও। গত সপ্তাহেই ইসিআইআর করে মামলা শুরু করে ইডি। প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ইডি মনে করেছে, নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন। দিল্লি থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরই তলব। উল্লেখ্য, 'সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড'র ডিরেক্টর ছিলেন রাকেশ সিং, নুসরাত জাহান, রূপলেখা মিত্র-সহ মোট ৮ জন। ২০১৪-১৫ সালে নুসরত যে সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন, সেই 'সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড'ব্যাঙ্ক কর্মীদের সঙ্গে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। সংস্থারই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বহু কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে টাকা জমা করেছিলেন ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য। অভিযোগ, প্রথমে ২ কামরার ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে ৫০০ জনের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছিল। পরে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর অন্য জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেখানে তিন কামরার ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু এত বছরেও অবসরপ্রাপ্ত কোনও ব্যাঙ্ককর্মী ফ্ল্যাট পাননি। নুসরতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রতারণার টাকায় তিনি পাম অ্যাভিনিউয়ের একটি ফ্ল্যাট কেনেন। প্রতারিতরা প্রথমে গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ,

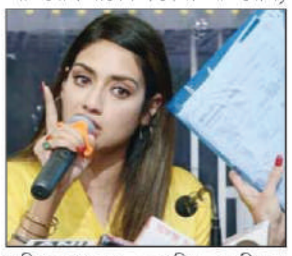

পুলিশ মামলা নেয়নি। আলিপুর আদালতে গিয়ে মামলা ফাইল করে। সেসময় আদালত দু'বার নুসরতের বিরুদ্ধে সমন জারি করে। অভিযোগ, সেসময়ে হাজিরা এড়িয়েছিলেন নুসরত। এবার বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডার প্রতারিত ব্যাঙ্ক কর্মীদের অভিযোগ সামনে আনেন। এবার সেই মামলাতেই ইডি ডাকল নুসরতকে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, ''৪০০ জন ব্যাঙ্কের কর্মচারীর সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চুরি করে দামী ফ্ল্যাট কিনবেন, আর তাঁরা রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবেন! এরপরও ওঁ কীভাবে দাবি করেন, ইডি তাঁকে ডাকবে না? কলকাতা পুলিশ আগেই তদন্ত করে বলেছিল, এই মামলায় নুসরতের যোগ স্পষ্ট। ইডিকে পদক্ষেপ করতেই হবে। ইডি পদক্ষেপ না করলে, আমরা আদালতে যাব।'' যখন এ অভিযোগ সামনে এসেছিল, তখন নুসরত নিজেই সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেছিলেন, ওই কোম্পানি থেকে আমি একটা লোন নিয়েছিলাম। ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা। ২০১৭ সালে সুদ-সহ ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৯৫ টাকা কোম্পানিকে ফেরত দিই। সব ব্যাঙ্ক ডিটেইলস আমার কাছে আছে। নুসরতের এই দাবি সম্পর্কে কী বলছেন সংস্থার আরেক কর্তা রাকেশ সিং? তাঁর বক্তব্য, ''আমাদের কোম্পানি নুসরত জাহানকে কোনও ঋণ দেয়নি। তিনি রিজাইন দিয়েছিলেন ২০১৭ সালে। এই ৬ বছরের তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। আমাদের আর প্রয়োজন নেই। ও একাকী কিছু বিষয় হ্যান্ডেল করেছে। ও যেটা ভাল মনে করেছেন, করেছেন।'' তিনি আরও দাবি করেন, ''আমি নুসরতকে যতটুকু চিনেছি, কাজ করতে গিয়ে, অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারে ওঁ খুব দুর্বল। আর ভাল করে বোঝা উচিত ছিল ওঁর। ওঁর নিজেকেই ক্রস চেক করা উচিত ছিল।''

# 'রাজ্যপালের কথায় চললে বন্ধ করব টাকা'

## কার্যত 'যুদ্ধ' ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** ধনধান্য অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের একের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ডামাডোল চলছে বেশ কয়েকদিন ধরেই। আর তাই নিয়েই এ বার রাজ্যপালকে সরাসরি আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রাজ্যপালের কর্মকাণ্ড নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে আর্থিক অবরোধ তৈরির হুঁশিয়ারি দিলেন। রাজ্যপালের কথায় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হবে, তাদের ক্ষেত্রে 'আর্থিক অবরোধ' গড়ে তোলা হবে বলে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঠিক রাখতে তিনি রাজভবনের সামনে ধর্নাতেও বসতে পারেন বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আপনি যদি মনে করেন, আমি চিফ মিনিস্টারের থেকেও বড়! কিন্তু মনে রাখবেন সমস্ত পলিসি ঠিক করে রাজ্য সরকার, আপনি নন। আপনি যদি কোনও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, আর কোনও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আপনার কথায় চলে, আমি অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করব। কারণ আমি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে দেব না।'' সম্প্রতি রাজভবনের তরফ থেকে একের পর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। একটিতে রাজ্যপাল তথা আচার্য নিজেই দাবি করেছেন, যে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নেই, তাতে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্যের

দায়িত্ব পালন করবেন তিনিই। আইন বহির্ভূত পথে রাজ্যপাল হাঁটছেন বলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এরপর রাজভবনের তরফে থেকে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। চরমে ওঠে সংঘাত। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ইচ্ছা মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করছেন বলে আগেই অভিযোগ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এবার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সীমা মনে করিয়ে বলেন, ''এখন আমাদের এখানে বসে রয়েছেন একজন মাননীয় রাজ্যপাল। তিনি বলছেন, আমি স্কুল দেখব, আমি কলেজ দেখব, আমি বিশ্ববিদ্যালয় দেখব। আমি বলি, আইন মেনে চলুন, আমার কোনও আপত্তি নেই। টাকা দেব আমরা, পলিসি করব আমরা, আর আপনি খবরদারি করবেন।'' এ প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, ''আমরা ইলেক্টেড, আপনি কনভেনশন্যাল নমিনেটেড পোস্ট। উনি কী ভাবছেন? মুখ্যমন্ত্রীর থেকেও বড়? সে উনি বড় হতেই পারেন।'' এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এরকম যদি চলতে থাকে, যদি কোনও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কথা মতো চলে, তাহলে আমি বলে রাখছি আমি অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করব।'' রাজ্যপালের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''এই রাজভবনের টাকা আমরা দিই। কেরল থেকে রোজ প্লেন ভাড়া করে লোক আনেন, আমরা দিই। টাকা যখন আমরা দিই, তাই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।'' তখনই শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ''ব্রাত্যকে বলব কলেজ-প্রিন্সিপাল, উপাচার্যদের নিয়ে মিটিং করুন। প্রাক্তন উপাচার্যরাও থাকবেন। আপনারা আগামী দিনেও থাকবেন। কে কী করবেন, আমি দেখছি।'' রীতিমতো রাজ্যপালকে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। রাজভবন আর নবান্ন-বিকাশভবনের মধ্যে উপাচার্য নিয়োগ ইস্যুতে এখন কয়েকশো যোজনের দূরত্ব। এতদিন শিক্ষামন্ত্রীই রাজ্যপালের একাধিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। প্রকাশ্যেই আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবার রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

## 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হবেই'

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ফের শোরগোল। এবার নিয়োগদুর্নীতি কাণ্ডে কড়া কোনও রায়ের ইঙ্গিত দিলেন বিচারপতি নিজেই। বললেন, ''এভাবে চলতে পারে না। যাওয়ার আগে কিছু করে যাব।'' মঙ্গলবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আর কটা দিন আছে, চলে যেতে হবে। কিন্তু যাওয়ার আগে কিছু করে যাব।'' তখন আইনজীবী কল্লোল বসু বলেন, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। জবাবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''বিপ্লব দীর্ঘজীবী হবেই। এভাবে চলতে পারে না।'' নিয়োগ দুর্নীতির একাধিক মামলার শুনানিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক মন্তব্য নিয়ে তুমুল অলোচনা হয়েছে। কখনও তিনি বলেছেন, ঢাকি সমেত বিসর্জন দিয়ে দেব। কখনও বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের জয়। তাঁর মুখে 'কিছু করে যেতে হবে' এই উক্তি শুনে অনেকেরই অনুমান, বড় কোনও পদক্ষেপ করতে চলেছেন বিচারপতি। আগামী বছর অবসর নেবেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কি যুগান্তকারী রায় দিতে চলেছেন তিনি? বিচারপতির মন্তব্যের পর নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও তৃণমূলের দাবি, সিবিআই-ইডি যে

পক্ষপাতদুষ্ট, সেব্যাপারে উদাসীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তাকারী সংস্থা সিবিআইয়ের দাবি, ''২০১৪ সালের টেট দুর্নীতি আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মত বড়। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর আমরা সেই পর্দা ফাঁস করতে চাই। ওই দিন আমরা আদালতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেশ করব।'' সিবিআইয়ের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ''দুর্নীতি যদি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মত বড় হয় তাহলে তা তো ভেঙে দেওয়া উচিত!'' ২০০১ সালের এই ১১ সেপ্টেম্বর বিধ্বংসী আতঙ্কবাদী আক্রমণে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর সবথেকে উঁচু বিল্ডিং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। সেই সূত্র ধরেই ২০১৪ সালের এই দুর্নীতি যদি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতই বড় হয়ে থাকে তাহলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ১১ সেপ্টেম্বর সিবিআই যে তথ্য পেশ করবে তাতে এই দুর্নীতির মাথা পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে কিনা, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

## ১৬ দিনের ম্যারাথন শুনানি শেষ, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল মামলায় রায় ঘোষণা স্থগিত

**নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর), শেষ হল ১৬ দিনের ম্যারাথন শুনানি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একগুচ্ছ আবেদন জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। আগস্ট থেকে, এই মামলার শুনানি চলছিল ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কওল, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের সাংবিধানিক বেঞ্চে। এদিন শুনানি শেষ হলেও, রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছে আদালত। প্রসঙ্গত, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ পূর্ববর্তী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ

মর্যাদা প্রদান করেছিল। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট এই অনুচ্ছেদ বাতিল করেছিল মোদি সরকার। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার পাশাপাশি, শীর্ষ আদালতে করা আবেদনে জম্মু-কাশ্মীর রেকগনিশন অ্যাক্টকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এই নয়া আইনের বলেই পূর্ববর্তী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল। কবে এই মামলার রায় দেওয়া হবে, তা জানায়নি সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে যে আবেদনকারী বা উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোনও আইনজীবী যদি আরও কোনও লিখিত যুক্তি জমা দিতে চান, তবে আগামী তিন দিনের মধ্যে তা জমা দিতে হবে। তবে, তা দুই পৃষ্ঠার বেশি দীর্ঘ হলে হবে না। সেই যুক্তিগুলি খতিয়ে দেখার পরই সম্ভবত রায় ঘোষণার দিন জানানো হবে। এই মামলার আবেদনকারীদের অন্যতম ছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাংসদ মহম্মদ আকবর লোন। তাঁর বিরুদ্ধে জম্মুকাশ্মীর বিধানসভায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ করেছিল কেন্দ্র। সোমবার, শীর্ষ আদালত তাঁকে একটি হলফনামা দাখিল করে ভারতের সংবিধানের এবং জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই বিশ্বাসের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। এদিন আদালতে তিনি সেই মতো একটি হলফনামা দাখিল করেন। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, তাঁর হলফনামাটিকে 'প্রহসন' বলেছেন। তিন বছর ধরে ঝুলে থাকার পর, চলতি বছরের ২ আগস্ট এই মামলার শুনানি শুরু হয়েছিল। পরবর্তী ১৬ দিনের শুনানিতে দুই পক্ষই বিস্তৃত যুক্তি তুলে ধরে আদালতে। প্রথম নয় দিন আবেদনকারীদের কৌঁসুলিরা তাঁদের যুক্তিতুলে ধরেন। ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। তাঁরা দাবি করেন, ভারত রাষ্ট্রের কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ববর্তী মহারাজা কখনই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করেননি। জবাবে, কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তি দেয় অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করার আগে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ এক 'মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধায়' ভুগতেন। ভারত না জম্মু-কাশ্মীর - কোথাকার নাগরিক তারা, এই প্রশ্ন ঘুরত তাঁদের মনে। এই অনুচ্ছেদ বাতিলের ফলে, সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। সেই রাজ্যের মানুষের প্রতি বৈষম্যের মনোভাব ছিল বলেই, আগের সরকারগুলি এই অনুচ্ছেদ বাতিল করেনি বলে দাবি করা হয়। কেন্দ্র আরও যুক্তি দেয়, সংবিধানের প্রণেতা এই অনুচ্ছেদটিকে একটি 'অস্থায়ী' বিধান হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। কালক্রমে এই অনুচ্ছেদ বাতিল করার পক্ষেই ছিলেন তাঁরা।

## 'প্রাক্তনীদের চিহ্নিত করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বার করে দিন', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ আদালতের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা প্রাক্তনী, তাঁরা হস্টেলে যাতে না থাকেন, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। মঙ্গলবার নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''হস্টেলের প্রত্যেক রুমে গিয়ে দেখতে হবে, প্রাক্তনীরা রয়েছেন কিনা। যদি থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বের করে দিন। ঘর ছেড়ে দিলে মেইনটেন্সের কাজ শুরু করুন।'' পাশাপাশি প্রধান বিচারপতির আরও পর্যবেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ইউনিয়ন না থাকলে জনসমক্ষে বক্তব্য বা প্রেস রিলিজ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। যাদবপুরের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর পর একাধিক মামলা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। একটি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ছাত্র সংসদকেও যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আদালতের বক্তব্য ছিল, যাদবপুরের সমস্যা নিয়ে বিচার করতে হলে ছাত্রদের বক্তব্য শোনাও জরুরি। সেখানেই উঠে আসে যাদবপুরে সায়েন্সের ছাত্রদের ইউনিয়ন নেই। এদিনের শুনানিতে ছাত্রদের আইনজীবী বলেন, ''ছাত্রদের ইউনিয়ন নেই। আর্টসের ইউনিয়ন আছে। ২০২০ নির্বাচনের পর আর কোনও নির্বাচন হয়নি। আর্টসের ক্ষেত্রে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এই মামলায় অংশ নিতে চান।'' তবে এক্ষেত্রে তিনি এটাও স্পষ্ট করেন, ''ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। যাবতীয় কিছু রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে।''

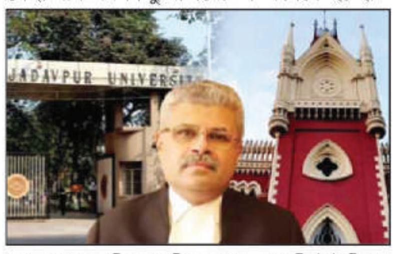


তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, ''যদি ইউনিয়ন না থাকে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে কেউ আসতে পারেন। সায়েন্সের কোন ইউনিয়ন নেই। তাহলে বক্তব্য রাখা বন্ধ করতে হবে।'' তখনই প্রধান বিচারপতি বলেন, ''ছাত্ররা যাঁরা পাশ করে গিয়েছেন, তাঁরা কীভাবে হস্টেলে থাকছেন? প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ঘরে গিয়ে দেখতে হবে, কারা এমন আছেন। তাঁদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বের করে দিন। ছেড়ে দিলে মেইন্টেনেন্স কাজ শুরু করুন।'' ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের কোনও কোনও ঘরে আলো নেই বলে অভিযোগ ছাত্রদের তরফে করা হয়। তার প্রেক্ষিতে কলেজ, হস্টেলের মেরামতির কথা বলেন প্রধান বিচারপতি। উল্লেখ্য, সোমবারই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে ইউজিসি-র প্রতিনিধি দল। সেক্ষেত্রে এদিন প্রধান বিচারপতি বলেন, ''ইউজিসি দেখবে রেগুলেশন প্রয়োগ হচ্ছে কিনা।'' রাজ্যের তরফ থেকে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বলা হচ্ছে ইউনিয়ন নেই। আবার পাবলিক স্টেটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। এটা কীভাবে সম্ভব?'' বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সৌম্য মজুমদার বলেন, ''২০১৬ থেকে ইউজিসি গ্র্যান্ট আপাতত বন্ধ। রাজ্য শুধু অধ্যাপকদের বেতন দেয়। ২৭৩ কোটি টাকা রাজ্য চেয়েছে।'' তখন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বলেন, ''আচার্যকে বলুন কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে। ওঁ বিভিন্ন অধ্যাপকদের চা আর স্যানক্স খাওয়াচ্ছেন। ওঁকে বলুন টাকার ব্যবস্থা করতে।''

## ৪ জন বর্তমান পড়ুয়াকে আজীবন বহিস্কার, যাদবপুর ছাত্রমৃত্যুতে অভ্যন্তরীণ কমিটির সুপারিশ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে ৪ জন বর্তমান পড়ুয়াকে আজীবন বহিস্কারের সুপারিশ করল অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। পাশাপাশি ২৫ জনকে হস্টেল থেকে বের করে দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে। ছাত্র মৃত্যুর এক মাস পেরিয়েছে। এতদিনে তপর কর্তৃপক্ষ। অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির আরও সুপারিশ, হস্টেল সুপারের ভূমিকা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে শাস্তি দিতে হবে। কী করে অরিত্র ওরফে 'আলু' একসঙ্গে এতদিনের সই করল, কর্তৃপক্ষকে তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে। র‍্যাগিংয়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ছাত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর পর সহ উপাচার্যের নির্দেশ অনুসারে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। তারা প্রথমে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা করেছিল। এতদিনের মাথায় পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করল অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। রিপোর্টে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে, চার জন বর্তমান পড়ুয়াকে আজীবন বহিস্কার করতে হবে। পাশাপাশি ২৫ জন প্রাক্তনী, যাঁরা বর্তমানে হস্টেলে রয়েছে, তাঁদেরকেও বার করে দিতে হবে। উল্লেখ্য, ঠিক এই নির্দেশ মঙ্গলবারই দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপটি টি এস শিবজ্ঞানম। ঘটনার পর প্রথম থেকেই হস্টেল সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। ছাত্রদের একাংশ দাবি করেছিল, সেই রাতে বারবার ফোন করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু হস্টেল সুপার কেন মেইন হস্টেলে যাননি, সেখানে তাঁর কর্তব্যে ন্যূনতম কোনও গাফিলতি রয়েছে কিনা, যদি থাকে তা প্রমাণিত হবে কড়া পদক্ষেপ করারও সুপারিশ করা হয়েছে। এই ঘটনার পর ছাত্রনেতা অরিত্র মজুমদার ওরফে আলু নামে পোস্টার পড়েছিল ক্যাম্পাস জুড়ে। ঘটনার পর থেকেই তিনি 'গায়েব' ছিলেন। পরে তিনি নিজেই ফেসবুকে পোস্ট করে জানান, কাশ্মীরে গিয়েছিলেন ট্রেকিংয়ের জন্য। ঘটনার রাতে অর্থাৎ ৯ আগস্ট তিনি হস্টেলে যাননি। কিন্তু তদন্তে হাতে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যায়, রেজিস্ট্রার খাতাতেই ১১ তারিখে 'প্রেজেন্ট' আলু। তিনি যখন কাশ্মীরে তাহলে কীভাবে রেজিস্ট্রারে সই? আলু অবশ্য দাবি করেছিলেন, ভুল করে একসঙ্গে সই করে ফেলেছিলেন তিনি। আলু কীভাবে তিন দিনের সই একসঙ্গে করলেন, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখার সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে। র‍্যাগিংয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পাশাপাশি পাঁচ জনকে চারটে সেমিস্টার, ১১ জনকে দুটো সেমিস্টার, ১৫ জনকে একটা করে সেমিস্টার সাসপেন্ড করার সুপারিশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন এক ছাত্রনেতা। তাঁর গবেষণা চলছে। কমিটির সুপারিশ, ওই ছাত্রনেতার গবেষণা সম্পূর্ণ হলে আর কোনও দিনও বিশ্ববিদ্যালয়মুখো হতে পারবেন না তিনি। সূত্রের খবর, ১৪০ জনের বয়ান রেকর্ড করেছে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। ক্যামেরাবন্দি হয় বয়ান, উত্তর নেওয়া হয় লিখিত আকারে। তার ভিত্তিতেই এই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট।

# 'ইন্ডিয়া বদলে হল ভারত'! জি২০-র আমন্ত্রণপত্রে উসকে উঠল বিতর্ক

**নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** ইন্ডিয়া এবং ভারত নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। বিরোধী দলগুলির জোটের নাম ইন্ডিয়া রাখার পর থেকে এই বিতর্কের সূচনা হয়েছে। এবার, আসন্ন জি২০ শীর্ষ সম্মেলনকে ঘিরেও এই বিতর্ক উসকে উঠল। জি২০ উপলক্ষে সব রাজনৈতিক দলকে এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণপত্রে ইংরাজি ভাষায়, 'প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া'র পরিবর্তে লেখা রয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত'। এই নিয়ে কেন্দ্র তথা বিজেপিকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি কংগ্রেসের মিডিয়া প্রধান জয়রাম রমেশ। রাষ্ট্রপতির এই আমন্ত্রণপত্রের পরই রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে, সংবিধানে দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' থেকে 'ভারত' করার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশনে রেজোলিউশন আনতে পারে সরকার। সম্ভাবনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। আর সেই জল্পনার পালে হাওয়া দিয়েছেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বিজেপি সাংসদ হরনাথ সিং যাদব। এদিন, হিমন্তবিশ্ব শর্মা টুইট করেন, 'রিপাবলিক অব ভারত-আমি খুশি এবং গর্বিত যে আমাদের সভ্যতা সাহসের সঙ্গে অমৃতকালের দিকে এগিয়ে চলেছে।' অন্যদিকে, সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বিজেপি সাংসদ হরনাথ সিং যাদব

জানিয়েছেন, ভারতের সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে দুটি শব্দ রেখে 'ভুল' করেছেন। তিনি বলেন, ''অক্সফোর্ড অভিধানে 'ইন্ডিয়া'কে গরিব ও অশিক্ষিত মানুষের দেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।'' তিনি আরও দাবি করেন, ইংরেজরা তাদের 'দাসত্বে' থাকা দেশগুলিকে 'ইন্ড' বা 'ইন্ডিয়া' শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করত। দাবির পক্ষে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, ইন্দোনেশিয়া বা ইন্ডিয়ানার কাছাকাছি তো সিন্ধু নদী ছিল না, তাহলে এই জায়গাগুলির সঙ্গে ইন্ড শব্দ কীভাবে যুক্ত হল? দুই বিজেপি নেতার এই বক্তব্যের পরই আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে দেশের নাম বদলানোর বিষয়ে একটি রেজোলিউশন আসতে পারে বলে জল্পনার পালে জোর হাওয়া লেগেছে। তবে, তার আগে বিতর্ক শুরু হয় জি২০ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে ৯ সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে। প্রথাগতভাবে ইংরাজি ভাষায় আমন্ত্রণপত্রে প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া লেখা হয়। তবে এই ক্ষেত্রে 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত' লেখা হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়া অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে করা এক পোস্টে কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এখন, সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা হবে, ভারত যা আগে ইন্ডিয়া ছিল, একটি যুক্তরাষ্ট্র।' তিন আরও অভিযোগ করেন, 'বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপরও আক্রমণ নেমে এসেছে।' প্রসঙ্গত, সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা আছে-'ইন্ডিয়া অর্থা' ভারত, একটি যুক্তরাষ্ট্র।' ৯, ১০ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লির প্রগতি ময়দানের সদ্য উন্মোচিত ভারত মণ্ডপে হবে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক-সহ বিশ্বের তাবড় নেতারা আসছেন এই সম্মেলন উপলক্ষে। ঠিক তার আগে দেশের নাম বিতর্ক উসকে উঠল। এর জল কতদূর গড়ায় এখন সেটাই দেখার।

## রাজনীতি ছাড়ছেন পিডিপি-র প্রাক্তন সাংসদ মীর মহম্মদ ফায়াজ

শ্রীনগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ মীর মহম্মদ ফায়াজ। সোমবার গভীর রাতে এক্স (টুইটার) মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেছেন মীর।পিডিপি-র রাজ্যসভার প্রাক্তন এই সাংসদ জানিয়েছেন, আমার সমস্ত সহযোগিদের বলতে চাই, কিছু পারিবারিক অঙ্গীকারের কারণে আমি সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যস্ততা থেকে নিজেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার প্রতি সমর্থনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কারণ পারিবারিক বললেও, মীরের এই সিদ্ধান্তের অন্য জল্পনা পাচ্ছে রাজনৈতিক মহল।

## 'দুর্নীতি নাথ' ৫১টিরও বেশি জনকল্যাণ প্রকল্প বন্ধ

মন্ডলা, ৫ সেপ্টেম্বরঃমধ্যপ্রদেশের মন্ডলায় জন আশীর্বাদ যাত্রার সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠান থেকে তিনি মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ ও পূর্বতন কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করেছেন। কমলনাথকে 'দুর্নীতি নাথ' আখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, এই দুর্নীতির নাথের দ্বারা ৫১টিরও বেশি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ করা হয়েছিল... মুখ্যমন্ত্রীর দফতর অর্থ সংগ্রহের অফিসে পরিণত হয়েছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি 'দুর্নীতি ওয়ার্কিং কমিটিতে পরিণত হয়েছিল'।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের শেওপুরেও ভারতীয় জনতা পার্টির জন আশীর্বাদ যাত্রার উদ্বোধন করবেন। নির্ধারিত কার্যক্রম অনুযায়ী অমিত শাহ বেলার দিকে জবলপুর বিমানবন্দরে পৌঁছন। তারপর তিনি মন্ডলায় উপস্থিত হবেন। তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশীর্বাদ যাত্রার শুভারম্ভ করে জনসভায় ভাষণ দেন।

## করিমগঞ্জের হাতিখিরায় নবনির্মিত কালভার্টে ফাটল

পাথারকান্দি (অসম), ৫ সেপ্টেম্বরঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ব্লকের হাতিখিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সলগই বাগান লাগোয়া ৮ নম্বর ডিভিশনের শিববাড়ি সংলগ্ন নবনির্মিত পাকা কালভার্টে উলম্ব ফাটল ধরেছে। এ জন্য বর্তমানে সব ধরনের যানবাহন ওই পথে চলাচল বন্ধ, অভিযোগ স্থানীয়দের।তাছাড়া ওই কালভার্ট নির্মাণের প্রায় তিন বছর পরও একপাশের অ্যাপ্রোচে আজও মাটি ভরাট করা হয়নি। ফলে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে জনগণকে। সরকারি কা।কা।টাকা ব্যয় করে নতুন করে তৈরি সেতুটি এখনও ব্যবহারযোগ্য হয়নি বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের।কালভার্টের গার্ডওয়ালে বিশাল বিশাল ফাটল ধরায় স্থানীয়রা ওই কাজের সাথে যুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নিম্নমানের

## ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত মালদহের মানিকচক

মালদা,৫সেপ্টেম্বরঃভোট ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত মালদহের মানিকচক।গুলি চালানোর অভিযোগ।তৃণমূল ও কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত মানিকচক থানার ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিসারতটোলা গ্রাম। তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা রয়েছে এলাকা জুড়ে। যদিও পাল্টা হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে তুলেছেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অভিযোগ, সোমবার রাতে এলাকা জুড়ে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছিলেন। এলাকা থেকে পুলিশ যেতেই তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালাই কংগ্রেসের লোকজন। ভোটের সময় থেকে বিভিন্ন রকম হুমকি দিচ্ছিল কংগ্রেসের লোকজন বলে অভিযোগ।এলাকায় কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর থেকে সেই হুমকি আরও বাড়তে থাকে।সোমবার রাতে তৃণমূল কর্মী নাইজুল শেখের বা।তে হামলা চালায় কংগ্রেসের লোকজন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি গুলিও চালানো হয় বলো অভিযোগ। ঘটনায় কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহান ও শেখ সাইফুদ্দিন যুক্ত বলে অভিযোগ। বর্তমানে এলাকা জুড়ে মোতায়ন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও এলাকা জুড়ে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

# খনন কবলিত অঞ্চলের পুনর্গঠন- একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও ভারতের জি২০ অগ্রাধিকার

সি পি গোয়েল, মহানির্দেশক অরণ্য এবং বিশেষ সচিব,পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক( নয়াদিল্লি)ঃখনিজ সম্পদ ক্ষেত্র বিশ্ব অর্থনীতি এবং মানব উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্যারিস চুক্তি এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের মোট ১৭টি লক্ষ্যে এটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যখন তাদের সাফল্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তখন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মনে করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭.৮ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৯.৬ বিলিয়নের পৌঁছবে। তাই এই ক্ষেত্র মাথা পিছু খরচ বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। গবেষণায় বলা হয়েছে ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সংরক্ষিত এলাকায় খনন কাজ ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে শক্তি স্থানান্তরে এবং ভূগর্ভস্থ বিরল ধাতু খননে ক্ষতি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুস্থায়ী খনন কাজ এবং খনি বন্ধের বিশ্বব্যাপী প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শক্তির চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাষণে খনন কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও গাছ কেটে ফেলা, আবর্জনা স্তুপ করে রাখা এবং উপরিভাগের মৃত্তিকা ক্ষয় পরিবেশ ব্যবস্থানায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। খনি ক্ষতিগ্রস্ত জমি পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক অগ্রগতি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্টভাবে গাছ লাগানো এবং ভূমিক্ষয় রোধ পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করতে পারে। খনি ব্যবসায় এবং স্থানীয় সম্প্রদায় আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবেও লাভবান হতে পারে। মানসিক চাপ সহনশীলতা, জলবায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং স্থানীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সহজাতভাবের মতো বৃক্ষরোপণের বৈশিষ্টগুলির গুরুত্ব গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নীতির উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পুনরুদ্ধার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খনির প্রভাব এবং অপরিকল্পিত খনি বন্ধপরিবেশগত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে খনি। এর মধ্যে রয়েছে গাছ কাটা, জীবজন্তুর বাসস্থান হারিয়ে যাওয়া এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক দূষণ। এতে সামাজিক চ্যুতি-বিচ্যুতি, আর্থিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে এবং গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটতে পারে। জল দূষণ এবং অর্থনৈতিক মঃদার মতো পরিবেশগত ক্ষতি ও সামাজিক ঐক্য নাশের কারণে অপরিকল্পিত খনি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজন দায়িত্বপূর্ণ অভ্যাস যা সুস্থায়ী ও সম্প্রদায়ের কল্যাণে গুরুত্ব দেয়। যদিও আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন এবং আইন চালু করা হয়েছে, তার রূপায়ণে অনেক পার্থক্য আছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে। তাই দৃঢ়স্থায়ী অভ্যাস তৈরির জন্য এই প্রভাবগুলি বোঝা খুব জরুরি।সুস্থায়ী খনি পুনরুদ্ধারপরিবেশ এবং সম্প্রদায়ের ওপর খনি এবং খনি বন্ধের প্রভাব সীমিত করতে দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে খনি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা জরুরি। এই ধরনের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট খনি অঞ্চলে কার্যকরী পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খনিজ পদার্থ উত্তোলনে খননপূর্ব পরিবেশের মৌলিক সমীক্ষা জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। পরিবেশগত ও সামাজিক লক্ষ্যের সঙ্গে স্থানীয় প্রয়োজন এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখা উচিত। স্থানীয় গাছপালার পুনঃরোপণ, বাসস্থানের পুনঃনির্মাণ এবং মাটির ক্ষয় রোধে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। তদারকি এবং প্রয়োজন মাফিক ব্যবস্থাপনা থাকলে অগ্রগতি এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনাগুলি পরিবেশগত স্বাস্থ্য, সম্প্রদায়ের কল্যাণ, বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্পৃক্ততার মধ্যে পারস্পরিক কার্যকলাপে স্বীকৃতি দেয় এবং পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে ও সুস্থায়িত্বকে সুদৃঢ় করে। ভারতের প্রেক্ষাপটখনি মন্ত্রক কয়লা ক্ষেত্রে সুস্থায়ী খননকার্যের প্রসারে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিবেশের ওপর প্রভাব ও কার্বন নির্গমণ কমানো সহ উপরিভাগের মাটি ক্ষয় রোধ ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলা, ভূগর্ভস্থ কম্পন প্রতিরোধ, বায়ু দূষণ, ক্ষতিকারক তরল নির্গমন, শব্দ এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণে দ্য মিনারেল কনজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেঃট রুলস (এমসিডিআর) ২০১৭ আইন নিয়ে আসা হয়েছে। দ্য ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইনস খননকার্য চালানোর সময় দীর্ঘস্থায়ী পদচিহ্নের মূল্যায়ণের জন্য তারকা চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করেছে। এমসিডিআর ২০১৭-র ৩৫-এর আইনের আওতায় খননকার্য শুরু হওয়ার পর প্রত্যেক ইজারাদারের জন্য তিন তারকা রেটিং নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব শক্তি ব্যবহার এবং উৎপাদনে মন্ত্রক খনি ইজারাদারদের উৎসাহ দিয়ে থাকে। ২৯৩টি খনির সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে বায়ু এবং সৌরশক্তিঃ সহ মোট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫৮৩ মেগাওয়াট। ভারত সরকার এবং রাজ্য প্রশাসন সুস্থায়ী খননকাজে উৎসাহদানে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২০ সালে পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক খনি অঞ্চলে পুনরায় ঘাস বোনার নির্দেশ দেয় যাতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুলের বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। খনি আছে এমন জেলাগুলির প্রভাবিত অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনার (সিইপিএমআইজেড) বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য ২০১৪ সালে কর্ণাটক সরকার কর্ণাটক মাইনিং এনভায়রনমেন্ট রেস্টোরেশন কর্পোরেশন (এএমই আরসি) প্রতিষ্ঠা করে। চারটি জেলায় ৪৬৬টি গ্রামকে খনি প্রভাবিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট এগুলির উন্নয়নের জন্য ২৪,৯৯৬.৭১ কোটি টাকা মূল্যের পরিকল্পনা গ্রহণে অনুমোদন দিয়েছে। এনএলসি ইন্ডিয়া তামিলনাড়ুর নিয়াভেলি-তে খনি পুনরুদ্ধার জমিতে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরশক্তি প্রকল্প স্থাপনও করছে। জি২০-র গুরুত্বভারতের জি২০ সম্মেলন গান্ধীনগর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (জিআইআর) এবং গান্ধীনগর ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম (জিআইপি)-র সূচনা করেছে জি২০ গ্লোবাল ল্যান্ড ইনিশিয়েটিভকে শক্তিশালী করার জন্য। এর লক্ষ্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা যাতে খনি প্রভাবিত এলাকায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পুনরুদ্ধারের কাজ গতি পায়। জিআইআর-জিআইপি আন্তর্জাতিক অংশীদার এবং দেশগুলির মধ্যে সেতু বন্ধনের

## বিরোধীদেরও আমি শিক্ষক মনে করি, তাঁরা আমাকে শেখায় যে আমার পথ সঠিকঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিরোধীদেরও নিজের শিক্ষক মনে করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে এই বার্তাই দিয়েছেন রাহুল। তাঁর মতে, বিরোধীরাই আমাকে শেখায যে আমার পথ সঠিক। মঙ্গলবার সকালে ফেসবুক মাধ্যমে রাহুল গান্ধী জানান, আমি মহাত্মা গান্ধী, গৌতম বুদ্ধ, শ্রী নারায়ণ গুরুর মতো মহাপুরুষদের নিজের গুরু বলে মনে করি, যারা আমাদের সমাজের সকল মানুষের সমতা এবং সকলের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসার জ্ঞান দিয়েছিলেন।রাহুল গান্ধী শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় ফেসবুক পোস্ট মারফত জানান, শিক্ষক দিবসে সমস্ত শিক্ষকদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনজির জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা। জীবনে গুরুর একটি খুব উচ্চ স্থান রয়েছে, যিনি আপনার জীবনের পথকে আলোকিত করেন এবং আপনাকে সঠিক পথে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। রাহুল আরও জানান, ভারতের জনগণও একজন গুরুর মতো, যাঁরা আমাদের দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উদাহরণ দেন, সাহসের সঙ্গে প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করেন, যাঁরা নম্রতা ও তপস্যার মূর্ত প্রতীক। আমি এমনকি নিজের প্রতিপক্ষকেও আমার শিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করি, যারা আমাকে তাঁদের আচরণ দ্বারা, তাঁদের মিথ্যার দ্বারা, তাঁদের কথার দ্বারা শেখায় যে আমি যে পথটি অনুসরণ করছি তা একেবারেই সঠিক।

## জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন ইমানুয়েল, বাংলাদেশেও রয়েছে কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা জি-২০ শিখর সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফরে আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের পৌরহিত্যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য জি-২০ শিখর সম্মেলনে যোগ দেবেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি। এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।শুধুমাত্র ভারত, বাংলাদেশেও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের। ১০ সেপ্টেম্বর, রবিবার ভারত থেকেই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে ঢাকায় যাবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।

## বর্তমানে ৬৫ হাজারের গণ্ডিতে আছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ

নয়াদিল্লি,৫সেপ্টেম্বরঃশেয়ার বাজার যে বিজেপির জয়ে বেশি খুশি হবে, সেটা কোনও গোপন খবর নয়। ২০০৪-এ বিজেপির অপ্রত্যাশিত হারের পর ধস নেমেছিল বাজারে। এবারে এখনও পর্যন্ত সব ওপিনিয়ন পোল বলছে যে অনেকটাই এগিয়ে এনডিএ। যদিও বিরোধীরা বসে নেই। ইন্ডিয়া ব্যানারে সব প্রধান বিরোধী দলরা একজোট হয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে কড়া টক্কর দেবে এটাই প্রত্যাশিত। তবে তার কী প্রভাব পড়তে পারে বিএসই-তে। সেই নিয়েই একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে মর্গ্যান স্ট্যানলি। সেই রিপোর্টের পূর্বাভাস নিশ্চিত ভাবেই রক্তচাপ বাড়াবে খুচরো বিনিয়োগকারীদের।ভোটের আগে শেয়ার বাজার ১০ শতাংশ বাড়তে পারে এই আশায় যে বড় জয় পাবে বিজেপি। ভোটের পর ফলাফল যেমন হয় তার ওপর নির্ভর করে সূচক বাড়তে পারে ৫ শতাংশ, আবার ৪০ শতাংশ ধসে যেতে পারে। বর্তমানে সূচক ৬৫ হাজারে আছে। ফলে মে মাস অবধি এটা ৭২ হাজারে পোঁছে যেতে পারে বলে মনে করে ব্রোকারেজ সংস্থাটি। রিপোর্টের নাম, ওয়ান বিলিয়ন ভোটস-উইল দে প্লিজ দ্য মার্কেট। ফলে বোঝাই যাচ্ছে মার্কের মতিগতি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। ২০০৪-এ একটি ট্রেডিং সেশনে ১৭ শতাংশ পড়ছিল সূচক। এখানে ৪০ শতাংশ কমে ৪৩১৫৫ হয়ে যেতে পারে বলে মর্গ্যানের আশঙ্কা। ভোটের আগে সরকার জনমোহিনী বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে সংস্থা মনে করছে। বিজেপি যদি একাই ২৬০ অর্থা সংখ্যাগরিষ্ঠতার খুব কাছে থাকে, তাহলে তিন মাসে সূচক পাঁচ শতাংশ বাড়বে বলে অনুমান। যদি বিজেপি ২৪০ পেয়ে জোটসঙ্গীদের সঙ্গে সরকার গড়ে, তাহলে ৫-৭ শতাংশ বাজার পড়বে। অন্যদিকে বিজেপি যদি ২২৫ পেয়ে সরকার বানায় বা ইন্ডিয়া সরকার বানায়, তাহলে সূচক ২০-২৫ শতাংশ কমবে। তারপর ধীরে ধীরে আবার সরকারের পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে সূচক বৃদ্ধি পেতে পারে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।কিন্তু এর থেকেও একটা খারাপ পরিস্থিতি হতে পারে বাজারের নজর থেকে। যদি বিজেপি হারে কিন্তু ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসে যেখানে কংগ্রেস ২০০-র কম আসন পেয়েছে তাহলে বাজারে ধস নামতে পারে। ৩০-৪০ শতাংশ সূচক কমতে পারে যদি এটা লগ্নিকারীরা মনে করেন যে নয়া সরকার দুর্বল, কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। মোদ্দা কথা হল বাজারের পছন্দ স্থায়িত্ব, তাই তারা চাইছে বিজেপি আসুক। ইন্ডিয়া এলে কংগ্রেস যদি খুব বেশি আসন না পায়, তাহলে সরকার চালনার ক্ষেত্রে অনেক টালবাহানা হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বিশেষ করে, সেটাই মূলত চিন্তা বাজারের। এরপরে ডিসেম্বরে আছে বেশ কিছু রাজ্যে ভোট। সেখানে বিজেপি ও কংগ্রেস কী করে, সেটা থেকে কিছুটা লোকসভার আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করবে বাজার। এরপর ইন্ডিয়া জোট কতজায়গায় আসন সমঝোতা করতে পারল, বাংলা সহ কটা রাজ্যে ফ্রেন্ডলি ফাইটের পথে গেল, সবটা বুঝে বাজারের এই সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।তবে রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছে যে এগুলি কিছুটা হলেও সাময়িক চিন্তা উদ্বায়ী বাজেটের। জোট সরকার হলেই যে আর্থিক বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি আসে না, সেটা আদৌ বলা যায় না। ১৯৯০ সালের পর থেকে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। সেখানে সবসময় যে এক দলের সরকার ছিল তা নয়। ফলে মোটের ওপর যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি যে অটুট থাকবে সেটি নিয়ে ভরসা আছে বাজারের।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৬সেপ্টেম্বর ঃবুধবার, ১৯ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৬সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৯ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৯ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৬৬শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

# এ বার শিক্ষারত্ন সম্মান পাচ্ছেন খাস কলকাতার তিন শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা,৫সেপ্টেম্বরঃ শিক্ষক মানে ছাত্রের কাছে তিনি ফ্রেন্ড-ফিলোজার-গাইড!কথাটি যে সত্যি , তা বুঝিয়ে দিলেন খাস কলকাতার তিন শিক্ষক। স্কুলে গতানুগতিক পড়ানোর বাইরে গিয়ে তাঁরা এমন কিছু বিশেষ কাজ করেছেন যে, এ বারের শিক্ষারত্ন সম্মান দেওয়া হচ্ছে খাস কলকাতার সেই তিন শিক্ষককে। এ বছর রাজ্য জুড়ে যে ২৫ জন শিক্ষকের ওই সম্মান পাওয়ার কথা, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওঁরা- মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখার প্রধান শিক্ষক রাজা দে, কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (মেন) বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কড়েয়া গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল খালেক। আগামী কাল, মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে ওই সম্মান গ্রহণ করবেন তাঁরা।বর্তমানে মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুর শাখার প্রধান শিক্ষক রাজা দে ২০১৪ সালে হাওড়ার বেলেপোল বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলেন, মাধ্যমিক পর্যন্ত ওই স্কুলে পড়ুয়া ছিল ৬০-৬৫ জন। সে সময়ে বেলেপোল থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে অনেক পড়ুয়াই কলকাতার স্কুলে পড়তে চলে আসছিল। দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরোলেই কাছাকাছি একাধিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল রয়েছে। শিক্ষক মহলের একাংশ জানাচ্ছেন, সে সময়ে স্কুলছুট পড়ুয়ারা কেন স্কুলে যাচ্ছে না, তা দেখতে টোটো করে রীতিমতো তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছিলেন রাজা। পরিকাঠামোর উন্নতি করতে স্কুলে কম্পিউটার বসিয়ে তা শেখানোর ব্যবস্থাও করেন।দমদম স্টেশন সংলগ্ন কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (মেন) বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা এর আগে ছিলেন বনহুগলির আনন্দ আশ্রম স্কুলে। সেখানে সহকারী শিক্ষিকা পদে থাকাকালীন পড়ুয়াদের ইংরেজি-ভীতি কাটানোর চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন তিনি। অর্পিতা জানান, বাংলা মাধ্যমের ওই পড়ুয়াদের মন থেকে ইংরেজির ভয় কাটাতে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। যত দিন ওই স্কুলে ছিলেন অর্পিতা, তত দিন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে সেখান থেকে কেউ ইংরেজিতে ফেল করেনি। এমনকি, অধিকাংশই ইংরেজিতে ৮০ শতাংশেরও বেশি নম্বর পেতে শুরু করে। কড়েয়া গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল উর্দু মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে জানাচ্ছেন শিক্ষা দফতরের কর্তারা। তাঁরা জানান, উর্দু মাধ্যমে পড়ুয়ার সংখ্যা-বৃদ্ধির পিছনে অনেক অবদান রয়েছে তাঁর। করোনা-কালে মিড ডে মিল বণ্টনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন আব্দুল। তৈরি করেছেন স্মার্ট ক্লাসরুমও।

# অলিম্পিকের ইতিহাসে কালো দিন!

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃমিউনিখ অলিম্পিক, ১৯৭২। ২১ আগস্ট, ১৯৫ টি দেশের ৭,১৭৩ ক্রি।বিদ নিয়ে.গেমসের উদ্বোধন হয়। কিন্তু দুই সপ্তাহ চলার পর সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখ মিউনিখ অলিম্পিকে ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন সকালে মুখোশধারী কিছু প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসীরা গেমসে অংশ নেয়া ইসরায়েলের দলকে আক্রমণ করে। সন্ত্রাসীরা ২ জনকে হত্যা করে এবং ৯ জন ইসরাইলিকে বন্দি করে। তাদের মুক্তির দাবিতে ২৩০ জন আরব আসামি এবং ২ জন জার্মান জঙ্গিকে মুক্ত করা হয়, যারা কিনা তখন ইসরাইলি কারাগার এ বন্দি ছিল।দাবি আদায়ের পরে সন্ত্রাসীরা মিউনিখ বিমান বন্দরে ৯ জন ইসরাইলি বন্দীদের নিয়ে যায় মুক্ত করার জন্য। সেখানে জার্মান পুলিশ ছাদ থেকে গুলিবর্ষণ করে এবং তিনজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করে। সে সময়.একটি গোলা বিস্ফোরিত হয়ে দুই ফিলিস্তিনি এবং একজন পুলিশ মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনার পর প্রধান অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি স্মারক সেবা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি এভরি ব্রান্ডেজ আদেশ দেন যে,সন্ত্রাসীরা জয়ী হবেনা। গেমগুলি অব্যাহত থাকবে। এই নির্মম ঘটনা অলিম্পিক আয়োজনকে গভীরভাবে ঘিরে ফেললেও, মার্কিন সাঁতারু মার্ক স্পিসের সাতটি স্বর্ণপদক জিতেছেন এই গেমসে। এছাড়া গেমসে এমন দর্শনীয় অ্যাথলেটিক কৃতিত্বের অনেক মুহূর্ত ছিল।১৯৭২ সালের অলিম্পিকে হত্যার পর গোল্ডা মেইয়ারের নেতৃত্বে ইসরায়েলি সরকার ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে হত্যা করার জন্য মোসাদ এজেন্টদের একটি দল ভাড়া করে। এই মিউনিখ হত্যাকাণ্ডকে অবলম্বন করে নির্মিত হয় 'ওয়ান ডে ইন সেপ্টেম্বর' নামে অস্কারজয়ী একটি তথ্যচিত্র এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্রের পরিচালক স্টিভেন পিলবার্গ ২০০৫ সালে নির্মাণ করেন বিখ্যাত মিউনিখ নামের একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র।এই ঘটনার চার বছর পরে ১৯৭৬ সালে মন্টিলে আয়োজিত অলিম্পিকে ইজরায়েলী অলিম্পিয়ানরা মৃত ১১ জন অ্যাথলিটদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান জানিয়ে দেশের পতাকায় কালো রিবন যুক্ত করে রাখে।২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মিউনিখ হত্যাকাণ্ডে নিহত ইজরাইল খেলোয়াড়দের স্মৃতির উদ্দেশ্য একটি স্মৃতিশোধনও তৈরি করা হয় অলিম্পিক গেমস ভিলেজে। ২০২১ সালের টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওই নিহত খেলোয়ারদের পরিজনবর্গের আবেদনে সাড়া দিয়ে অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ইজরাইলি খেলোয়ারদের দল মিউনিখ হত্যাকাণ্ডের নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করে।

# বাংলাদেশে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংসদ নির্বাচনঃইসি

শ্যামল সান্যাল,ঢাকাঃবাংলাদেশে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনার (ইসি)মো. আনিছুর রহমান।গত শনিবার (০২ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ের নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত নির্বাচনি প্রশিক্ষক তৈরির উদ্বোধনী কর্মসূচিতে তিনি একথা বলেন।আনিছুর রহমান বলেন,বলা যায় ২০২৪ সালের শুরুর দিকে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।তবে আমরা এখনও ভোটগ্রহণের কোনো তারিখ ঠিক করিনি।আজকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল।তিনি বলেন,ভোটের দিন প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।অনেকে বিষয়টা জানেন না।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেও করণীয় আছে।আইনে প্রিজাইডিং অফিসারের ভোট বন্ধ করারও ক্ষমতা দেওয়া আছে।সে সময় ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া থাকে,সেটাও কাজে লাগানোর সুযোগ আছে।মোড়,আলমগীর বলেন, আমরা যখন চাকরিতে ঢুকেছি,তখন নির্বাচনে কোনোরকম প্রশিক্ষণই হতো না। কিন্তু নির্বাচন তো ঠিকই করতাম। তারপরও নির্বাচন নিয়ে কোনো রকম কথাবার্তা হতো না। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে ততই সবকিছু জটিল হচ্ছে।এরই প্রেক্ষিতে নির্বাচনও জটিল হয়ে গেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই জটিল হওয়ার কারণে এতো আইনকানুন ও এতো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আমাদের নির্বাচন আইন আছে,সেগুলো আপনারা দেখে বা পড়ে নেবেন। আপনাদের কাছে বেশি কথা না বলাই ভালো। নিজে পা।লেই জানা যায় সবকিছু।নির্বাচন কমিশনার বেগম রাশেদা সুলতানা বলেন, আপনারা আইনকানুনগুলো ভালো করে দেখে নেবেন পড়ে নেবেন। নির্বাচন যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়,সেদিকে খেয়াল রাখবেন।সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হবে।নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান বলেন,কঠিন প্রশিক্ষণ,সহজ যুদ্ধ। নির্বাচন অবাধ,সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার। যত সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ হবে,ততই একটা সুন্দর নির্বাচন হবে। আমরা দায়িত্ব নিয়ে ১ হাজার নির্বাচন সুন্দর ও অবাধভাবে করেছি। কোনো কথা উঠে নাই, সেসব নির্বাচন নিয়ে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ভূমিকা অনেক।একটা সুন্দর সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনে ভূমিকা রাখেন।প্রশিক্ষণে মোট তিন হাজার ২০০ প্রশিক্ষক তৈরি করা হবে। যারা পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল,ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। সিইসি ইতোমধ্যে বলেছেন, নভেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করা হবে। আর ভোটগ্রহণ করা হবে আগামী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে।সংসদ নির্বাচনের তফসিল জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণের মাধ্যমে ঘোষণা করে থাকেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।তবে বিভিন্ন সময় এই নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে নির্বাচন কমিশনাররা ছা।।ও সরকারের মন্ত্রীরাও বিভিন্ন সময় ভোটের নানা সময়ের' কথা বলে আসছেন।

## ৬ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ৬ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে ইন্দোনেশিয়া সফরে যাচ্ছেন। দু'দিনের এই সফরে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দু'টি সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি ২০-তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে এবং ১৮-তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করবেন।গত বছর ভারত-আসিয়ান সম্পর্ক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হওয়ার পর, আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন হল প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। এটি ভারত-আসিয়ান সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং সহযোগিতার ভবিষ্যত দিক নির্দেশ করবে। পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন আসিয়ান দেশগুলির নেতাদের এবং ভারত-সহ আটটি সংলাপ অংশীদারদের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক তাৎপর্যের বিষয়ে মতামত বিনিময় করার সুযোগ প্রদান করবে।

## উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কিতে তিন-তলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু দু'জনের, ১০ জন হাসপাতালে ভর্তি

বারাবাঙ্কি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় তিন-তলা একটি বাড়ি ভেঙে প্রাণ হারালেন দু'জন। ভয়াবহ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও ৩-৪ জন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বারাবাঙ্কি জেলার ফতেহপুরে।বারাবাঙ্কির পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সিং বলেছেন, ভোররাত ৩.১০ মিনিট নাগাদ আমরা খবর পাই, বারাবাঙ্কির ফতেহপুরে একটি ভবন ভেঙে পড়েছে। আমরা ১২ জনকে উদ্ধার করেছি, ৩-৪ জন এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ১২ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন।
**বৃষভ রাশিঃ**যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং শুভ
**মিথুন রাশিঃ**আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির
**কর্কট রাশিঃ**অজস্র স্নায়ুবৈকল্য আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করতে পারে।।
**সিংহ রাশিঃ**আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন।
**কন্যা রাশিঃ**ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ।
**তুলা রাশিঃ**আপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে.পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।
**বৃশ্চিক রাশিঃ**কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে।শুভদিন।
**ধনু রাশিঃ**আপনার হাসি বিষণ্নতার বিরুদ্ধে যন্ত্রণা দূরীকরণের কাজ করবে। আপনি যদি একটি মসৃণ জীবনযাপন করতে চান এবং জীবনযাত্রার একটি স্থিতিশীল মান বজায়।
**মকর রাশিঃ**যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার
**কুম্ভ রাশিঃ** আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে
**মীন রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রহনির্ভর স্থান আজ আপনার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না। সুতরাং, আপনার অর্থ নিরাপদ রাখুন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে

# ষোলো আনার পাঠশালা'-ই এখন ধ্যানজ্ঞান অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ আর্থিক অনটন যেন শিক্ষার দীপকে নেভাতে না পারে , এমনই এক মহ উদ্যোগ নিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক স্কুল শিক্ষক। অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক অনটন ও রুজিরুটির প্রয়োজনে অনেক শিশুকেই মাঝ পথে থামিয়ে দিতে হয় তাদের শিক্ষা, অথবা পারিবারের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই অনেক শিশুকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে বাধ্য হয় তার পরিবার। এমনই সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত এক স্কুল শিক্ষক। আজ শিক্ষক দিবসে বাংলার এই মাস্টারমশাইয়ের অভূতপূর্ব কীর্তির কথা তুলে ধরব আপনাদের সামনে। পূর্ব বর্ধমানের কালনার সমীরণপ্রসাদ চক্রবর্তী। দু ঃস্থ পরিবারের প।ড়য়াদের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছাটা দানা বেঁধেছিল স্কুলে চাকরি করার সময় থেকেই। সেই মতো শিক্ষকতার জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরে সেই ইচ্ছেতেই উড়ান ভরে ফেললেন এই মানুষটি। নিজের বাড়িতেই খুলে বসেছেন ষোলো আনার পাঠশালা, অর্থাৎ ১ টাকা গুরুদক্ষিণার বিনিময়ে লেখাপড়া। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকের এই পাঠশালা এখন রীতিমতো চর্চায়। দু ঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সমীরণবাবুর এই পাঠশালার বিকল্প খুঁজে পাওয়া ভার। সমীরণপ্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়ি কালনা ১ ব্লকের কৃষ্ণদেবপুরের হালদার পাড়ায়। তিনি বাদলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ২০২১ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি অবসর নিয়েছেন। শিক্ষকতার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও সমীরণপ্রসাদবাবু শিক্ষাদানে কাজেই ব্রতী থাকলেন। দু ঃস্থ পরিবারের পড়ুয়াদের জন্য কিছু একটা করার সংকল্পটা আগেই ছিল। সেই সংকল্প পূরণের জন্যই নিজের বাড়িতে তিনি পাঠশালা খুলে বসেছেন। বর্তমানে সমীরণপ্রসাদ বাবুর ষোলো আনার পাঠশালায় পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে।এই পাঠশালাই এখন সমীরণপ্রসাদ বাবুর ধ্যানজ্ঞান। ষোলো আনা বা ১ টাকা গুরুদক্ষিণার বিনিময়ে কয়েক দফায় তিনি তাঁর পাঠশালায় প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের পড়ান। পাঠশালায় থাকা ভাঁ।ড়েই গুরুদক্ষিণা জমা দেয় পড়ুয়ারা। অনেক ছেলেমেয়েদের আবার নিজের গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে কিংবা গুরুদক্ষিণা বাবদ মেলা পয়সা থেকে বই-খাতা, পেন-পেন্সিল কিনে দেন তিনি। আজকের দিনে যেখানে মানবিকতার অবক্ষয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা সমাজ, যেখানে শিক্ষা নিয়ে কালোবাজারি আর দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠে আসছে সমাজের সামনে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সমীরণপ্রসাদ চক্রবর্তী-দের মত মানুষেরাই পারেন সমাজ কে নতুন দিশা দেখাতে, শিক্ষক দিবসের এই মহ দিনে সমীরণ বাবু ও এনাদের মত আরো এমন বিপরীত পন্থীর শিক্ষদের জানাই কুর্নিশ।

## চন্দননগরে ডেঙ্গিতে মৃত্যু যুবকের! হুগলিতে প্রতিদিন বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা

প্রীতম সাধুখাঁ।,চন্দনগর, হুগলি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ মৃত যুবকের নাম অভিষেক হরিজন(২১)।বাড়ি চন্দননগর কলুপুকুর ধর্মরাজতলায়। বাবা রাজেশ হরিজন জানান দিল্লী রোডের পাশে একটি কারখানার শ্রমিক ছিল।গত সপ্তাহে জ্বরে আক্রান্ত হন।২৮ শে আগস্ট চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এনএস-১ পরীক্ষা পজিটিভ হয়।সেখানেই চিকিসা চলছিল।রবিবার অবস্থার অবনতি হয়। গতকাল মৃত্যু হয়। হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুঁইয়া বলেন, খবর পেয়ে আমি টিম নিয়ে চন্দননগর গিয়েছিলাম। রোগির চিকিৎসা চলছিল।খুবই দু ঃখ জনক ঘটনা।হাসপাতালে আলাদা করে কিছু ব্যবস্থা নিতে বলেছি। ডেঙ্গির উপসর্গ নিয়ে এলে তাকে নার্সিং স্টেশনের কাছে রাখতে হবে। কবে জ্বর এসেছে সেই তারিখ বেডের গায়ে লিখে রাখতে হবে।তিন দিনের মাথায় ডেঙ্গি রোগি খারাপ হতে শুরু করে।হাইব্রিড সিসিইউ খোলার নির্দেশ দিয়েছি।অনেক সময় সাধারণ জ্বর পরীক্ষার পর ডেঙ্গি ধরা পড়ছে।একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি দেখার জন্যায়ে এলাকায় ডেঙ্গি ধরা পড়বে এখানে ধরে নিতেই হবে এডিস মশা রয়েছে।তাই সেই এলাকায় বাড়তি নজর দিতে হবে। দিনে রাতে মশারী টাঙাতে হবে। স্বাস্থ্য কর্মীদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। হুগলি জেলায় এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৯২৭ জন। গত এক মাসে ১৩১৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। শহরাঞ্চলের মধ্যে সবথেকে বেশি শ্রীরামপুরে ২৮৪ জন আক্রান্ত। চন্দননগরে ৯১ জন। গ্রামাঞ্চলের মধ্যে হরিপালে আক্রান্ত ২৬২ জন। প্রতিদিন গড়ে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হচ্ছে। শ্রীরামপুর পুরসভা, হরিপাল, বলাগড়, সিঙ্গুর চণ্ডীতলা-১ ব্লকে রেড জোন করা হয়েছে। সিএমওএইচ বলেন,এখন ভাইরাল ফিভারও হচ্ছে। অনেকেই ভয় পেয়ে যা হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইছেন। এতে ওভার লোড হয়ে যাচ্ছে।আমাদের সিস্টেম রেডি আছে। প্রত্যেক হাসপাতাল রেডি আছে।ফিভার ক্লিনিক গুলোতে চিকিৎসকরা চেকআপ করে সন্দেহ হলে পরীক্ষা করে নেবে। আমাদের অনলাইন মিটিং হয়।জেলা হাসপাতালকে নোডাল করে জেলার অন্য হাসপাতাল গুলোকে ট্যাগ করা হয়েছে।যাতে দিনে রাতে পরামর্শ পাওয়া যায়।

## বগুলা হাসপাতালের নামবদলের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করল সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হওয়া পড়ুয়ার মা, বাবা নবান্নে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেখানে মমতা তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন, বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালের নাম হবে মৃত পড়ুয়ার নামে। তাই দেরি না করে সোমবার সন্ধ্যাতেই নদিয়ার বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালের নামবদলের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। প্রসঙ্গত, নিহত পড়ুয়ার মাকে চাকরির আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বাড়ির কাছেই দেওয়া হবে চাকরি। নিহতের ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান দু জনেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হস্টেলে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সেখানে সদ্য ভর্তি হওয়া ছেলের। তার পর সংসারের উপর দিয়ে বহু ঝড় বয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ওই বিজ্ঞপ্তি পৌঁছেছে নদিয়া জেলা স্বাস্থ্য দফতরে। আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই নতুন নাম হবে হাসপাতালটির।

## ডঃ সর্বপল্লী জন্মদিবসে শিক্ষক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানত হলো উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী জন্মদিবস উপলক্ষে শিক্ষক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়ার পারিজাতে। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার লার্ণ ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুলে শিক্ষক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। দ্বান্দিক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষা এবং শিক্ষকতা বিষয়ক এক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইতিহাসবিদ গন মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। সম্মাননা প্রদান করা হয় অধ্যাপিকা অদিতি ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন লেকচারার ড,আক্রাম হোসেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইতিহাসবিদ সেখ মহ,আব্দুল্লা,প্রবীন শিক্ষক শম্ভু ঘোষ, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কুন্তল রাউত, বিশিষ্ট লোকশিল্পী তপন সেন,অধ্যক্ষ সাজাহান আলী,প্রাক্তন শিক্ষক সেখ জাহাঙ্গীর আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক সিরাজ মল্লিক।

## বারাসাতে পেনশন ফান্ডের অটল পেনশন যোজনা অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ আজ পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বারাসাতে রবীন্দ্র ভবন অডিটোরিয়াম অটল পেনশন যোজনা আউটরিচ প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে। এসএলবিসি-ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং লিড ব্যাঙ্ক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সমন্বয়ে পিএফআরডিএ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শ্রী অনন্ত গোপাল দাস, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, পিএফআরডিএ অডিটোরিয়ামে উপস্থিত সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিবেদক সিএসপি এবং সমস্ত ব্যাঙ্কারদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেন যে এপিওয়াই হল একটি পেনশন স্কিম যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের লোকেরা যেমন ছোট কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, এসএইচজি সদস্য, স্ব-নিযুক্ত, গৃহিণী ইত্যাদি ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী যোগ্য। তিনি যোগ করেছেন যে পিএফআরডিএপিওয়াই-এর তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যকে পরিপূর্ণ করার দিকে মনোনিবেশ করছে।

## কসবার স্কুলে ছাত্রের মৃত্যুতে রহস্য, খুনের মামলা রুজু করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার দক্ষিণ কলকাতার কসবা রথতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে ক্রমশ রহস্যে র ঘনীভূত হচ্ছে। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং আরও দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কসবা থানায় অভিযোগ করেন মৃত ছাত্রের বাবা শেখ পাপ্পু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, স্কুলে যাচ্ছে ফরেন্সিক দল। রওনা দিয়েছেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তীও।উল্লেখ্য, ঐ ছাত্রের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মারধর করে ওই ছাত্রকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্কুলের পরিবারের সদস্যরা। যদিও স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেছেন, কেউ ওই ছাত্রকে হেনস্থা করেননি। তদন্ত শেষ হলে সংবাদমাধ্যমকে সবই জানাব'।কসবার থানায় প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং আরও দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ১২০বি ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত ছাত্রের বাবা।সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এই আবহেই এবার খাস কলকাতার বুকে আরেক স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে শোরগোল পড়ে গেল। কী কারণে ওই ছাত্রের মৃত্যু হল, তার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ।বোসপুকুরের বাসিন্দা ওই ছাত্র। কসবা

## বেআইনি হেরোইন ও গাঁজা বিক্রির প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ এলাকায় বেআইনি ভাবে হেরোইন ও গাঁজা বিক্রি করছিল স্থানীয় বেশ কয়েকজন যুবক। ঘটনার প্রতিবাদ করায় মারধর করা হল এক প্রতিবাদী যুবককে। আক্রান্তের নাম আক্তার শেখ। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত রামনগর এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় আক্তারকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতিবাদী ওই যুবক। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় কাউকেই আটক বা গ্রেফতার করেনি পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রামনগর জলট্যাঙ্ক এলাকায় স্থানীয় গনেশ মোড়ল, খোকা মোড়ল, মাফুজ মোড়লরা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই হেরোইন, গাঁজার আড্ডা বসাচ্ছে। বেআইনি ভাবে এই নেশার জিনিস বিক্রি করছে। গ্রামে এই ধরনের বেআইনি কাজ করার প্রতিবাদ জানান পেশায় গা।রি চালক আক্তার। অভিযোগ সেই কারনেই তাঁর উপর চা।ও হয়ে তাকে বেধ।ক মারধর করা হয়। মেরে মাথাও ফাটিয়ে দেওয়া হয়।

## ইন্ডিয়া নয় ভারতের সমর্থনে পোস্ট করে কী লিখলেন বিগ-বি?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সমাজ মাধ্যমে বিগ-বি-র একটি পোস্ট ইন্ডিয়া' বনাম ভারত' বিতর্কে ঘি ঢালল , প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়া' বনাম ভারত' বিতর্ক বেশ কয়েকদিন ধরেই তুঙ্গে, সেই বিতর্ক কে আরো খানিক বা।য়ে দিয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণপত্র। জি২০ উপলক্ষে সব রাজনৈতিক দলকে এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। যে পত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির এই আমন্ত্রণ, সেখানে বড় বড় করে ইংরেজিতে লেখা প্রেসিডেন্ট অব ভারত'। মঙ্গলবার তা নিয়েই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। যদিও এই বচসার সূত্রপাত বিরোধী দলগুলির জোট যোগসূত্রের তরফে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কয়েকদিন আগেই বিরোধী দলগুলির জোটের নাম রাখা হয় ইন্ডিয়া' (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স)। তারপরই কি এবার ইন্ডিয়া-র নাম বদলের সিদ্ধান্ত? এমনই প্রশ্ন উঠেছে বিরোধী মহলে। দেশের নাম ইন্ডিয়া' থেকে ভারত' করার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশনে রেজোলিউশন আনতে পারে সরকার, সম্প্রতি এমন কানাঘুষো খবরও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। এই না না প্রকার বিতর্কের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতের পতাকার ইমোজি-সহ একটি পোস্ট করেছেন বিগ-বি। যেখানে হিন্দি ভাষায় লেখা, 'ভারত মাতা কি জয়'।সচরাচর অমিতাভ বচ্চনকে রাজনৈতিক কোনও বিষয় নিয়ে কার্যত মন্তব্য করতে দেখাই যায় না। যদিও কেবল বিনোদন জগতেই এর প্রভাব পড়েছে এমন নয়, পাশাপাশি খেলার জগতেও এই মর্মে পোস্ট ভাইরাল। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেওয়াগ একইভাবে লিখলেন, আমি সর্বদাই বিশ্বাস করেছি যে, নাম একটাই হওয়া উচিত। আমরা ভারতীয়। ইন্ডিয়া নাম ব্রিটিশদের দেওয়া। যদিও এই সকল পোস্টের কারণেই নেটপাড়ায় বিরোধী জোটের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন সেলেবরা।

## পারিবারিক অশান্তির জন্য আত্মঘাতি জয়নগরের এক ব্যাক্তি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পারিবারিক অশান্তিতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো এক ব্যাক্তিঃ মঙ্গলবার জয়নগরে।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের শিরালি পাড়ার বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ৪০ বছরের এক ব্যাক্তি। নাম মাধব হালদার।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল স্থানীয় কেবল অপারেটরের কর্মী মাধব হালদারের সাথে তার স্ত্রীর পারবারিক অশান্তি চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরে।তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।সোমবার রাতে পারিবারিক অশান্তি হয়। মঙ্গলবার বেলায় বা।তে কেউ না থাকার সুযোগে সে তাঁর ঘরেতে গলায় দড়ি দেয়। স্থানীয় মানুষজন জয়নগর থানায় খবর দেয়। জয়নগর থানার পুলিশ এসে গলায় দড়ি খুলে তাকে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আর তাঁর পরে মৃতদেহ পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## জয়নগরের পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে জয়নগরে। সোমবার ভোর রাতে এবার চুরির ঘটনা ঘটলো জয়নগর থানার পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলে। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে এসে শিক্ষকেরা দেখেন স্কুল ঘরের দরজা ভাঙা। অফিস ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র তছনছ হয়ে পড়ে আছে। আলমারি ভাঙা। ল্যাবরেটরি ভাংচুর। আর তাঁর পরেই জয়নগর থানায় খবর দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর খবর পেয়েই ঘটনা চলে আসেন জয়নগর থানার পুলিশ। তাঁরা সমস্ত কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। আর তারপরে এদিন দুপুরে জয়নগর থানায় এসে চুরির ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ কুমার মন্ডল। তিনি এদিন বলেন

সকালবেলা খবর পেয়ে স্কুলে এসে দেখি অফিস ঘর তছনছ, আলমারি ভাঙ্গা, কাগজপত্র তছনছ করা আছে। তিনি এদিন বলেন, চুরি হয়ে গিয়েছে স্কুলের সাউন্ড সিস্টেমের যন্ত্রপাতি এবং ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি। এর আগে ও এই স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটেছিল।তবে এই স্কুলে কোন সিসি টিভি ক্যামেরা নেই। নেই রাতের প্রহরীর ব্যবস্থাও। বারবার এই ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই এলাকায়। চুরির ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। আর স্কুল কর্তৃপক্ষ চান দ্রুত এই চুরির ঘটনার কিনারা করুক পুলিশ। আর এদিনের সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

শ্রী অনুরাগ ঠাকুর জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আগে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে ব্যবস্থা পর্যালোচনা করছেন।

## উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পাশের পুকুরে মৃতদেহ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ রোগীর দেহ ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য । মৃতের নাম অভয়.পাঠক (৭২) বাড়ি হিন্দমোটর ১ নম্বর ওয়ার্ডের বৈদিক পাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে সামান্য শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে উত্তরপাড়ার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত ব্যক্তির ছেলে প্রদীপ পাঠক জানান, হাসপাতালে ভর্তি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মৃতদেহ পাশের পুকুরে ভাসতে দেখা গিয়েছে। কীভাবে হাসপাতালের মধ্যে থেকে একজন রোগী বেরিয়ে গেলেন, কীভাবে সকলের নজর এড়িয়ে মৃত্যু হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তিনি। হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুঁইয়া বলেন, খুবই দু ঃখ জনক ঘটনা। আমি সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। দু'জন নিখোঁজ ছিলেন। থানায় নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছিল। একটা তদন্ত কমিটি গড়ে ঘটনার তদন্ত হবে। আমি জেলা স্তরের তিন জন অফিসারকে পাঠিয়ে রিপোর্ট নেব। যদি নিরাপত্তার কোনও গাফিলতি থাকে, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজ হওয়া এবং পুকুর থেকে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা উত্তরপাড়া হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুমিত চক্রবর্তী বলেন, উত্তরপাড়া হাসপাতালে পরিকাঠামো যথেষ্ট ভাল, নজরদারিও আছে। তবে এই ধরনের ঘটনা কখনই কাম্য নয়। কীভাবে তা ঘটল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপির সভায় যাওয়ার জন্য এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন খোকন বিশ্বাস নামে ওই বিজেপি কর্মী। রড দিয়ে মেরে তাঁর হাত ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁর স্ত্রী ও মা খোকনকে উদ্ধার করতে গেলে তাঁদেরকেও মারধর করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতা হিরেন রায় ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার বেলেগাছি এলাকায়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় খোকনকে উদ্ধার করে ঘুটিয়ারিশরীফ ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

## চা বাগিচা শ্রমিকদের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পাহাড়ে পাট্টা দেওয়ার জন্য জমির সমীক্ষা করতে গিয়ে কোথাও সমস্যা দেখা দিলে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেখানে কাজ বন্ধ রাখার জন্য ভূমি সংস্কার দপ্তর ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। জিটিএ প্রধান অনীত থাপা দপ্তর ও আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে জমির পাট্টার বিতরনকে সামনে রেখে বাগিচা শ্রমিকদের ভুল বুঝিয়ে সেখানে নতুন করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। সেই কারনে কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের জেলাশাসকদের সরকারিভাবে জমির সমীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

## হরিপালে পঞ্চায়েতে সঞ্চালক নির্বাচন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ হরিপাল ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির বোর্ড গঠন ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রধানদের কার্যভার হস্তান্তর পর্ব শেষ। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত গুলি কাজ শুরু করে দিয়েছে বিশেষ করে মানবিক প্রকল্পে ভাতা প্রাপকেরা দীর্ঘদিন ভাতা পায়নি নতুন পঞ্চায়েত গঠনের পর তাদের ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাকি ছিল সঞ্চালক নির্বাচন আজ এক বিশেষ বৈঠকের মাধ্যমে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক নির্বাচন সম্পন্ন হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান যথাক্রমে অর্চনা কোলে ও সঞ্জয় ধারা। সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের আধিকারিক সৈকত পোদ্দার ।

## জি-২০তে ভারতের পরম্পরাগত ওষুধ ব্যবস্থায় নজির এবং আশ্বাস দুই-ই নিশ্চিত করে ঃ সর্বানন্দ সোনোয়াল

৫ সেপ্টেম্বর ঃ আজ গোটা বিশ্ব ভারতের সাশ্রয়ী এবং প্রমাণ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, এদেশের আয়ুর্বেদ এবং যোগ ক্ষেত্রের প্রামাণ্য কার্যক্ষমতাকে সম্মান দিয়ে । ভারতের জি-২০র সভাপতিত্ব বিশ্বের নেতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের সামনে এই কার্যকারিতা তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। মানবতা এবং পরিবেশের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতের পরম্পরাগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা-সংক্রান্ত বিজ্ঞান যে ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা তুলে ধরতে আয়ুষ মন্ত্রক সবকটি আলোচনায় অংশ নিয়েছে। লক্ষ্য একটাই-সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখা। এটা স্পষ্ট যে, কোভিডের পর গোটা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এখন সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপরই সবাই জোর দিচ্ছেন। উচ্চমান, ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি। এই লক্ষ্যে আয়ুষ মন্ত্রক গত ৯ বছর ধরে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এবং পরম্পরাগত ওষুধ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তিগত সাধনী এবং প্রণালীর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে প্রমাণ ভিত্তিক আয়ুষ ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে।এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, জাপানের ওসাকায় জি-২০ শীর্ষ বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদী স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ৫ টি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলি হল সহজলভ্যতা, ব্যয়সাশ্রয়ী, যথাযথ, দায়বদ্ধ এবং অভিযোজ্যতা। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে আয়ুষ মন্ত্রক ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আলোচনা সভায় এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছে যে, ভারতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে, যাতে করে বিশ্বের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়ানো যায় এবং পরম্পরাগত চিকিসা ব্যবস্থায় জি-২০ দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়। পাশাপাশি চিরাচরিত চিকিসা ব্যবস্থায় গবেষণা ও উন্নয়নমূলক এবং নির্দিষ্ট মানের নিয়মাবলী যাতে সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়েও জি ২০-র বিভিন্ন আলোচনাসভায় কথাবার্তা হয়েছে। একইসঙ্গে শিল্পসংস্থাগুলি থেকে অংশীদারদের নিযুক্ত করে জ্ঞান আদান-প্রদান, ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো এবং বেস্ট প্র্যাকটিস'গুলিকে সহজতর করাও মন্ত্রকের দায়িত্বের মধ্যে পড়েছে। প্রসঙ্গত, এই মন্ত্রক বিভিন্ন জি ২০ কর্মীগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে, যাতে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতামূলক কাজকর্মের উপযুক্ত এলাকাগুলি চিহ্নিত করা যায়। জি-২০র অধীনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মী গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হল, পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্পর্কে জি-২০ নেতৃবৃঃদকে অবহিত করা। বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই কর্মী গোষ্ঠী কাজ করে চলেছে। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে হেলথ ওয়ার্কিং গ্রুপ বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মী গোষ্ঠীর সবকটি আলোচনায় আয়ুষ মন্ত্রক সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। গুজরাতের গান্ধীনগরে ১৭-১৮ অগাস্টে অনুষ্ঠিত হু পরম্পরাগত মেডিসিন ইঃটারন্যাশনাল সামিটে এগুলি নিয়ে চূড়ান্ত স্তরে আলোচনা হয়েছে। সভার অংশগ্রহণ, পারস্পরিক মতের আদান-প্রদান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এই শীর্ষ বৈঠক ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে এবং গুজরাতের জামনগরে হু গ্লোবল সেঃটার ফর ট্রাডিশনাল মেডিসিন ও পরম্পরাগত ওষুধের ক্ষেত্রে এবং ২০২৫-৩৫-এর হু টিএম স্ট্র্যাটেজি তৈরির ক্ষেত্রে দিশা দেখিয়েছে।এপ্রসঙ্গে ভারত সরকারের প্রয়াসের প্রশংসা করে হু-র মহা নির্দেশক ডাঃ টেড্রোস পরম্পরাগত ওষুধের ক্ষেত্রে ভারতের অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই আন্তর্জাতিক শীর্ষ বৈঠকের প্রাপ্তিগুলি খুব শিগগিরই গুজরাত ঘোষণাপত্র হিসেবে প্রকাশ করতে চলেছে হু।দিল্লিতে জুলাইয়ে জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্তের সভাপতিত্বে আয়ুষ মন্ত্রক সম্প্রতি এই বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। বৈঠকে অমিতাভ কান্ত উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তির পাশাপাশি, পরম্পরাগত ওষুধ ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন।আয়ুষ মন্ত্রকের প্রয়াস এবং জি-২০ কর্মী গোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈঠকের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব লব আগরওয়ালের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আসন্ন স্বাস্থ্য ঘোষণাপত্রে ভারতের পরম্পরাগত ওষুধকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আধুনিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে পরম্পরাগত ওষুধের ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সহযোগিতার মঞ্চ গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। একই বৈঠকে স্টার্টআপ ২০ ভারতের সভাপতি চিন্তন বৈষ্ণব বলেন, স্টার্টআপ ২০-র তালিকায় ভারতের আয়ুষ চিকিসা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ব্রাজিলের পরবর্তী জি-২০ সভাপতিত্বে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং দক্ষ চিকিসকরা ভারতকে চিকিসা পরিষেবার অত্যন্ত জনপ্রিয় গন্তব্য করে তুলেছে। দেশে চিকিসা সংক্রান্ত পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে তিরুবনন্তপুরমে প্রথম স্বাস্থ্য কর্মী গোষ্ঠীর বৈঠকে এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ভারতে মেডিক্যাল ট্যুরিজম শিল্পের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই বৈঠকে ফলপ্রসূ ও গভীর আলোচনা হয়।এটা বলা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আয়ুষ শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, প্রতিবছর এই শিল্পের বাজার ১৭ শতাংশ করে বেড়েছে এবং এটি ২৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। শিল্পের মানদন্ডের নিরিখে এই অগ্রগতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি সহায়তা, আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি, জীবনযাত্রার ধরণ-ধারণ থেকে আয়ুষের জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেহেতু বহু মানুষ আয়ুষ চিকিসায় উপকৃত হচ্ছেন, তাই স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল স্রোতে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকবে। একদিকে, আয়ুষ ক্ষেত্রের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটলেও, এরসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক সমস্যাও। এগুলি হল, সুরক্ষা, স্বচ্ছতা, বিশ্বাস এবং নৈতিক অনুশীলন।আয়ুষের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলেও, কিছু বিভ্রান্তিকর দাবিও জনমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বিজ্ঞাপন সহ বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রচার রুখতে ভারত সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৪ সালে আয়ুষ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে সুরক্ষা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।বিগত বছরগুলিতে শক্তিশালী ফার্মাকো-ভিজিল্যান্স কর্মসূচির মাধ্যমে মন্ত্রক বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের ওপর নজরদারির ব্যবস্থাকে জোরদার করেছে। এইসব বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন রুখতে অন্যান্য নিয়মাবলীও চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ফার্মাকো-ভিজিল্যান্স কর্মসূচির বলিষ্ঠ রূপায়ণ। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল, নিরাপদ আয়ুষ ওষুধপত্রের ওপর নজরদারি এবং এর বিরূপ বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। আয়ুষ মেডিসিনের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, এই ওষুধ তৈরির সঙ্গে যুক্ত উপাদক, আমদানি কারক এবং বঃটনকারীদের জন্য শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া। সেইসঙ্গে এর গবেষণাকে উন্নত করার বিষয়ে মন্ত্রক বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আয়ুষ চিকিসা ব্যবস্থাকে দক্ষ ও নিরাপদ করে তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নকে উসাহিত করা হচ্ছে। আয়ুষ মন্ত্রক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন নিয়ামক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত সহযোগিতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করে থাকে। এই সহযোগিতা ওষুধের মান বজার রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। গুজরাতের গান্ধীনগরে হু-র সাম্প্রতিক শীর্ষ বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে গত কয়েকমাস ধরে ভারতের বিভিন্ন পরম্পরাগত চিকিসা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মত বিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাচীন চিকিসা ব্যবস্থার ওপর দেশে এবং বিদেশে মানুষের আস্থার ভিত শক্তিশালী করা সম্ভব হয়েছে এবং মানুষের সেবায় ভারতীয় এই চিকিসা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি পেয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ দৈনিক ২৭৭ বুধবার, ১৯ ভাদ্র, ১৪৩০

## জি-২০ সম্মেলন

জি -২০ সম্মেলনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আসছেন না। তিনি আগেই বলে দিয়েচিলেন দেশের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তার ফলে প্রেসিডেন্ট দফতর থেকে বলা হয়েছে শিং এর পরিবর্তে চিনের বিদেশে মন্ত্রী লি খ্যচিয়াং আসছেন। তিনি চিনের দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনও আসছেন না। তার ফলে জি-২০ সমেলনে দেখতে পাওয়া গেল যে সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে কোনও শক্তিশালী নেতারা এসে উপস্থিত হচ্ছেন না। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উপস্থিত থাকছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকছেন। জার্মান দেশের চ্যান্সলের উপস্থিত থাকছেন। ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্ট উপস্থিত থাকছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক উপস্থিত থাকছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকছেন। তার ফলে কোয়াড আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হওয়ার পথকে তৈরি করতে ফেলেছে ভারত। কোয়াড তৈরি করা হয়েছে চিনের আগ্রাসনকে রুখে দেওয়ার জন্য। এর জন্যই চিন খুবই ভারতের ওপরে ক্ষুব্ধ। চিন ভারতের সঙ্গে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানর আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ। বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পাকিস্তানকে সংসার চালাতে হচ্ছে। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পকিস্তানকে রক্ষা করতে সেখানকারা সেনারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যখন দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতে চলে যেতে শুরু করে দিয়েছিল তখন পাক সেনারা ইসলাম দেশগুলি কাছে ধর্না দিতে শুরু করে দিয়েছিল অর্থ সাহায্য করতে। তার ফলে বেশ কিছু ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। সেই সাহায্যে জন্য পাকিস্তানকে কোনে সুদ দিতে হবে না। এমনকী আসল দিতে হবে না। তবে পাকিস্তানে তারা ব্যবসা করার অধিকার অর্জন করেছে। অর্থ দিয়ে তারা পাকিস্তানের বাজারকে কেনার চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের বাঁচার আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। চিনের কাছে পাকিস্তান ঋণী। চিন থেকে পাকিস্তান অর্থ সাহায্য নিয়েছে। চিন সেখানে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে অর্থ নিতে গেলে সুদ দিতে হবে। নাহলে চিন অর্থ দেবে না। শ্রীলঙ্কাকে আর্থিক সাহায্য করেছিল চিন। আসল না দিতে পারার ফলে শ্রীলঙ্কার বন্দরটা কিনতে নিয়েছিল চিন। সেখানে চিন তাদের জাহাজ রাখতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এখন ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। সেটা করিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের মধ্যে চিন প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর চিনের দিকে তাকিয়ে নেই। তিনি এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যা বলছেন তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাই শুনছেন। চিনের ব্যাপারে বাংলাদেশে আগ্রহ দেখিয়েছিল। কিন্তু চিন যেভাবে শ্রীলঙ্কাকে বিপদের মধ্যে ফলে দিয়েছিল তাতে আতঙ্কিত বাংলাদেশ। তার ফলে চিনকে আর কোনও কাজের বরাত দিতে রাজি হচ্ছে না বাংলাদেশে। চিন একন বাংলাদেশ থেকে হাত সরাতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আলোচনায় বসেছিলেন। বাংলাদেশে চিন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কিন্তু বাংলাদেশ চিনের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। শ্রীলঙ্কার অবস্থা থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা গ্রহণ ররেছে। সেই কারণে বাংলাদেশ চিনকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে -২০ সম্মেলনকে সার্থক করে তুলতে বিদেশ মন্ত্রক সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিদেশের প্রতিনিধিরা এসে উপস্থিত হয়েছে। বিদেশের সাংবাদিকেরা এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। তারা এখন জি-২০ সম্মেলনের ব্যাপারে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। বিদেশি সাংবাদিকেরা এবার জোট ইণ্ডিয়া সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে জোটের কোনও নেতাদের সঙ্গে বিদেশী সাংবাদিকেরা এখনও পর্যন্ত আলোচনা করেনি। বিবিসি সাংবাদিকেরা জোটের নেতাদের সঙ্গে কোনও সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেনি। আমেরিকার ‘ভয়ের অব আমেরিকা’ সংবাদ মাধ্যমে দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে জি-২০ নিয়ে ভারতের জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে কোনও আলোচনা হবে কিনা তা নিয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চিনের বিদেশ মন্ত্রী ভারত চিন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে কথা বললেও তাঁর হাতে চূড়ান্ত কোনও ক্ষমতা নেই।

## পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতা

তালিবান সরকার আফগানে থাকলে পাকিস্তানের দুই দিক থেকে লাভ হবে। প্রথমত, আফগানিস্তানকে শৃঙ্খল মুক্তি তত্ত্বটাকে সামনে রেখে রাজনৈতিকভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে পাকিস্তান। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীর নিয়ে ভারতের ওপরে সন্ত্রাসের চাপ বাড়ানোর কাজও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। চিন ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে তালিবানদের কাছে। আমেরিকা হাতে সময় নিচ্ছে। তারাও তালিবান সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করতে পিছুপা হবে না সেটা বুঝতে পারা গিয়েছে। এতদিন ধরে আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনা উপস্থিত থেকে যেটা করা সম্ভব হয়নি সেটাই করতে হবে আমেরিকাকে। আমেরিকার বাণিজ্য বিমান সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে খুবই শীঘ্রই। আফগানিস্তানে এখন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যরা নয়া আফগান সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে। রাশিয়া, চিন তো একেবারে গলা বাড়িয়ে রয়েছে। বাদ যাচ্ছে না ব্রিটেন এবং আমেরিকা এবং ফ্রান্স। মাঝখান থেকে ভারত এখন এমন খাঁচাকলে আটকে থাকবে আফগানের সঙ্গে ইদানিং ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ভারত থেকে মানবিক সাহায্য যেতে শুরু করেছে আফগানে। তালিবানদের শাসনকে মেনে নিয়ে ভারত আফগানিস্তানের উন্নয়নের কাজ হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত তবে ভারত আমেরিকার মতো তালিবানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চাইছে। এতে তালিবানদের আপত্তি নেই বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু সেই সুযোগে ভারত তৈরি করে দিতে বাধা দিচ্ছে চিন এবং পাকিস্তান সেটাই হচ্ছে আসল কথা। চিন তালিবান সেতুর কাজটা করছে পাকিস্তান। পাকিস্তান এখন ভারতের দিকে চোখ ফেরাতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একটি রাজনৈতিক অশান্তি তৈরি করার ইচ্ছা রয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে চলতি মাসে ভারতই সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করছে। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কাবুল পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারতের উদ্বেগের কথা বলেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের ভারতের প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি। কিন্তু ভারত গ্রহণ করেছে যে পি-৫ গোষ্ঠীর দুটি দেশ যদি তালিবানদের পাশে দাঁড়ায় তাহলে তাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। সেই সূত্রে পাকিস্তানের হাতই শক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

## ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাণী

অন্য কে কি করল দেখবি না, নিজের দিকে চাইবি, আর জানবি যত সব বাণী। নিয়মকানুন সব অন্যের জন্য নয়, তোর নিজের জন্য। তাই সবার আগে নিজেকে ঠিক করবি।

## কালী সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ গান রচনা করে মায়ের পুজো করতেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে মায়ের সহেগে সাক্ষাৎ করতেন। মা মা করে ডাকতেন গঙ্গার তীরে বসে। মাকে ডাকতে হবে এক মনে। তবেই তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই জগত চালিত হচ্ছে। তিনি আছেন বলেই গ্রহণ নক্ষত্র সব কিছুই একটি নিয়মে চলাফেরা করে। সমাজ, ধর্ম, দেশ সংসার মা কালীর নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। মা আছেন বলেই সমাজ থেকে শুরু করে পরিবার এবং সংসার পরিচালিত হতে পারছে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দিয়ে রক্ষা করে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। দান এবং ধ্যান এই দুটো মা কালী দিয়ে থাকেন। আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তাকে কেন্দ্র করে পুরো জীবনটা অতিবাহিত হয়। তিনিই জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেরে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগত অন্ধকার।

# ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের গোড়ার কথা

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা চিরকালই সশস্ত্র বিপ্লবকে সমর্থন করে এসেছে। এই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি গা ঢাকা দিয়েই বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলো পরিচালনা করতেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে সামনে রেখে। ১৯০৩ সালে বাংলায় দিকে রওনা দিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার বরোদা থেকে অরবিন্দের নির্দেশে। বারীন্দ্র কুমার হাওড়া স্টেশনে এসে কোনও আত্মীয় বাড়িতে উঠলেন না। একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি করে তিনি সোজা উঠলন ১০৮ নম্বর সার্কুলার রোডে। এই বাড়িতে যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন পি মিত্রের নেতৃত্বে। এই বাড়িতে বাস করতেন পি মিত্র, তাঁর স্ত্রী এবং বোন। এই বিপ্লবী কেন্দ্রের গা ঘেসে ছিল সুকিয়া স্ট্রিট থানা। তার মধ্যে ছিল একটি বিশাল পুকুর।

বিপ্লবীদের প্রথম দিকে টাকার কোনও অভাব হয়নি। কারণ প্রমথনাথের উদ্যোগ কলকাতার ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে পাওয়া যেত মাসে আড়াইশো টাকা। প্রমথনাথ নিজে দিতেন ত্রিশ টাকা। আর চিত্তরঞ্জন দাস দিতেন দশ টাকা। এই টাকায় কর্মীদের খাওয়া দাওয়া এবং আখড়ার ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সেখানে একটি সাইকেল কিনে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে দ্রুত কোনও সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়। তারপরে সেখানে একটি ঘোড়াও ছিল বিপ্লবীদের অশ্বারোহন শেখানোর জন্য। এটা সম্ভবত মানিকতলার কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দান করে থাকবেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বারীন কুমারকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বারীন্দ্র কুমারের প্রতি নির্দশ হল- বই পড়ে শরীর চর্চা করে ভাবী বিপ্লবীদের জন্য তৈরি হতে হবে। তারপরে লেগে যেতে হবে কর্মী সংগ্রহের কাজে। আপাতত বই পড়া কাজ শুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দ মঠ’ থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লবের কথা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা বই নিয়ে পড়া শুরু হল। ঠিক সেই সময়ে বারীন্দ্র কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য। পায়ে তালতলার চটি এবং মুখ ভরা হাসি নিয়ে উপস্থিত হলেন বারীন্দ্র কুমারের কাছে। ইনিই ছিলেন ভাবী যুগান্তর পার্টির কর্মাধ্যক্ষ। বরোদা থেকে বারীন্দ্র কুমার চলে আসার আগে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের গোপন প্রচারের জন্য সেখানে যাওয়া আসা করতে শুরু করেছিলেন। এমন এক অভিযানে তিনি আড়বালিয়া যান। সেখানে অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অবিনাশচন্দ্র তখন মেট্রোপলিটান কলেজর ছাত্র ছিলেন। সেই সূত্র ধরে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় হল অবিনাশচন্দ্রের।

বাড়ির সামনে ছোট মাঠে ছিল ব্যায়াম করার স্থান। সাইকেল চড়ার কাজও সেখানে চলতো। থানার পুকুরে শেখানো হত সাঁতার। কলকাতার রাস্তায় তখন বাস বা ট্যাক্সির আগমন ঘটেনি। তাই ঘোড়ায় চড়ার কোনও ব্যাঘাত হল না রাস্তায়। একতলা উঁচু ‘ওয়েলার’ ঘোড়ায় সব কর্মীরা ঘোড়া চড়ানো শিখতো। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাক্তন সৈনিক। পাকা অশ্বারোহী। অশ্বারোহন তিনি নিজেই শেখাতেন সবাইকে। প্রতিদিন সকাল বেলায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চলে যতীন্দ্রনাথ যেতেন উকিল ব্যারিস্টারদের বাড়িতে চাঁদা আদায়ের জন্য। তাঁর যাওয়া আসার পথ ছিল গড়ের মাঠ দিয়ে। তিনি ছিলেন জন্মগত গুণসম্পন্ন। আগুন নিয়ে খেলা করার জন্যই তিনি যেন জন্ম গ্রহণ নিয়েছিলেন। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাঁর নেতৃত্বে অল্প সময়ের জন্য। তবুও বলতে হয় তিনি ছিলেন বলেই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বিপ্লবীদের প্রথম প্রশিক্ষণ দেওয়ার শুরু করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে বৃহৎ আকার ধারন করে। প্রমথনাথের স্বপ্ন তাঁর মধ্যে দিয়ে সফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যান। তখন তিনি হয়েছিলেন সহস্র সহস্র সাঁওতালদের স্বাভাবিক নেতা। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁকে হারিয়ে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এইভাবে বিপ্লবী সমিতির প্রথম উদ্যোগ চালু হয়ে গিয়েছিল। পরে বুঝতে পারা গেল যে উকিল ব্যারিকস্টার দিয়ে বিপ্লবী সমিতি বেশি দিন চলবে না। বিপ্লবী আন্দোলনকে চালু রাখতে গেলে প্রয়োজন তরুণদের। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে কলকাতার প্রতিটি পার্কেপার্কে ঘুরে তরুণ সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হবে। তারপরে তাদেরকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করা হবে। এই গুরুভার এসে পড়ল বারীন্দ্রকুমারের ওপরে। ইতিমধ্যে বারীন্দ্র কুমার ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া বইগুলো পড়ে ফেললেন। এর মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্র, গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটাসিনির জীবনী,

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, টডের রাজস্থান, টমকাকার কুটির, রামায়ণ, মহাভারত, দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র এবং উইলিয়াম ডিগবীয় বৃটিশ অর্থনীতির বই, ভারতের ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ক্রমওয়েলের জীবনী এবং ওকাকুরার বই। এছাড়া বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের বিবরণ সম্বলিত বই ছিল- “War made Impossible, Mr. Block ” নামধেয় জনৈক ইংরেজের লেখা। স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা রুশ নিহিলিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন। আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অনুশীলন সমিতিতে বইগুলো দেওয়ার আগে তিনি শর্ত আরোপ করেছিলেন বইগুলোকে অবলম্বন করে বিপ্লবী কর্মী গড়তে হবে। সেই স্কুলে বা পাঠচক্রে বিভিন্ন দেশের বিদেশের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি শিক্ষা দিতে হবে। এখান থেকে তৈরি করতে হবে স্বাধীন ভারত জাগরণ। সমগ্র ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব উদ্দেশ্যে অসংখ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এর ফলেই একদিন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব করা সম্ভব হবে। ভারত পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবে।

বারীন্দ্র কুমার ছিলেন কৃতী ছাত্র। ক্রমে দেবব্রত বসু, নলিনী মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত এসে যোগ দিলেন অনুশীলন সমিতিতে। ইন্দ্রনাথ নন্দী এসে উপস্থিত হলেন আত্মোন্নতি সমিতি থেকে। এসে উপস্থিত হলেন সখারামবাবু। তিনি দেওঘরে হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরি করতেন। দেওঘরের অত্যাচারী মহাকুমাশাসকের বিরুদ্ধে হিতকথা পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশ করায় তাঁর চাকরি চলে যায়। ভারতের ভাবী সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন শুরু হয়েছে জেনে তিনি একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। যতীন্দ্রনাথ এবং পি মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ক্রমে তাঁর ওপরে সমিতির অর্থনীতির ক্লাসের ভার এসে পড়ল। সেই সময়ে বারীন্দ্র কুমার লিখছেন-“দেশজননীর বন্ধন মোচনের জন্য নিজের প্রাণ বলি দেওয়ার নেশাই আমাদের টেনেছিল বেশী। মৃত্যুর বুকে আছে অমোঘ বীর্য জীবনের মন্ত্র, পরার্থে জীবন দানের সংকল্পই আমাদের তখনকার বিপ্লব-মন্ত্রকে যে আমাদের চক্ষে করে তুলেছিল এতখানি শক্তিব্যঞ্জক ও পরম পণ্যময় বেদমন্ত্রতুল্য (অগ্নিযুগ- পৃষ্টা..৭৬)

পাঠচক্রে পি মিত্র পড়াতেন ইতিহাস, বিশেষ করে শিখ অভ্যুত্থান এবং ফরাসি বিপ্লবের কথা। তিনি সার্কুলার রোডে বড় একটা আসতেন না। তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতেই তিনি ক্লাস নিতেন। যেদিন তাঁর ক্লাস থাকতো সেদিন তাঁর বাড়ির লনে লাঠি খেলা হতো। সখারামবাবু পড়াতেন ব্রিটিশ ভারতে আর্থিক শোষন। তাঁর বক্তৃতাগুলো পরে দেশের কথা নামে ছাপা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এগুলো বাজেয়াপ্ত করে। যতীন্দ্রনাথ পড়াতেন রণনীতি। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জাতির জাতীয় জাগরণ সম্পর্কে বিপ্লবীদের কাছে বক্তব্য রাখতেন। বারীন্দ্রকুমার এবার নিজেকে প্রস্তুত করে বিপ্লবী সমিতির হয়ে প্রচার করতে শুরু করতে ময়দানে নেমে পড়লেন। বিপ্লবীভাবধারাকে প্রচার করতে তিনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন। সেখানে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কলকাতার বাইরে প্রথম বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে উঠল সেখানে। এবারে বারীন্দ্র কুমার অভিযান করলেন মেদিনীপুরে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন অরবিন্দ স্বয়ং। মেদিনীপুরে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির তৈরি কাজ কিছুটা এগিয়ে রেখেছিলেন অরবিন্দ। তাঁর দুই মামা যোগেন্দ্র বসু এবং সত্যেন্দ্র বসু একদন তরুণদের নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। অরবিন্দ সেখানে বারীন্দ্র কুমারে সঙ্গে কর্মী সত্যেন বসু, নিরাপদ রায় এবং হেম কানুগোর সহেগ পরিচয় করিয়ে দিলেন। হেমচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন অরবিন্দ। মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে মাঝে মধ্যে জ্ঞান বসু কলকাতায় এসে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে যেতেন। সেই সময়ে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল বারীন্দ্র কুমারের সঙ্গে ক্ষুদিরাম বসুর। সে অনেকটা লাজুক প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। এই বিপ্লব প্রচার সম্পর্কে লিখছেন,-“ আমার অস্পষ্ট মনে আছে, সখারামবাবুকে নিয়ে ছেলে ধরার কাজে যাত্রার কথা এবং চাঁদের আলোকে আলো করা গঙ্গা তীরে বাঁধন ঘাটের উপর তরুণদের নিয়ে আমাদের এই প্রাণমাতানো আলোচনা। সেটি বোধহয় খড়দহের গঙ্গা তীরের ঘটনা। পুরীতে ও কটকে গিয়েছিলাম কুলকার্নী নামে একজন মাড়োয়ারি যুবককে নিয়ে বিপ্লব বক্তৃতা দিতে ও কেন্দ্র খুলতে” (অগ্নিযুগ)। এছাড়া পার্কে পার্কে সন্ধ্যা বেলায় রাজনৈতিক আলোচনা আয়োজন করা হতো। তরুণদের সেখান থেকে ভাবী বিপ্লবী হিসাবে মেছে নেওয়া হতো। হেদুয়া এবং কলেজ স্কোয়ার ছিল প্রধান কেন্দ্র। কলুটোলার সি কে সেনদের বাড়ির একজন ছেলে ধরার কাজে ওস্তাদ ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার সহ সবাই তাঁকে চারুদা বলে ডাকতেন।

ব্যারিস্টার পি মিত্র ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রেসিডেন্ট। সে হিসাব তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের সভাপতি। বারীন্দ্র কুমার সহ সকলের কাছে তিনি বাঘা মিত্তির বলে পরিচিত ছিলেন। বারীন্দ্র কুমার লিখছেন-“লাঠি খেলায়-বিশেষ করে বড় লাঠি খেলাতে ও গদা চালনায় বাঘা মিত্তির ছিলেন তেঁতুলে বাগদীর মত দুর্জয়। বেঙ্গলীতে রুদ্ররাগসিক্ত জলদমন্তীর স্টাইলে তিনি উত্তেজক বিপ্লবী লেখা লিখতেন-“Om to the beautiful,’ ‘Om to the Terrible” তাঁর বড়িতে বসত আমাদের ইতিহাস ক্লাস ও লাঠি খেলার আড্ডা। বাড়ির ভিতর দিয়ে বড় Lawn এ তিনি ও তাঁর তের বছরের ছেলে আমাদের শেখাতেন ছোট লাঠি, গদাচালনা ও বড় লাঠি খেলা (অগ্নিযুগ পৃষ্টা-৭৪)।

সার্কুলার রোডের বাড়িতে জমে উঠল বিপ্লবী কেন্দ্র। মিত্তির মশাই বলতেন, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এ আমার তৃতীয়বারের চেষ্টা। এর আগে ব্যর্থ চেষ্টাই করেছি, এবারে জমলো। কিন্তু জমার মুখেই যে ভাঙনের পালা শুরু হবে তা তিনি জানতেন না। বারীন্দ্র কুমারের প্রথম বিদ্রোহ হল যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সৈনিক জীবনে যতীন্দ্রনাথ কঠোর শৃঙ্খলা আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলার স্কুল কলেজের সেরা ছাত্ররা এসে জুটেছিল বিপ্লবী দলে। মিলিটারী কড়া মেজাজ এই সব ছাত্রদের কাছে একেবারে অসহনীয় হয়ে পড়ল। শরীর চর্চা ও লাঠি খেলার মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হতে শুরু করলো। এদের নেতৃত্ব দিলেন বারীন্দ্রকুমার লিখছেন-“দেবব্রত, আমি, মেদিনীপুরে জ্ঞান মামা-আমরা ছিলাম তাঁর হুকুমের সিপাহী হবার অনুপযুক্ত, বরঞ্চ তাঁর অধীনে নেতৃত্ব করারই যোগ্য। এ কথা যতীনদা বুঝতেন না। বহু স্বাধীচেতা শিক্ষিত মানুষকে চালনা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।” (অগ্নিযুগ পৃষ্টা..৮১)

# গলওয়ানকে সমানে রেখে চিনেরে ভারত বিরোধ

জি-২০ সম্মেলনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনিপিং ভারতে আসছেন না। তাঁর পরিবর্তে চিনের বিদেশ মন্ত্রী আসছেন। চিনের প্রেসিডেন্ট শি গওলয়ানকে নিয়ে ভারতের সঙ্গে তাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। আবার অরুণাচল প্রদেশকে চিনের অংশ গ্র গ্রহণ করে চিনের মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। সেই কারণে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সমস্যাকে জিইয়ে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন চিনের প্রেসিডেন্ট। চিনের বিদেশ মন্ত্রী ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার নিয়ে কোনও কথা বলতে পারবেন না চিনের প্রেসিডেন্টের সম্মতি ছাড়া। তার ফলে চিন ভারত সীমান্ত সমস্যা রয়ে গেল। জি-২০ সম্মেলনে তার সমাধান করা গেল না।

এদিকে চিন গালওয়ান সীমান্ত থেকে তাদের সেনা সরাই নি। উপরন্তু লাদাখে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল ঘিরে বসে রয়েছে। সেখান থেকে চিনারা সেনা সরানোর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না। গালওয়ান উপত্যকায় ১৬ টি চিনা সেনা ছাউনি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যেসব স্থান আগে ভারতের ছিল সেই সব স্থান চিনা সেনারা অধিকার করে বসে গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র থেকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে চিন সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করছে এবং সেনা প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। গালওয়ান নিয়ে যখন ভারতীয় সেনারা ব্যস্ত তখন পাকিস্তান আবার সীমান্ত এলাকা সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবার সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যে কোনও সময়ে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আসলে ভারতকে অস্থির করতে এবং চাপে রাখতে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। ভারতের এই চরম মুহূর্তে আমেরিকা কতখানি সাহায্য করতে বা বোঝা খুবই মুশকিল। যদিও এখন আমেরিকার তাদের সেনাদের ভারত মহাসাগর এবং চিন সাগরে মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে। জাপান বরাবরই ভারতের পাশে থেকেছে। তাছাড়া ভারতের জাপানের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন ভালো অবস্থায় রয়েছে। ভারত আক্রান্ত হলে জাপান ছেড়ে কথা বলবে না সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছে চিন সরকার। সেই কারণে খানিকটা দ্বিধায় রয়েছে চিন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোদির উচিত হয়নি অযাথিত ভাবে চিনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করার। চিন এই সখ্যতাকে সামনে রেখে যেভাবে ভারতের ওপরে তাদের অধিকার ফলাতে শুরু করে দিয়েছে তা কবে মিটবে বলা খুবই মুশকিল। পাকিস্তান জঙ্গিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। আগে নেপালের সঙ্গে ভারতের এত মত বিরোধ ছিল না। এবারে সেটা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেভাবে নেপাল ভারত সীমান্ত এলাকার বেশ কিছু অংশ নেপাল তাদের বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিনে নেপালের সঙ্গে ভারত সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশকে চিন ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারতের অবস্থা খুবই কাহিল বলা যেতে পারে। এখন যদি আমেরিকা ভারতকে আর্থিক, যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য না করে তাহলে যে কোনও সময়ে ভারতের অবস্থা কাহিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকা ছাড়া ভারতের আর কোনও গতি নেই। এদিকে জাপান যদি এ ব্যাপারে লিপ্ত হতে চাইছে না। কিন্তু ভারত আক্রান্ত হলে জাপান চুপ করে বসে থাকবে না সেটা স্পষ্ট। কোরিয়া কিম কী করবে জানা নেই। তারা সম্ভবত চিনের দিকে ঝুঁকে থাকবে। তবে তিনি কারোর পক্ষ অবলম্বন করবে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চিন। সেই চিনকে এখন জব্দ করতে পারে ইউরোপ। কিন্তু গোটা ইউরোপের যা অবস্থা সেই অবস্থায় এখন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না কেউই। সবাই করোনাবাইরাস নিয়ে আক্রান্ত।

এদিকে জানতে পারা গিয়েছে চিন দেশের মধ্যে সরকার বিরোধী আওয়াজ শুনতে পাওয়া গিয়েছে। চিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। করোনাভাইরাস চিন দেশে যেভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন সরকারের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সেই কারণে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ পাকিয়ে রেখে চিন অভ্যন্তরীন বিদ্রোহকে সামাল দিতে চায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ক্রমশ পড়তির দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। গোটা ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ চিনা পণ্য বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফলে আগামি দিনে চিনকে বাজার রক্ষা করতে গেলে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো করতে হবে। না হলে চিন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে একেবারে সরে যাবে। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। চিন সেই ভয়টা পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিন পণ্য বয়কট আন্দোলন এখন আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। জ্ঞানত চিনা পণ্য কেউ ক্রয় করতে চাইছে না। চিনা পণ্যকে বর্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। বহু রাষ্ট্র চিনা পণ্য কিনছে না। এই চিনা বিরোধী পরিবেশ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এখন সব দেশকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরকে কব্জা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের ফাঁদে পা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আগামি দিনে বাংলাদেশ ভারত বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করে দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন রয়েছেন ক্ষমতায় ততদিন ভারতকে চিন্তা করতে হবে না বাংলাদেশ নিয়ে। কিন্তু শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর ভারতের অবস্থা বাংলাদেশের কাছে কী রকম হতে সেটা বলা এখন একেবারে অসম্ভব।চিন চেষ্টা করে চলেছে যে ভাবেই হোক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে। এই আধিপত্য বিস্তারের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। এবং তার সঙ্গে ভারত। ভারতকে যদি সীমান্ত দিয়ে জব্দ করে দেওয়া যায় তাহলে ভারতের পক্ষে চিন দেশের প্রতি বিদ্রোহ করার কোনও সুযোগ থাকবে না। চিন অনায়াসে ভারতের বাজার দখল করে নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করতে পারে।

# আন্তর্জাতিক কটূনীতিতে মোদি সরকার

কূটনীতিতে কিন্তু সাফল্য দেখতে পারছে মোদি সরকার। যার ফলে ভারত এখন আক্রান্তকে কাটিযে উঠতে পেরেছে। । মোদি সরকার যেভাবে কূটনীতিতে সফল হতে শুরু করে দিয়েছে সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতের পক্ষে সুখবর। মোদি সরকার সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করেছে। আগামি দিনে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা করতে বদ্দ পরিকর মোদি সরকার। পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাক সরকার বিশেষ করে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচর সংস্থা। তারাই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিয়েছে যে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার দিকে মন দিতে পারবে না। পাকিস্তান এখন চিনের সবচেয়ে বড় তাবেদার দেশ। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবেদার দেশ ছিল। কিন্তু ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তান গোপন আশ্রয় দিয়েছিল। আমেরিকার সেই খবর পেয়ে নৈশ অভিযান করে ওসামা বিন লাদেনকে একেবারে গুলি করে মেরে ফেলে। পাকিস্তান এর আগে বারবার আমেরিকার কাছে বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানে নেই। আমেরিকা পাকিস্তানের কথাকে বিশ্বাস করেনি। তারা সিআইএ গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়েছিল যে ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় পাক আফগান সীমান্তে কোনও গোপন ঘাঁটিতে রয়েছে সুরক্ষিতভাবে। কারোর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। ফলে আমেরিকাকে লাদেন খুঁজে বের করতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। ব্যবহার করতে হয়েছিল গুপ্তচর বিমান। এমনকী উপগ্রহ থেকে বারবার ছবি তৈরি করে তা পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহু অনুসন্ধান করে লাদেনের খোঁজ পেয়েছিল আমেরিকা। সেই সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন যে ওসামা বিন লাদেনকে একেবারে মেরে ফেলবে। সেই কারণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাদেন হত্যা অভিযান করেছিল আমেরিকার সেনারা। সারা বিশ্ব বিশেষ করে হোয়াইট হাউসে বসে ওসামা বিন লাদেনের হত্যাকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছিল। লাদেন হত্যার গোটা পরিকল্পনাটি তৈরি করেছিল পেন্টাগন। পেন্টাগন বিশ্বের অন্যতম সেরা সেনা সদর দফতর বলা যেতে পারে। এখান থেকে সারা বিশ্বের আমেরিকার সেনা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং লাদাখকেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে চলছিল তারা মুখ থুবড়ে পড়ল। পকিস্তানের বিদেশ নীতি এখন বিপদের মুখে। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে। ফলে পাকিস্তানের চিন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। পাকিস্তান জানে যে আমেরিকা তাদেরকে এখন বিশ্বাস করে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামে গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। সেনা প্রধানরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন। সেনাদের দ্বারা পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়। এমনকী বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইরা পাক প্রশাসনকে পরিচালনা করে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ইচ্ছা করেই প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে বধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারত প্রীতি করতে গিয়ে গদি হারালেন। প্রাক্তন প্রধামন্ত্রী ইমরান খানের একই অবস্থা। তিনি একন পাক কারাগারে বন্দি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে ব্ধুতভ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন মোদি তাতে ভারতের কোনও লাভ হয়নি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফ বেশি দিন আর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারেননি। সেখানে এসে হন ইমরান খান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সবচেয়ে বেশি ভারত বিদ্বেষী ছিলেন। তারপরে হঠাৎ করে তিনি ভারত প্রেমীতে পরিণত হলেন। যার ফলে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিল পাক সনা করর্তারা। পাকিস্তান যাতে ভারতের সঙ্গে মিশে যেতে ড্না পারে তার জন্য বিদেশ থেকে ডলার আসে পাক নেতাদের কাছে। পাক নেতাদের কাজ হচ্ছে ভারতের বিরদ্ধে কথা বলা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সুসম্পর্কটা ভালো নজরে দেখতে পারেননি পাক সেনারা। অতীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সব সময়ে ভারত বিরোধী কথা বলছেন এবং ভারত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এটা না করতে পারলে পাকিস্তানের মসনদে বসা একেবারে কঠিন।

# কলকাতার ইতিহাস ঃ কেশবচন্দ্র সেনের বাসত বাড়ি

উত্তর কলকাতার কলুটোলার সন্নিকটে সুপ্রশস্ত চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের ওপর গণপতি চেম্বার নামে একটি ছোট বাড়িটি এখন পথিকদের দৃষ্টিগোচর হয় সেখানেই ছিল একদা দেওয়ান রামকমল সেনের প্রাসাদ্যোপম বিশাল বসত বাড়ি। ভাইসরয় লর্ড কার্জনের উদ্যোগে মার্বেল ট্যাবলেট লাগানো হয় এ বাড়িতে যতে লেখা আছে ইংরেজি ভাষাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মস্থান। কর্ম এবং শৈশবস্থান এখানেই। সেই বিশাল অট্টালিকার চিহ্ন এখন আর নেই। এই বাড়িতে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী সহ আরও অনেকে। কলকাতার কলুটোলা সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেনকে বলা হয় নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রামকমল ১৮২১ সাল থেকে হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই কলেজের একজন অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের পুত্র ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতা। রামকমল সেন একই সঙ্গে দুটো কাজ করতেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি এবং ভারতীয় ট্যাঁকশালের দেওয়ানি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বড় ছেলে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি হন এবং প্যারীমোহন টাঁকশালের দেওয়ানি হন। প্যারীমোহনের সঙ্গে গরিফা নিবাসী গৌরহরি দাসের কন্যা সারদা সুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়। তাদের তিন পুত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে নবীনচন্দ্র সেন, কেশবচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণবিহারী সেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয় ১৮৩৮ সালে ১৯ নভেম্বর। ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে অন্তর্ভুক্ত হলেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দিত হন। ১৮৬৪ সালে প্রকাশ করলেন ‘ধর্মতত্ত্ব’ পত্রিকা। ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ এবং ‘ দ্য নেশন’ পত্রিকা প্রকাশিত হত কলুটোলার বাড়ি থেকে। কেশবচন্দ্র সেনকে ইংল্যাণ্ডের মহারানি খ্যাতির করতেন তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য। বিলেত থেকে ফিরে এসে ‘সুলভ -সমাচার’ পত্রিকা প্রকাশ করেন।

# শিক্ষক দিবস পালন জেলাজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বড়শাল উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালিত হলো। গুরুবরণ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় অঙ্গন মেতে ওঠে। বড়শাল উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শম্ভুনাথ চৌধুরী এবং পরিচালন সমিতির সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য এবং রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যে সমৃদ্ধ হন উপস্থিত সকলে। মঙ্গলবার জেলা সমাহর্তাকরণের সভাগৃহে শিক্ষারত্ন প্রাপক শিক্ষকদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, উপাচার্যদের হাতে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড এবং তরুণের স্বপ্ন সুবিধা প্রদান করা হয়। কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকারা সম্মানিত হন। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই জেলায় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

## শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালন

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতি বছরের মতো এ বছরেরও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল শিক্ষক দিবস। চেতনার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মান। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে চলে শিক্ষাগ্রহণ। শিক্ষক সমাজের পথ পদর্শক, মেরুদণ্ড। শিক্ষা বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি মানুষ কিছু না কিছু শিখে চলেছেন। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষকই পৃথিবীর একমাত্র সম্পদ। উল্লেখ্য ১৯৬২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে প্রথমবার ভারতে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। সেই বছরই তিনি রাষ্ট্রপতি হন। রাধাকৃষ্ণন চেয়েছিলেন, তাঁর জন্মদিন ধুমধাম করে উদযাপন না করে, ছাত্ররা যেন এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে। এরপর থেকেই ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এই শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেরও কান্দির জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, গান এবং শিক্ষকদের সম্বর্ধনা মাধ্যমে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক তোকাজ্জুমান সেখ, রাহিবুল সেখ, আরজুমা খাতুন, গৌর মন্ডল, সুমিত মন্ডল, আইজদ্দিন সেখ, প্রীতম মন্ডল, প্রমুখ।

## জল না মেলায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। বাধ্য হয়েই পিএইচই-র পানীয় জলের ট্যাঙ্কের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিল গ্রামবাসীরা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার হাঁসখালির ব্লকের বাদকুল্লা দুই নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতে মন্ডলঘাট এলাকায়। বর্তমান সময়ে যেখানে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত। পরিশ্রুত পানীয় জল মিলছে না এই এলাকার সাধারণ মানুষের। এমনকি পানীয় জলের কল চারিদিকে ঘিরে রয়েছে জঙ্গল, হুঁশ নেই স্থানীয় প্রশাসনের। স্থানীয়দের দাবী এই সমস্যা আজ নতুন নয় সমস্যা দীর্ঘ ৬ মাস ধরে হয়ে আসছে। পঞ্চায়েত সহ জানানো হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে, কোন কাজই নাকি হয়নি তাতে। মঙ্গলবার এলাকাবাসী স্থানীয় পিএইচই-র ট্যাঙ্কের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তাদের দাবী এই মন্ডলঘাট এলাকাবাসী ঠিকমতো পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে, অবিলম্বে এই পানীয় জল সরবরাহের ব্যাবস্থা গ্রহন করুক কর্তৃপক্ষ। তারা আরও জানান, এলাকায় কয়েকশো পরিবারের বসবাস, সিংহভাগ মানুষ দিন আনা দিন খাওয়া, আর এখন যদি খাবার জলও কিনে খেতে হয় তাহলে চাল কিনবো না জল। দাবী পঞ্চায়েতকে বারংবার জানালেও কোনরকম পদক্ষেপ নেয়নি। তাই এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলবার তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভদেখান। যদিও বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বললেন ওখানে সমস্যা হয়েছে জানলাম। আমি আগামীকাল এলাকায় নিজে যাব।


**বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/০৬/২৩-২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার নং. এপি/ইএল/০৬/২৩-২৪। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে- ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিভিন্ন নির্মাণ এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনেরেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা প্রদান। টেণ্ডার রাশিঃ ৬৬,২৬,৮০৭.৯০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩২,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। সবিশেষের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ দেখুন।

মাণ্ডলিক বিদ্যুৎ অভিযন্তা/জি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-টেন্ডার নং. ১৫৬-২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৮.০৭.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথা/ছেড/সিপিডব্লিউ/এসবিসি/এরাইএস যাবার কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা সমেত সমস্ত ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ/ই-টেন্ডার নং. ১৫৬-২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ ... সংক্রান্ত কাজ। আনুমানিক অর্থ ঃ ₹২৮,২০,৫৪৪.৭৩। বায়না রাশি ঃ ₹২,০৬,৪০০.০০। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ শূন্য। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখটিতে কোনো কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, সেক্ষেত্রে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক ফিচারটি টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিল করার অনুমোদন দেবে না। তাই অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনো পরিবর্তন হবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী যে কোনো কাজের দিন করা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২০.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা। টেন্ডার সংক্রান্ত বিশদ http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

এইচডব্লুএইচ-২৩৫/২০২৩-২৪

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**কাটিহার ডিভিশনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ওয়েল্ডিং-এর কাজগুলি**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর/এনজি/ডব্লিউ/৫৮ অফ ২০২৩; তারিখ: ০১-০৯-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে. টেন্ডার নং-১: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কুমেদপুর-ওল্ড মালদা টাউনের এক্তিয়ারের অধীনে বিদ্যমান ট্রলি রিফিউজ-এর... টেন্ডার মূল্য: ₹২,৪১,৩০,৭৭০.১৯; বিড সিকিউরিটি: ₹২,৭০,৭০০/-; টেন্ডার নং. ২: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ... টেন্ডার মূল্য: ₹২,০১,৭৬,৩৬৪.৩৪; বিড সিকিউরিটি: ₹২,৫০,৯০০/-; টেন্ডার নং. ৩: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ... প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ₹১,২৪,১১,৭৯৩.১১; বিড সিকিউরিটি: ₹২,৪৭,১০০/-; টেন্ডার নং. ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনে-এটি ওয়েল্ডিং অংশের উৎপাদন ও সরবরাহ এবং সিঙ্গেল শট ক্রুসেবেল পদ্ধতি ও ওয়েল্ডিং -এর কম্প্রেসড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য ৬০কেজি /৬০ইআই আর২৬০ রেল, ৬০কেজি ৯০ ইউটিএস রেল এবং ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেলের রেল জয়েন্টগুলির ওয়েল্ডিং। টেন্ডার মূল্য: ₹২,৪০,৭৯,৭৬৫/-; বিড সিকিউরিটি: ₹২,৭০,৪০০/-; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৯-০৯-২০২৩ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৯-০৯-২০২৩ তারিখে১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়



**Office Of the Pingla Panchayat Samiti**

**Pingla ::: Paschim Medinipur**

**NOTICE**

For Fully Electric, Battery Operated Motor Diven for Canying Bins **e-NIT No: Pingla/e-NIT/SBM-G/49/2023-24(2nd Call). Bid Submission Last Date- 13th September, 2023,05:30PM. Bid Opening Date (Technical)- 15th September,2023,5:30PM** Details of the Tender notice is available in **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer, Pingla Panchayat Samiti**



**Chandernagore Municipal Corporation**

1.Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-22(e)(3rd call) & 23(e)(2nd call)/2023-24, Dt-05.09.2023

Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/22 & 23, Dt- 05.09.2023

Various Developments of Municipal Areas

For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer

Chandernagore Municipal Corporation



**NIQ, Govt. of West Bengal.**

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP at Dhanadhanya Auditorium, Alipore, Kolkata on 07-09-2023. (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/096 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-056/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **06.09.2023 up to 05.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP at Dhanadhanya Auditorium, Alipore, Kolkata on 07-09-2023. (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/097 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-057/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **06.09.2023 up to 05.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

**Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division**



**Office Of The Executive Officer Namkhana Panchayat Samity Namkhana, South 24-Parganas**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

**Memo No.: 594/EO**

**Date :05-09-2023**

**NIT No. : NIT11/2023-24/EO/NAM, (SL01-02) dated 04-09-2023. E-Tender ID:-2023_ZPHD_ 562998 Dated : 04/09/2023 & NIT12/2023-24/EO/NAM, (SL01-02) dated 04-09-2023. E-Tender ID:-2023_ZPHD_ 563031 Dated : 04/09/2023** under Namkhana Panchayat Samity last date of online bid submission is **13-09-2023.** Details on **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/-Executive Officer Namkhana Panchayat Samity South 24 Parganas**



**NOTICE INVITING QUOTATION**

**NIQ No. 02/HCSD-III** of the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. are invited from benefited agencies. Last date of Application & opening is **12.09.2023 up to 2.00 pm** & Dropping and opening on **15.09.2023 3:30 pm.** Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

**Sd/-**

**Assistant Engineer P.W.D Hooghly Construction Sub-Division No-III Baliguri, Tarakeswar, Hooghly**



## মিনোল্টা ফাইনান্স লিমিটেড

**CIN : L65921WB1993PLC057502**

রেজি. অফিস ঃ ইউনিক পার্ল, বিএল-এ, হাতিয়াড়া, রায় পাড়া, কলকাতা-৭০০১৫৭

E-Mail : minoltafinance@gmail.com, ফোন ঃ ৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৫৭৯৪

Website : www.minolta.co.in

**৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মিনোল্টা ফাইনান্স লি. সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) আলোচ্য বানিজ্যসূচী ৩১তম এজিএম নোটিসে দেওয়া রয়েছে।

কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক বছর ২০২২-২৩ এবং এজিএম নোটিস পাঠানো হয়েছে অনুমোদিত মাধ্যমে সকল সদস্যদের। কোম্পানি সম্পূর্ন করেছে প্রেরণ প্রক্রিয়া ই-মেলে এবং অনুমোদিত মাধ্যমে মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। সদস্যরা লক্ষ্য করবেন বার্ষিক প্রতিবেদন, এজিএম নোটিস, উপস্থিতির স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.minolta.co.in এবং বিএসই ওয়েবসাইটে www.bseindia.com। এই নোটিস আরও পাওয়া যাবে ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে সিডিএসএল-এর (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা) যা হল www.evotingindia.com।

কোম্পানি ব্যবস্থা করেছে এজিএম সভাস্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য। আরও, অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত সেকশান ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩, সঙ্গে পঠিত ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) সংশোধনী ধারা, ২০১৫, এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদান করার সুবিধা দিতে পেরে আনন্দিত রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে (সভাস্থল ছাড়া অন্য যে কোন স্থান থেকে ভোট প্রদান বৈদ্যুতিন উপায়ে), যা আলোচিত হবে ৩১তম এজিএমে। কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) পরিষেবা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটপ প্রদানের সুবিধা দিতে এবং সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে আলোচনা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে বুধবার ২৭ সেপ্টেম্বর,২০২৩ সকাল ০৯.০০ ঘটিকা (আইএসটি) থেকে এবং শেষ হবে শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ০৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ হয়ে যাবে উল্লেখিত মেয়াদের পর এবং তারপর কোন রিমোট ই-ভোটিং গ্রাহ্য হবে না। আরও, ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংযের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ভোটাধিকার বিবেচিত হবে ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যার বিচারে যা সদস্যরা ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে, ২৩ সেপ্টেম্বর,২০২৩। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং এজিএম নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, এজিএমে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে এবং রিমোট ই-ভোটিং (অর্থাৎ, সভার স্থান ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়া) দ্বারা তার ভোট দিতে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন www.evotingindia.com বা minoltafinance@gmail.com। যদি ব্যক্তিটি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

যে সকল সদস্য, যারা নিজেদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করাননি (ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্য সহ) কোম্পানি / ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে আপডেট করানোর জন্য নোটিসে উল্লেখিত পদ্ধতি মেনে।

যদি কোন প্রশ্ন বা সহায়তা প্রয়োজন থাকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের যা পাওয়া যাবে - www.evotingindia.com হেল্প সেকশানে বা ইমেল লিখুন -helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কল করুণ ১৮০০২২৫৫৩৩।

সমস্ত ধরণের সহায়তা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান সংক্রান্ত দেখভাল করবেন শ্রী রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ বা ইমেল পাঠান helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কল করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩। সদস্যরা আরও লিখিত আবেদন জানাতে পারেন কোম্পানিকে helpdesk.evoting@cdslindia.com।

মিনোল্টা ফাইনান্স লিমিটেড-পক্ষে

সঞ্জীবন চক্রবর্তী

ডিরেক্টর

DIN:09542092

তারিখ ঃ ০৬.০৯.২০২৩

স্থান ঃ কলকাতা



## কৌশল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস ঃ ৩ বেন্টিং স্ট্রিট, চতুর্থ ফ্লোর, রুম নং. ডি-৮, কলকাতা-৭০০০০১

ই-মেল ঃ info@kaushalinvest.com, ওয়েবসাইট ঃ www.kaushalinvest.com

**CIN -L65993WB1981PLC033363**

**৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যাবলী**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মে. কৌশল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে আর্থিক বছর ২০২২-২৩ শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে ''জাজোদিয়া টাওয়ার'', ৩ বেন্টিং স্ট্রিট, চতুর্থ ফ্লোর, রুম নং. ডি-৮, কলকাতা-৭০০০০১, ব্যবসায়িক পর্যালোচনা যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে (নোটিস)।

অনুসারী ধারা ১০১ কোম্পানি আইন সঙ্গে পঠিত ধারা যা রয়েছে, ধারা ৩৬ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ (তালিকাভুক্ত ধারা) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (বিধিসম্মত সংস্করণ বা সংযোজন যাকিছু, সময়ের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য), ৪২তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রেরণ করা হয়েছে ইমেলে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে / রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-র কাছে কোম্পানির যা হল মে. নিশ টেকনোলজিস প্রা.লি., প্রয়োজন অনুসারে, এবং ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়েছে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল রেজিস্টার নেই ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে বা আরটিএ-র কাছে ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, তাদের পোস্টাল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে পারমিটিড মোডে। এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ন হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। উল্লেখিত এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্টের কপি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-info@kaushalinvest.com এবং সিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে-https://www.cse-india.com/ ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইটে-www.evoting.nsdl.com।

সদস্যদের আরও জ্ঞাত করা যায় যে অনুসারী বন্দোবস্ত ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা ২০১৪, সঙ্গে সংশোধনী, এবং ধারা ৪৪ তালিকাভুক্ত ধারা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (বিধিসম্মত সংস্করণ বা সংযোজন যাকিছু, সময়ের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য), কোম্পানি নিজেদের সদস্যদের প্রদান করছে ভোটাধিকার প্রদান করার আলোচনার প্রস্তাবে যা পাশ হবে এজিএমে। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে **মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়।** উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং বিবেচিত হবে না। এই মেয়াদে, কোম্পানির সদস্যরা যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখ **২২সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ তারিখে তারা বিবেচিত হবেন বৈদ্যুতিন উপায়ে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী উল্লেখিত নোটিসে প্রদান করা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার নিয়ে থাকেন এবং সদস্য হয়ে থাকেন এজিএম নোটিস প্রেরণের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে ২২ **সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ তাহলে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে অনুরোধ পাঠান ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের জন্য। যদি কেউ কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন এবং যদি নোটিস পান, তাকে পাঠানো নোটিস শুধুমাত্র তথ্যের জন্য। কোম্পানি আরও সুবিধা দিচ্ছে পোলিং পেপার বা ব্যালট মাধ্যমে ভোট প্রদানে এজিএমে যারা সভায় যোগদান করবেন, যারা ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে। যদি, কোন সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করে থাকেন এজিএমের পূর্বে, তিনি সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুণরায় ভোট দিতে পারবেন না। যদি কেউ উভয় মোডে ভোট প্রদান করে থাকেন, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমে পোলিং পেপারে, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং বৈধ বিবেচিত হবে এবং পোলিং পেপারের ভোট বাতিল হবে। শ্রী রাজেশ ঘোরায়াত (এফসিএস ঃ ৭২২৬), অনুশীলনরত কোম্পানি সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছেন পরীক্ষক হিসাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালট ভোটিং পরিচালনার জন্য স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার বিচারে।

অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত ধারা ৪২ সেবি লিস্টিং রেগুলেশন, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার বন্ধ থাকবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) এজিএমের জন্য ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের।

যদি কোন প্রশ্ন বা সহায়তা প্রয়োজন হয়, তাহলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চন (এফএকিউ) দেখতে পারেন শেয়ার হোল্ডারদের এবং এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল সদস্যদের পাওয়া যাবে ডাউনলোডে সেকশানে www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইটে অথবা যোগাযোগ করুন ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০০ অথবা অনুরোধ পাঠান মিস পল্লবী মাহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল- www.evoting@nsdl.co.in।

মে. কৌশল ইনভেস্ট লিমিটেডের পক্ষে

স্বা /-

রাধিকা মাহেশ্বরী

কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩



## স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড

**CIN:L20291WB1985PLC038657**

রেজি অফিস ঃ শ্যাম টাওয়ার, ০৩-৩১৯, ডিএইচ / ১১, স্ট্রিট নং. ৩১৯, অ্যাকশন এরিয়া-আইডি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

ফোন ঃ ০৩৩-৪০০৭৪০০৭, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-৪০০৭৪০১০

E-Mail: compliance@swastikplywood.net,Website: www.swastikplywood.net

**নোটিস**

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ৩৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড** সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় আইএসটি রেজি অফিস ঃ শ্যাম টাওয়ার, ০৩-৩১৯, ডিএইচ / ১১, স্ট্রিট নং. ৩১৯, অ্যাকশন এরিয়া-আইডি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬ আলোচ্য বানিজ্যিক সূচিতে যা স্থির রয়েছে নোটিসে।

এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির বছর সমাপ্তে ৩১মার্চ, ২০২৩ পাঠানো হয়েছে সদস্যদের পোস্টাল ঠিকানায় /ইমেল আইডিতে যা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি / ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে (ডিপি), প্রয়োজন অনুসারে। উল্লেখিত নথি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.swastikplywood.net।

অনুসারী বন্দোবস্ত অধীন সেকশান ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত অনুসারী ধারা যা রয়েছে এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানি আনন্দিত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে সমস্ত আলোচ্য বিষয়ে যা স্থির রয়েছে নোটিসে, রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে যা প্রদান করবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)।

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকায়) এবং শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়) এবং তারপর বন্ধ হয়ে যাবে।

২. রিমোট ই-ভোটিংয়ের কাট-অফ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,২০২৩।

৩. যে কোনো ব্যক্তি যিনি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং নোটিস পাঠানোর পর সদস্য হয়েছেন এবং কাট অফ তারিখে শেয়ার ধরে রেখেছেন, তিনি কোম্পানির আরটিএ-তে mdpldc@yahoo.com একটি অনুরোধ পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ক্রম নম্বর পেতে পারেন।

৪. ক. যেসব সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএমে তাদের ভোট দিতে পারেন।

খ. যেসকল সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএমে যোগ দিতে পারেন, কিন্তু সেখানে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

গ. সদস্যদের রেজিস্টারে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২২সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তারাই কেবল রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ব্যালটের মাধ্যমে এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

৫. এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.swastikplywood.net।

৬. যদি কোন জিজ্ঞাস্য বা সহায়তা প্রয়োজন হয় ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা যোগাযোদ করতে পারেন মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ) ০৩৩-২২৪৮২২৪৮ বা লিখিতরূপে mdpldc@yahoo.com।

৭. যদি কোন প্রশ্ন থাকে, দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান্স (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে www.evotingindia.com হেল্প সেকশানে বা আবেদন পাঠান helpdesk.evoting@cdslindia.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে

স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড

স্বা /-

সুরাজ কুমার সিনহা

কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৪.০৯.২০২৩



## শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড

**CIN : L24235MH1996PLC057150**

**রেজি. অফিস ঃ ৩য় ফ্লোর, প্লট নং. ৩৯৫/ ৩৯৭, রুইয়া বিল্ডিং, কলবাদেবী রোড, কলাদেবী মুম্বই-৪০০০০২, মহারাষ্ট্র-৪০০০০২, ফোন.**

**কর্পোরেট অফিস ঃ ৪ স্টিফেন হাউস। ৫ম ফ্লোর , বিবাদী বাগ পূর্ব, রুম নং. ৭৭, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ টেলি ঃ ০৩৩ ২২৩ ১২৮৯০,**

**ই-মেল ঃ**-shyamainfosys57@gmail.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.shyamainfosysltd.co.in

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে তেত্রিশ (৩৩তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড (কোম্পানি)-র অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১১১.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) সদস্যদের শারিরীক উপস্থিতি ছাড়া অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং ধারা সঙ্গে পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং ১০/ ২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক এবং সেবি সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি / সিআইআর/ ২০২৩/ ৪ তারিখ ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ (এরপর যৌথভাবে উল্লেখিত হবে সার্কুলার) আলোচিত হবে বানিজ্যিক সূচি যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে।

অনুসারী হিসাবে উপরোক্ত সার্কুলার, এজিএম নোটিসের কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ কোম্পানির, সকল সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা ডিপোজিটারি পার্টিসিপেণ্টে (ডিপি) বা নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানি রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এবং একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.shyamainfosysltd.co.in, স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট, বিএসই লিমিটেড (বিএসই) www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারিস লিমিটেড (এনএসডিএল)। যে সকল সদস্যরা এখনও রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে নিজেদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করান উল্লেখিত পদ্ধতিতে ঃ

-যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে এবং যারা আপডেট করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে, দয়াকরে পাঠান স্বাক্ষরিত চিঠি স্ক্যান করে উল্লেখ করে ফোলিও নাম্বার, সম্পূর্ন ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা যা রেজিস্টার হবে সঙ্গে স্ক্যান কপি স্বপ্রত্যয়িত প্যান এবং যে কোন নথি (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, ব্যাঙ্ক বিবরণী, আধার) কপি যা সদস্যর ঠিকানার প্রমানপত্র, কোম্পানির ইমেল ঠিকানায় shyamainfosys57@gmail.com।

-যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিম্যাট ফর্মে, দয়াকরে আপডেট বা রেজিস্টার করান নিজের ইমেল ঠিকানা নিজেদের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে।

কোম্পানি প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা এজিএমে স্থির করা বানিজ্যিক সূচীতে। সদস্যরা সুযোগ পাবেন আলোচ্য বিষয়ে ভোটদান করতে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে বা এজিএমে ই-ভোটিং মাধ্যমে। ই-ভোটিং ব্যবস্থার বিস্তারিত এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা রয়েছে এজিএম নোটিসে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের-এর পক্ষে

স্বা /- সমীর বিশ্বাস

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN : 07834469

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩



## আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি.

**CIN- L16003WB2006PLC110039**

**রেজিস্টার অফিস ঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮/ ১, লালবাজার স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, রুম নং. ১০, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ০৩৩-৪৪৫০০৫০০**

E-mail: secretarial@rdbindia.com, Website : www.rdbindia.com

**১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যাবলী বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মেসার্স আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হইবে আগামী **বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) আলোচিত হবে বানিজ্যসূচী যা স্থির রয়েছে ১১ আগস্ট,২০২৩ তারিখের নোটিসে।

এজিএম আয়োজিত হবে অনুসারী হিসাবে প্রযোজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং ধারা তৎপরবর্তী এবং সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ (সেবি তালিকাভুক্ত ধারা) সঙ্গে পড়তে হবে সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, নং. ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, নং. ২০/২০২০ তারিখ তারিখ ৫মে ২০২০, ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ০২/২০২২ তারিখ ৫মে, ২০২২ এবং নং. ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যা জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ সার্কুলার) এবং সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২০/ ৭৯ তারিখ ১২ মে ২০২০, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২১/ ১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২২/ ৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি/ সিআইআর/২০২৩/ ৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলার) সদস্যরা শারিরীকভাবে উপস্থিত না থেকে কোন একক স্থানে।

অনুসারী ধারা ১০৮ আইনের এবং অনুসারী হিসাবে উপরোক্ত সার্কুলার কোম্পানি সম্পূর্ন করেছে এজিএম নোটিস এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, সমস্ত সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-র কাছে যা হল নিশ টেকনোলজিস প্রা. লি. বা নিজেদের ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে (ডিপোসিটারি)। এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-http://www.rdbindia.com/annualreport.php।

কোম্পানি অনুসারী ধারা ১০৮ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) যা জারি করেছে ইন্সটিটিউটস অফ কোম্পানি সেক্রেটারিস অফ ইন্ডিয়া এবং ধারা ৪৪ সেবি তালিকাভুক্ত ধারা, সদস্যদের প্রদান করা হবে সুবিধা নিজেদের ভোট দিতে সমস্ত আলোচনায় যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (রিমোট ই-ভোটিং)। কোম্পানি নিয়োগ করেছে এনএসডিএল পরিষেবা সুবিধা প্রদান করতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের, এজিএমে অংশ নিতে ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে এবং এজিএমে ভোটদান করতে। সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের ধারা গৃহীত ইক্যুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং এজিএমে ভোটদান সদস্যদের গৃহীত শেয়ার ডিমেটিরিয়ালাইজ মোডে, ফিজিক্যাল মোডে এবং সেই সদস্যদের জন্য যারা রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিস।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকা (আইএসটি) থেকে এবং শেষ হবে বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)। এরপর এনএসডিএল বন্ধ করবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা। সেই সকল সদস্য যারা উপস্থিত থাকবেন এজিএমে ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে এবং ভোট দেবেন না রিমোট ই-ভোটিংয়ে বানিজ্যসূচীতে এবং অন্যান্য কোন মাধ্যমে তা করবেন না, তারা বিবেচিত হবেন এজিএমে ই-ভোটিং ব্যবস্থায় ভোট দিতে পারবেন। কোন সদস্য বানিজ্যসূচীতে একবার ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার সুযোগ পাবেন না সদস্যরা।

যে সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট দিয়েছেন এজিএমের পূর্বে তারা যোগ/ অংশ নিতে পারবেন এজিএমে ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে তারা পুণরায় ভোট দেওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

কোন ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে যা হল ২১ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে অনুরোধ পাঠান- evoting@nsdl.com বা-nichetechpl@nichepl.com। যদি, সদস্যরা ইতিমধ্যে রেজিস্টার থাকেন এনএসডিএল-র সাথে ই-ভোটিংয়ের জন্য তারা ব্যবহার করতে পারবেন নিজেদের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদানের জন্য।

যে সকল সদস্যরা এখনও রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে পালন করতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ঃ

ক) যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে তাদের অনুরোধ আপডেট করাতে নিজেদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার লিখিত আকারে রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) / কোম্পানিকে- nichetechpl@nichepl.com এবং secretarial@rdbindia.com যৌথভাবে, সঙ্গে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ চিঠির কপি উল্লেখ করে নাম, ফোলিও নং., সদস্যদের ঠিকানা, স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ড কপি এবং স্বপ্রত্যয়িত নথির কপি (ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্ক বিবরণী, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, আধার কার্ড) সদস্যদের ঠিকানার প্রমানপত্র হিসাবে।

খ) যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিমেটিরিয়ালাইজ ফর্মে তাদের অনুরোধ রেজিস্টার/ আপডেট করাতে ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার নিজেদের ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে।

যদি কোন প্রশ্ন/ সহয়তা প্রয়োজন হয় রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএমে ই-ভোটিং সম্পর্কে, সদস্যরা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্ট আক্সড কোয়েশ্চান্স (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে ডাউনলোড সেকশানে -www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইটে অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে ১৮০০-২২২-৯৯০ বা ইমেল পাঠান evoting@nsdl.co.in বা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার বা পল্লবী মাহাত্রে, ম্যানেজার ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোসিটারি লিমিটেড, উল্লেখিত ইমেল আইডিতে-amitv@nsdl.co.in বা-pallavid@nsdl.co.in অথবা টেলিফোন নং-৯১-২২-২৪৯৯৪৩৬০ বা ৯১-২২-২৪৯৯৪৫৪৫।

বোর্ডের আদেশানুসারে

স্বা /-

প্রদীপ কুমার পুগালিয়া

DIN: 00501351

সর্বক্ষণের পরিচালক

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৫.০৯.২০২৩



**Jiaganj–Azimganj Municipality**

**PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad.**

Chairman of J.A Municipality invites open e.Tenderas below :-

| Sl | Name of Work | Tender ID | Last Date of Bid submission |
|---|---|---|---|
| 1 | Improvement of road to from Rabindra Statue PWD Road via R.B.S.V.M School, Id gaha & Burial Ground Ward No - 04 | 2023_MAD_563610_1 | 22.9.2023 |

Sd/-Chairman

Jiaganj – Azimganj Municipality



## সিনটিলা কর্মাশিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড

**রেজিস্টার অফিস ঃ** মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ব্লক-ই, ২য় ফ্লোর, ৯ / ১২, লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

**কর্পোরেট অফিস ঃ** জাজোদিয়া টাওয়ার, চতুর্থ ফ্লোর, রুম নং.ডি-৮, ৩ বেন্টিং স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

ই-মেল ঃ info@scintilla.co.in, ওয়েবসাইট ঃ www.scintilla.co.in

**CIN -L65191WB1990PLC048276**

**৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যাবলী**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মে. কৌশল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে আর্থিক বছর ২০২২-২৩ শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ''ওসওয়াল চেম্বার্স'', এইতিমা, ৫ম ফ্লোর, ২ চার্চ লেন, কলকাতা-৭০০০০১, ব্যবসায়িক পর্যালোচনা যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে (নোটিস)।

অনুসারী ধারা ১০১ কোম্পানি আইন সঙ্গে পঠিত ধারা যা রয়েছে, ধারা ৩৬ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ (তালিকাভুক্ত ধারা) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (বিধিসম্মত সংস্করণ বা সংযোজন যাকিছু, সময়ের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য), ৩৪তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রেরণ করা হয়েছে ইমেলে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে / রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-র কাছে কোম্পানির যা হল মে. নিশ টেকনোলজিস প্রা.লি., প্রয়োজন অনুসারে, এবং ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়েছে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল রেজিস্টার নেই ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে বা আরটিএ-র কাছে ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, তাদের পোস্টাল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে পারমিটিড মোডে। এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ন হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। উল্লেখিত এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্টের কপি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.scintilla.co.in এবং বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইটে-www.evoting.nsdl.com।

সদস্যদের আরও জ্ঞাত করা যায় যে অনুসারী বন্দোবস্ত ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা ২০১৪, সঙ্গে সংশোধনী, এবং ধারা ৪৪ তালিকাভুক্ত ধারা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (বিধিসম্মত সংস্করণ বা সংযোজন যাকিছু, সময়ের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য), কোম্পানি নিজেদের সদস্যদের প্রদান করছে ভোটাধিকার প্রদান করার আলোচনার প্রস্তাবে যা পাশ হবে এজিএমে। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে **মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়।** উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং বিবেচিত হবে না। এই মেয়াদে, কোম্পানির সদস্যরা যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখ **২২সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ তারিখে তারা বিবেচিত হবেন বৈদ্যুতিন উপায়ে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী উল্লেখিত নোটিসে প্রদান করা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার নিয়ে থাকেন এবং সদস্য হয়ে থাকেন এজিএম নোটিস প্রেরণের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে ২২ **সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ তাহলে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে অনুরোধ পাঠান ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের জন্য। যদি কেউ কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন এবং যদি নোটিস পান, তাকে পাঠানো নোটিস শুধুমাত্র তথ্যের জন্য। কোম্পানি আরও সুবিধা দিচ্ছে পোলিং পেপার বা ব্যালট মাধ্যমে ভোট প্রদানে এজিএমে যারা সভায় যোগদান করবেন, যারা ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে। যদি, কোন সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করে থাকেন এজিএমের পূর্বে, তিনি সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুণরায় ভোট দিতে পারবেন না। যদি কেউ উভয় মোডে ভোট প্রদান করে থাকেন, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমে পোলিং পেপারে, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং বৈধ বিবেচিত হবে এবং পোলিং পেপারের ভোট বাতিল হবে। শ্রী রাজেশ ঘোরায়াত (এফসিএস ঃ ৭২২৬), অনুশীলনরত কোম্পানি সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছেন পরীক্ষক হিসাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালট ভোটিং পরিচালনার জন্য স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার বিচারে।

অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত ধারা ৪২ সেবি লিস্টিং রেগুলেশন, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার বন্ধ থাকবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) এজিএমের জন্য ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের।

যদি কোন প্রশ্ন বা সহায়তা প্রয়োজন হয়, তাহলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চন (এফএকিউ) দেখতে পারেন শেয়ার হোল্ডারদের এবং এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল সদস্যদের পাওয়া যাবে ডাউনলোডে সেকশানে www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইটে অথবা যোগাযোগ করুন ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০০ অথবা অনুরোধ পাঠান মিস পল্লবী মাহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল- www.evoting@nsdl.co.in।

সিনটিলা কর্মাশিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেডের পক্ষে

স্বা /-

প্রিয়াঙ্কা মোহতা

কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩



## ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লি.

**CIN: L21300WB1973PLC028854**

**রেজিস্টার অফিস ঃ** ফলতা সেজ, সেক্টর-২, পাম্প হাউস নং.৩-এর নিকট, গ্রাম ও মৌজা-অকালমেঘ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪

**কর্পোরেট অফিস ঃ** ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১

ফোন ঃ ০৩৩ ৪০০১ ০০৬১, ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২১৭-২২৬৯

E-mail : investors@iclbelting.com, Website : www.iclbelting.com

**৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বুক ক্লোজার তথ্যাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানি সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে **শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ফলতা সেজ, সেক্টর-২, পাম্প হাউস নং.৩-এর নিকট, গ্রাম ও মৌজা-অকালমেঘ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪ ঠিকানায় দুপুর ২.০০ ঘটিকায়** যে বানিজ্যিক সূচি আলোচিত হবে তা স্থির করা রয়েছে ৫০তম এজিএম নোটিসে।

অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত বানিজ্যিক বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এই বিষয়ে, ৫০তম এজিএম নোটিসের সফট কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২৩ শুধুমাত্র ইমেলে পাঠানো হবে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি / কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) যা হল মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড (এমডিপিএল) / ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে। কোম্পানি বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২৩ ফিজিক্যাল কপি পাঠিয়েছে সেই সদস্যদের যারা পৃথকভাবে অনুরোধ করেছেন। নোটিস আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- https://iclbelting.com/investors/aserver.php?file=Final%20Annual%20 Report.pdf স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত-www.bseindia.com এবং-www.nseindia.com।

যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে যারা রেজিস্টার / আপডেট করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা তাদের অনুরোধ করা যায় তা রেজিস্টার করাতে নোটিস, বার্ষিক প্রতিবেদন, লগ ইন আইডি / ই-ভোটিংয়ের পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য -https://mdpl.in/form এই লিংকে কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) যা হল মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড উল্লেখিত নির্দেশাবলী পালন করে। আরও, সদস্যরা আপডেট করাতে পারেন নিজেদের প্যান এমডিপিএল অনলাইন পোর্টালে- https://mdpl.in/form সেখানে উল্লেখিত নির্দেশাবলী পালন করে। যে সকল সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে, যারা এখনও আপডেট করাননি নিজেদের তথ্যাবলী লভ্যাংশ সরাসরি পেতে নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আরবিআই অনুমোদিত ইলেকট্রনিক মোডে তারা তা রেজিস্টার করান এমডিপিএল অনলাইন পোর্টালে-https://mdpl.in/form সেখানে উল্লেখিত নির্দেশাবলী পালন করে।

যদি, কোম্পানি অক্ষম হয়ে থাকে লভ্যাংশ হস্তান্তর করতে সরাসরি আরবিআই অনুমোদিত ইলেকট্রনিক মোডে, কোম্পানি সেক্ষেত্রে প্রদান করবে ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্টস / ডিভিডেন্ড ড্রাফট ওই সদস্যদের।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল আপডেট করা উচিত ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক তথ্যাবলী সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সাথে।

অনুসারী বন্দোবস্ত অধীন ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী, এবং ধারা ৪২ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-এর জন্য এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য বিবেচিত সদস্যদের নাম ঘোষিত হবে ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩, যদি থাকে।

ভিত্তি হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালক) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী, এবং ধারা ৪৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানি গ্রহণ করেছে ন্যাশনান ডিপোসিটারি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (এনএসডিএল) পরিষেবা প্রদান করতে কোম্পানি সদস্যদের ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম। এজিএম নোটিসে উল্লেখিত সমস্ত বানিজ্যিক সূচি আলোচিত হবে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধায়।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় আইএসটি) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় আইএসটি)। ই-ভোটিং মেয়াদে, কোম্পানি সদস্যরা, যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন হয় ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজ পফর্ম, কাট-অফ তারিখে শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারাই বিবেচিত হবেন বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোট প্রদানে। ভোটাধিকার বিবেচিত হবে ধরে রাখা শেয়ারের ভিত্তিতে। ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে এনএসডিএল উল্লেখিত মেয়াদের পর। কোন বিষয়ে একবার ভোট প্রদান করা হলে, শেয়ারহোল্ডাররা তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারলেও পুণরায় এজিএমে ভোট দিতে পারবেন না।

শ্রী এইচ. ভি. বোলিয়া, এইচ.ভি. বোলিয়া অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস মালিক, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (Membership No. 069125; Firm Reg. No. 332157E) নিযুক্ত হয়েছেন পরীক্ষক হিসাবে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার বিচারে)

এজিএমে, ব্যালট পেপারে ভোট দানের সুবিধা পাওয়া যাবে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য কাট-অফ তারিখ ভিত্তিতে, যারা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে নিজের ভোট প্রয়োগ করেননি, তারাই বিবেচিত হবেন এজিএমে ব্যালট পেপারে ভোট প্রয়োগ করার জন্য।

যদি কেউ, যিনি কোম্পানির শেয়ার নিয়েছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিস প্রেরণ করার পর কাট-অফ তারিখে, ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠান- evoting@nsdl.co.in ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করাতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রয়োগ করতে। বিস্তারিত পদ্ধতি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য পাওয়া যাবে এজিএম নোটিসে যা পাওয়া যাবে এজিএম নোটিসে যা পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.iclbelting.com এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে-www.evoting.nsdl.com। যদি, কোন সদস্য ইতিমধ্যে রেজিস্টার থাকেন এনএসডিএল সাথে ই-ভোটিংয়ের জন্য সেক্ষেত্রে নিজের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

যদি কোন প্রশ্ন বা সহায়তা প্রয়োজন হয় রিমোট ই-ভোটিংয়ের, তাহলে সদস্যরা ফ্রিকোয়েন্টলি আক্সড কোয়েশ্চন (এফএকিউ) দেখতে পারেন এবং রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল সদস্যদের পাওয়া যাবে ডাউনলোডে সেকশানে এনএসডিএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অথবা যোগাযোগ করুন কুমারী পল্লবী মাহাত্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৪র্থ ফ্লোর, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩, ফোন নং. ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ বা টোল ফ্রি নাম্বারে ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা ই-মেল আইডি ঃ evoting@nsdl.com বা তারা যোগাযোগ করতে পারেন কোম্পানির রেজিস্টার অফিস বা নির্ধারিত ই-মেল ঠিকানায় investors@iclbelting.com।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড

স্বা /- দীপ্তি শর্মা

কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

# ফ্যাশন ও রূপচর্চা

## টক দইয়ের ফেসপ্যাকেই এবার পুজোয় আপনি করুন বাজিমাত

পুজো আসতে আর বাকি মাত্র ৪৫ দিন। এখন থেকেই শুরু করে দিন রূপচর্চা। আর এই ব্যাপারে বেছে নিন টক দইকে। দই শুধু শরীরের খাওয়ার পক্ষে ভালো তা না, ত্বকে জেল্লা ফেরাতেও দই কিন্তু দারুণ কাজ করে। চলুন জেনে নিই কীভাবে বানাবেন দই দিয়ে ফেসপ্যাক?

টকদইয়ের সঙ্গে ওটস এবং মধু মিশিয়েও দারুণ প্যাক তৈরি করা যায়। সমপরিমাণ ওটস, মধু এবং টকদই নিয়ে একসাথে একটি পেস্ট তৈরি করুন। আপনার মুখে ও গলায় লাগিয়ে অপেক্ষা করুন ২০ মিনিট। তারপর ভালো করে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাকটি সপ্তাহে দুদিন ব্যবহার করলেই ফল পাবেন। সমপরিমাণ টমেটোর রস ও টকদই মিশিয়ে নিন। কিছুদিন পর আপনি নিজেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। চাইলে অ্যালোভেরা জেলও মিশিয়ে নিতে পারেন। এতে দ্রুত রোদে পোড়া ভাব কমে আসবে। চন্দন ও টকদই এর মিশ্রণ আমাদের মুখের ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। দুই চা চামচ চন্দন গুঁড়ার সঙ্গে পরিমাণমতো টকদই মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। এই প্যাক মুখে ও গলায় লাগিয়ে কমপক্ষে ২৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ভাল মতো ধুয়ে ফেলতে হবে। যাদের ত্বক তৈলাক্ত তারা এই প্যাকে সঙ্গে সামান্য গোলাপজল মিশিয়ে নেবেন যা আপনাকে দিনভর ফ্রেশ রাখবে।

## পুজোয় কান সাজান 'বুগাড়ি'তে, ট্রেন্ডি এই কেতাদুরস্ত গয়না সম্ভারে মাস্ট!

পছন্দের পোশাকের সঙ্গে মানানসই রাল ফ্যাশনের গয়নাও তো চাই নাকি? আর কানের দুলের প্রতি ফ্যাশনিস্তা মহিলাদের আলাদাই একটা কৌতূহল থাকে। নতুন কোন স্টাইলের কানের দুল ট্রেন্ডিং এবারের পুজোয়? খোঁজে থাকেন তাঁরা। তাহলে জানিয়ে রাখি এবারের হাল ফ্যাশনে 'বুগাড়ি' ইন। কোথায় পাবেন? কত দাম? রইল সুলুক সন্ধান। পিন বুগাড়ি, আর ক্লিপ বুগাড়ি বর্তমানে ফ্যাশন ইন। পিয়ার্স থাকলেই হল। কোনওটা ক্লিপ সিস্টেম। পরাও সোজা। আর বুগাড়ির মূল বিষয় হল- এই গয়না পুরো কানজুড়ো থাকে। অতঃপর সিম্পল শাড়ি কিংবা কুর্তির লুককেও কেতাদুরস্ত করে তোলে নতুন ধরণের এই কানের দুল। কানে বুগাড়ি থাকলেই গলায় জমকালো গয়না পরার দরকার নেই। কারণ এই গয়না নিজেই জম্পেশ লুক ক্রিয়েট করে। পশ্চিমী পোশাকেরও সঙ্গেও দারুণ মানায় এই গয়না। অনলাইনে বুগাড়ি ইয়াররিং লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন হরেক রকম অপশন। কোনওটা পিন বুগাড়ি আবার কোনওটা ক্লিপ। মাছ, নৌকা, ত্রিশূল, দুর্গার মুখ, ময়ূর, পাতা বিভিন্নরকমের ডিজাইন রয়েছে। পোশাকের সঙ্গে মানানসই গয়না বেছে নিন। দাম শুরু ১৫০-২০০ টাকা থেকে। দামও খুব একটা বেশি নয়। দক্ষিণ এশিয়ার এই গয়না এখন হালফিলের ফ্যাশনে ইন।

## গাজরের ফেসপ্যাকে পাঁচ মিনিটেই ঝকঝকে ত্বক, জেনে নিন টিপস

ত্বকের জেল্লা দিন দিন কম যাচ্ছে? হাজার হাজার ক্রিম ব্যবহার করেও কোনও উপকার পাচ্ছেন না? পাঁচ মিনিটেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা। কীভাবে? গাজর দিয়েই বানিয়ে ফেলুন কয়েকটি ফেসপ্যাক। যা ত্বকে জেল্লা ফেরাতে দারুণ কাজ করবে। ১) এক চামচ মধুর সঙ্গে আধ কাপ গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে এবং হাত-পায়ে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ২) দুচামচ বেসনের সঙ্গে গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে এবং হাত-পায়ে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ দূর করতে দারুণ কাজ করে এই ফেসপ্যাক। ৩) অর্ধেক শসার পেস্ট ও অর্ধেক গাজরের পেস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে এক চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণটি ত্বকে মাখুন। ৩০ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৪) আধা কাপ গাজরের পেস্ট এবং এক চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে এক চামচ দুধ মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৫) টক দইয়ের সঙ্গে গাজরের পেস্ট মিশিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে দিন। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। ৬) এক চামচ ওটসের সঙ্গে গাজরের পেস্ট মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

## ভারতকে বিশ্বের জ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত করতে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতকে বিশ্বের জ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত করতে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় এই কামনা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সমস্ত শিক্ষক - শিক্ষিকাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বার্তায় তিনি জানান, পড়ুয়াদের ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সম্মান ও স্বীকৃতি জানানোর দিন হল আজ। রাষ্ট্রপতি আরও জানান, প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে শিক্ষাদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি বেছে নেওয়া এবং মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠন এবং ভারতকে বিশ্বের জ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত করতে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, মহান শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, দার্শনিক এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটি মঙ্গলবার দেশজুড়ে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

## তেলেঙ্গানায় বৃষ্টিপাতে জনজীবন ব্যাহত

হায়দ্রাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। তার ফলে ওইসব জেলায় স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছে। তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ, রাঙ্গারেডি, মেধকাল, ভিকারাবাদ এবং অন্যান্য জেলার জেলা কালেক্টররা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছেন। তেলেঙ্গানা স্টেট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং সোসাইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৭ টি জেলায় মঙ্গলবার সকাল ৭ টা পর্যন্ত ১১৫.৮৮ মিলিমিটার থেকে ১৪৪.৫৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে ভিকারাবাদের অনেক জায়গায় জল জমে রয়েছে। সোমবার থেকে অবিরাম বৃষ্টি শুরু হয়ে মঙ্গলবারেও তা থামেনি। তারফলে হায়দ্রাবাদ শহরের বেশ কয়েকটি অংশে জল জমে যানজটের সম্মুখীন হয়েছে মানুষ। হায়দ্রাবাদের কালেক্টর শহরবাসীর উদ্দেশ্যে এক্স-এ পোস্ট করে আবেদন করেছেন, 'বাড়ির ভিতরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন'। আবহাওয়া দফতর তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় মঙ্গলবার ভারি থেকে অতিভারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে।

## তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল সহ ২টি পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ অর্থাৎ ০৫.০৯.২০২৩ তারিখে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নেতাজি স্টেশনের পাশাপাশি তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নেতাজি মেট্রো স্টেশনগুলিতে প্ল্যাটফর্ম এলাকা, কনকোর্স এলাকা, এএফসি-পিসি গেটস, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেছেন। স্টেশনের কর্মীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি।

মহাব্যবস্থাপক তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শনের জন্য যান। তিনি আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট ব্লক, স্পেশাল ক্লিনিক, ফিজিওথেরাপি ইউনিট, প্যাথলজি ইউনিট, ফার্মেসি, স্টোর ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জেনারেল ম্যানেজার তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালের রোগী, মেডিকেল অফিসার ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং হাসপাতালের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। মহাব্যবস্থাপক এই হাসপাতালের সকল চিকিৎসা সুবিধার আরও উন্নতির জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেন। এর ফলে রেলওয়ের সকল সুবিধাভোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা এবং পরিষেবার আরও ভালো ব্যবহার নিশ্চিত হবে, তিনি বলেন। এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

## উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি জেলার ৮টি স্থানে তল্লাশি অভিযান এনআইএ-র

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ এনআইএ উত্তর প্রদেশের পাঁচটি জেলায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। মঙ্গলবার একটি নকশাল মামলার তদন্তের খাতিরে উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি জেলার আটটি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ, বারাণসী, চানদাউলি, আজমগড় ও দেওরিয়া জেলায় এখনও অভিযান চলছে। সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরের দিকে মাওবাদী যোগসূত্র আছে সন্দেহ করে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এনআইএ-র একাধিক দল উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলার ৮ টি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। এনআইএ-এর তদন্তে এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সিপিআই(মাওবাদী) মগধজোন এলাকায় নিজেদের অপরাধকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে। তারা ক্যাডার নিয়োগের জন্য তহবিল সংগ্রহের চেষ্টাও করছে। শুধু তাই নয়, তারা এই অঞ্চলে নকশাল কার্যকলাপকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন জেলে বন্দী নকশাল এবং ওডব্লুজি-এর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে বলেও এনআইএ খবর পেয়েছে।

## কাটোয়া স্টেশনের ফেসলিফট - আধুনিক আকাঙ্খার প্রতীক

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে ৫০৮টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যাতে স্টেশন এলাকায় সমস্ত সুবিধা এক ছাদের নীচে আনা হয়। মাল্টি-মডেল ইন্টিগ্রেশন, বিল্ডিংয়ের উন্নতি এবং শহরশহরের সাথে স্টেশনের একীকরণের পরিকল্পনা করে, যাতে রেলওয়ে স্টেশনগুলি যাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পরিষেবা দিতে পারে। এই প্রকল্পের একটি অংশ হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনঃ উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন যার মধ্যে ২১টি স্টেশন পূর্ব রেলে এবং ১৬টি স্টেশন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এখতিয়ারে রয়েছে যা একটি বড় পরিবর্তন আনবে। পশ্চিমবঙ্গের রেলওয়ে স্টেশন। এটি 'ইজ অফ লিভিং' বাড়াবে এবং আরামের পাশাপাশি সুবিধা বাড়াবে। স্টেশনগুলি স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্যও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কাটোয়ার বর্তমান শ্রী গৌরাঙ্গ বাড়ি মন্দিরের জায়গায় তাঁর গুরু কেশব ভারতীর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন। সেই থেকে এই জনপদ বৈষ্ণবদের কাছে একটি পবিত্র স্থান। কাটোয়া স্টেশন হল হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ সেকশনের একটি কলকাতা হাওড়া শহরতলির রেলওয়ে জংশন স্টেশন। ধর্মীয় গুরুত্ব ছাড়াও কাটোয়া স্থানীয় কৃষি উৎপাদনকারী এবং কারিগরদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। স্কিমটি উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে নতুন উন্নত কাটোয়া স্টেশনটি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয়দের আকাঙ্ক্ষার সাথে পরিকাঠামো এবং সংযোগের সুরেলা মিশ্রণকে প্রতিফলিত করবে।

## 'মণিপুরে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন-ধ্বংস হয়েছে', রিপোর্ট রাষ্ট্রসংঘের কমিটির খারিজ ভারতের

ইম্ফল, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ 'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে মণিপুরে। মানবাধিকারকে ধ্বংস করা হয়েছে মণিপুরে।' মণিপুরের হিংসায় কড়া রিপোর্ট রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির। রিপোর্টে উল্লেখস মণিপুরে যৌন নির্যাতন- যৌন হিংসার ঘটনা ঘটেছে। নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির এই রিপোর্টকে খারিজ করেছে ভারত সরকার। ভারত সরকারের বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট 'অযৌক্তিক, অনুমানমূলক ও বিভ্রান্তিমূলক।' রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনে ভারতের দাবি, উত্তর-পূর্ব রাজ্যের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। ভারতীয় মিশন জোর দিয়ে বলেছে যে মণিপুরের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল এবং ভারত সরকার শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার মণিপুরের জনগণ সহ ভারতের জনগণের মানবাধিকার রক্ষার জন্যও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই মর্মে নোটও দিয়েছে ভারতীয় মিশন। প্রসঙ্গত, জাতিগত হিংসায় দীর্ণ উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্য মণিপুর। রাজ্যের দুই বৃহত্তম গোষ্ঠী, সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতি এবং সংখ্যালঘু কুকি-র মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণে পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে। নৃশংস খুন থেকে একের পর এক মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এরমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল মেইতেই পুরুষদের হাতে দুই কুকি মহিলাকে ধর্ষণের পর নগ্ন করে সকলের সামনে প্যারেড করানো। মে মাসে এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার একটি মর্মান্তিক ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় ২ মাস পর। তারপর সেই ঘটনায় ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন। মে মাসে শুরু হওয়া হিংসার ঘটনায় কমপক্ষে ১৩০ জন নিহত হয়েছেন এবং ৪০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন এখনও পর্যন্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামীর আশি বছরের বৃদ্ধা স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। এক ১৮ বছরের তরুণী অভিযোগ করেন, তাঁকে গণধর্ষণ করেছে কালো পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারী ৪ যুবক। ওই তরুণী পুলিসকে জানান, তাঁকে অপহরণ করে মহিলাদের একটি দল। তারপর তাঁকে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্রধারী ওই ৪ যুবকের হাতে। ঘরে ঢুকে ২ বোনকে গণধর্ষণের পর খুনের অভিযোগও সামনে এসেছে। খুনের পর মুণ্ডু কেটে বাঁশের বেড়ার মাথায় টাঙিয়ে রাখার মত বীভৎসও ভিডিয়োও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই সব ঘটনা-ই মণিপুরের বীভৎসতাকে তুলে ধরে। যে কারণে মণিপুর হিংসায় কড়া অবস্থান নিয়েছে সুপ্রিম কোর্টও। মণিপুর পুলিসকে উদ্দেশ্য করে কড়া তোপ দাগে শীর্ষ আদালত। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভর্সনার মুখে পড়তে হয় মণিপুর পুলিসকে। মণিপুরে তদন্তে গা-ছাড়া মনোভাব দেখিয়েছে পুলিস। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি বিপর্যস্ত। এমনই জানায় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। তলব করা হয় মণিপুর পুলিসের ডিজিকেও। এরপরই মণিপুরে হিংসার ঘটনায় তদন্তে বেনজির নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ৩ প্রাক্তন মহিলা বিচারপতিকে নিয়ে কমিটি গঠন করে দেয় আদালত। একইসঙ্গে একজন ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসারের তত্ত্বাবধানে ৪২ টি স্পেশ্যাল ইনভেস্টেগেশন টিম তথা 'সিট'কে মণিপুরে পাঠানোর নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। মণিপুর ভাইরাল ভিডিয়োকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সিবিআই তদন্ত চলার পাশাপাশি 'সিট'ও তদন্ত করবে বলে জানিয়ে দেয় আদালত।

## দ্বিতীয়বার কক্ষপথ বদলাল ভারতের সৌরযান, পৃথিবী থেকে আরও দূরে চলে গেল আদিত্য-এল ১

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সূর্যকে অন্বেষণের আকাঙ্খায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ভারতের সৌরযান আদিত্য-এল ১। মঙ্গলবার সৌরযানের কক্ষপথ দ্বিতীয় বার বদল করা হল। ভোররাত ৩টে নাগাদ ইসরো একটি টুইট করে জানিয়েছে, আদিত্য-এল ১-এর দ্বিতীয় বারের কক্ষপথ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সফল হয়েছে। এর ফলে সৌরযানের গতিও কিছুটা বেড়েছে। পৃথিবী থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছে মহাকাশযানটি। ইসরো এক্স মাধ্যমে জানিয়েছে, আদিত্য-এল১ এই মুহূর্তে ২৮২ কিমি x ৪০,২২৫ কিমি কক্ষপথে অবস্থান করছে। এর অর্থ হল, বর্তমান

কক্ষপথটিতে পাক খেতে খেতে আদিত্য-এল ১ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে, তার দূরত্ব হবে ২৮২ কিলোমিটার। সবচেয়ে দূরে গেলে দূরত্ব হবে ৪০,২২৫ কিলোমিটার। এখনও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে বেরোয়নি ইসরোর সৌরযান। পৃথিবীর টানেই মোট পাঁচ বার সেটি কক্ষপথ বদল করবে। পঞ্চম বার কক্ষপথ বদলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে বেরিয়ে যাবে আদিত্য-এল ১। এতে সময় লাগবে ১৫ থেকে ১৬ দিন। এরপর তার লক্ষ্য হবে সূর্যের কাছে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট বা এল১ পয়েন্ট। এটি পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরের একটি 'হ্যালো' পয়েন্ট। যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ইসরো জানিয়েছে, সূর্যের পথে আদিত্য - এল১- এর পরবর্তী কক্ষপথ পরিবর্তন করা হবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ভোররাত আড়াইটে নাগাদ।

## রাধাকৃষ্ণনের অবদান, উৎসর্গ এবং প্রজ্ঞা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে ঃ মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ কংগ্রেসের তরফ থেকে মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের প্রশংসা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে শিক্ষক দিবসের দিন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁকে একজন দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। খাড়গে বলেন, রাধাকৃষ্ণনের অবদান, উৎসর্গ এবং প্রজ্ঞা মানুষকে এখনও অনুপ্রাণিত করে চলেছে। প্রতিবছর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। খাড়গে বলেন, শিক্ষকরাই প্রকৃত দেশের নির্মাতা। তাঁরা শুধুমাত্র আমাদের পথপ্রদর্শকই নন, ভালো মূল্যবোধ গড়ে তুলতেও তাঁরা আমাদের পথ নির্দেশ করে থাকে। খাড়গে আরও বলেন, আমরা সারা দেশের সমস্ত শিক্ষককে আজকের দিনে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ তারাই আমাদের ভবিষ্যত ও ভাগ্য নির্ধারণ করবে। জয়রাম রামেশ এক্স হ্যাণ্ডেলের মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, আজ আমরা শিক্ষক দিবস পালন করছি এবং মহান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও লেখক সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনকেও স্মরণ করছি। 'দ্য হিন্দু ভিউ অফ লাইফ', 'ইন্ডিয়ান ফিলোসফি', 'ইস্টার্ন রিলিজিয়নস অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন থট', 'দ্য ভগবত গীতা', 'দ্য ধম্মপদ', এবং 'দ্য প্রিন্সিপাল উপনিষদ'-এর মতো তাঁর অনেক বইয়ের কথাও জয়রাম রামেশ তাঁর লেখায় তুলে ধরেন।

## বুরারিতে ই-রিক্সা উল্টে গাড়ির চাকা পিষে মৃত দুই

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর দিল্লির বুরারি এলাকায় ই-রিক্সা উল্টে, গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন দু'জন। সোমবার রাতের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর দিল্লির বুরারি এলাকায় সোমবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। রাত ১১টা নাগাদ একটি ই-রিক্সায় ৪ জন যাচ্ছিলেন, সেটি উল্টে যায়। সেই সময় রাস্তা থেকে যাওয়া অজ্ঞাত কোনও গাড়ি তাঁদের চাপা দেয়। দুর্ঘটনায় ই-রিক্সার চালক ও অন্য একজনের মৃত্যু হয়েছে, এবং দু'জন আহত হয়েছেন। তদন্ত চলছে। ঘাতক গাড়িটির খোঁজে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## শক্তিশালী দেশ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শক্তিশালী দেশ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের দিন এই অভিমত পোষণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, শিক্ষকই দেশের ভীত। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে সমস্ত শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, শিক্ষকরা শুধুমাত্র শিশুদের জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শই দান করেন না, বরং একটি শক্তিশালী সমাজ ও দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতরত্ন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে অভিনন্দন জানান অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শিক্ষক দিবসে সমস্ত শিক্ষকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

## সুকমায় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী, এনকাউন্টারে মৃত ২ মাওবাদী

সুকমা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত দুই মাওবাদী। মঙ্গলবার সকালে ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার নকশাল প্রভাবিত তাদমেতলা এলাকায় নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে দুই মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। এই দুই মাওবাদীর মাথার দাম ধার্য হয়েছিল ১ লক্ষ টাকা। একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৬ টা নাগাদ চিন্তাগুফা থানার সীমানার অন্তর্গত তাদমেতলা এবং দুলেদ গ্রামের মধ্যে একটি জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের একটি যৌথ দল নকশাল বিরোধী অভিযানে বেরিয়েছিল। তখনই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ১০ থেকে ১২ জন দুষ্কৃতীর উপস্থিতির খবর পেয়েই এই অভিযান চালিয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি ১২ বোরের ডাবল-ব্যারেল রাইফেল এবং একটি পিস্তল সহ দুই মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এনকাউন্টারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন এসপি কিরণ চভন। মৃত দুই মাওবাদীই ২৮ জুন চিন্তাগুফা থানা এলাকায় শিক্ষাদূত কাওয়াসি সুক্কা এবং ডেপুটি সরপঞ্চ তাদমেতলা পঞ্চায়েত মাদভি গঙ্গাকে খুন করেছিল বলে অভিযোগ ছিল। এছাড়াও অন্যান্য অভিযোগে উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।


**Name Change**

I , SK MOHOSIN @ MAHASIN SK @ SEKH MOHASIN @ MAHAMMAD MAHASIN ALI @ MAHSIN SHAIKH S/O – TOTAN SEKH @ TOTAL SEKH resident of Kantapur, PO-Chotkhanda, PS-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-713146, shall henceforth be known as 'MAHAMMAD MAHASIN SEKH' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 05/09/2023.

**Name Change**

I, RAJAT AGARWAL (old name) S/O BASANT KUMAR AGARWALA Presently residing at B 13/16 ABHYUDOY CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY, EKTP PHASE IV EM BYPASS KOLKATA-700107 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJAT AGARWALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. RAJAT AGARWAL and RAJAT AGARWALA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SIBASISH SIL alias SHIBASHIS SIL (old name) S/O JAYANTA KUMAR SEAL Presently residing at Siddha Waterfront, Flat No.-1105, Block-Marigold, Old Calcutta Road, Chowdhury more, Khardah, Patulia, North 24 Parganas, Pin-700119 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SIBASHISH SEAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. SIBASISH SIL, SHIBASHIS SIL and SIBASHISH SEAL both are same and one identical person.

**Name Change**

I, TANUSRI NAG AND TANUSREE NAG AND TANUSHREE SIL (old name) W/O SIBASHISH SEAL Presently residing at Siddha Waterfront, Flat No.-1105, Block-Marigold, Old Calcutta Road, Chowdhury more, Khardah, Patulia, North 24 Parganas, Pin-700119 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) TANUSHREE SEAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. TANUSRI NAG, TANUSREE NAG and TANUSHREE SIL and TANUSHREE SEAL both are same and one identical person.

**Name Change**

I, BIPLAB KUMAR GHOSH (old name) S/O ANIL KUMAR GHOSH Presently residing at 91, Ramkrishna Pally, PO-Mukundapur, PS-Panchasayar, Kolkata-700099 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BIPLAB GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. BIPLAB KUMAR GHOSH and BIPLAB GHOSH both are same and one identical person.

**Name Change**

I ISHITA BERA(OLD NAME),WIFE OF SUVANKAR BERA, RESIDING AT NANGI CHAKRABORTY PARA, MAHESHTALA, DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700140,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISHITA SINHA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/09/2023.THAT ISHITA BERA AND ISHITA SINHA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, SUNITA SUREKHA (old name) W/O RAM KUMAR SUREKA Presently residing at Raadhya Apartment, 31/1/1, Ramkrishna Samadhi Road, PS- Phoolbagan, Kolkata-700054 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUNITA DEVI SUREKA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/09/2023. SUNITA SUREKHA and SUNITA DEVI SUREKA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MIRAJUL HOQUE (old name) S/O SIRAJUL HOQUE Presently residing at Vil l+PO-Kandra, PS-Ketugram, Purba Bardhaman-713129 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MIRAJUL HAQUE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. MIRAJUL HOQUE and MIRAJUL HAQUE both are same and one identical person.

**Name Change**

I A B GUPTA, SON OF LATE A B GUPTA, RESIDING AT 20 SWAMI VIVEKANANDA ROAD, WEST RAJAPUR, BAGHAJATIN, KOLKATA - 700032,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHISH BARAN GUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/09/2023. THAT A B GUPTA AND ASHISH BARAN GUPTA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, BIRENDRA GUPTA (old name) S/O LAL CHAND GUPTA Presently residing at 111/1 G.T. ROAD, PO & PS-HOWRAH PIN- 711101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BIRENDRA PRASAD GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. BIRENDRA GUPTA and BIRENDRA PRASAD GUPTA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, HAFIZ JUBER AHMAD (old name) S/O ABDUL HAKIM KHAN Presently residing at Vill- Kharda Bamun Para, Sekh Para, PS-Jagatballavpur, Howrah-711410 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ZUBAIR AHMAD KHAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. HAFIZ JUBER AHMAD and ZUBAIR AHMAD KHAN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SAUGATA BANERJEE (old name) S/O LATE TULSHI DAS BANERJEE Presently residing at Arabinda Pally, PO-Ichapur Nawabganj, PS-Nowapara, Barrackpore-743144 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SOUGATA BANERJEE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. SAUGATA BANERJEE and SOUGATA BANERJEE both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MD CHHAIFUDDIN MONDAL (old name) S/O KHAJELUDDIN MONDAL Presently residing at Vill-Mamudpur, PO- Ambikapur, PS-Gopalnagar, Bongaon, N. 24. Pgs-743251 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAIFUDDIN MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. MD CHHAIFUDDIN MONDAL and SAIFUDDIN MONDAL both are same and one identical person.

**Name Change**

I, ANATHBUNDHU DAS(OLD NAME) S/O ARABINDA DAS residing at Vill-Ramgopalpur, PS-Harendranagar, PS- Dholahat, S. 24 Pgs-743347, WEST BENGAL. have changed my name to (shall henceforth be known as) ANATH BANDHU DAS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. ANATHBUNDHU DAS and ANATH BANDHU DAS both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SIRAJUL HOQUE (old name) S/O LATE ABDUL JABBAR SEIKH Presently residing at Vill+ PO-Kandra, PS-Ketugram, Purba Bardhaman-713129 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SIRAJUL HAQUE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. SIRAJUL HOQUE and SIRAJUL HAQUE both are same and one identical person.

**Name Change**

I, ANCHHAR MOLLA (old name) S/O LATE AMREZ MOLLA Presently residing at Golarna Dogachhiya minapur, Purba Bardhaman-713513 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANSAR MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/09/2023. ANCHHAR MOLLA and ANSAR MOLLA both are same and one identical person.

৬১ তম শুভ জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ ও অন্যান্য বিধায়ক এবং আধিকারিকগণ। আজ জন্মাষ্টমী পূজা পার্বণ হবে মন্দিরে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ছবি সুবল সাহা

# উপাচার্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের, কারণ দর্শানোর নোটিশ অধ্যাপককে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করায়, কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরাল বিশ্বভারতী সেই অধ্যাপককে। চলতি বছরের চার সেপ্টেম্বর কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব বলেন যে অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগ থানায় করেছেন যা ছাত্র ছাত্রী, সহকর্মী, বিশ্বভারতী পরিসর এবং আপামর জনসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য। এই আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ নিয়ম, নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। এই নোটিশে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। নোটিশের তিনদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে অধ্যাপকের কাছ থেকে। উল্লেখ্য, বাঙালির বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করায় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ৩১ আগস্ট শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাঙালিকে ভণ্ড, বাঙালির কাঁকড়া বৃত্তি ইত্যাদি বিশেষণে অপমান করে চলেছেন, বলে দাবি করেন বিশ্বভারতী অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য। সুদীপ্তবাবুর অভিযোগ, চলতি বছরের গত ৮ মার্চ একুশে শ্রাবণের মন্দিরে এই সমস্ত কথার অবতারণা করেন তিনি। এব্যাপারে বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক সংগঠন (ভিবিউফা) এর সম্পাদক তথা দর্শন ও ধর্মের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন, এটা বেআইনি পদক্ষেপ। কাউকে চাপ দিয়ে অভিযোগ তোলার জন্য হুমকির সামিল। পুলিশি তদন্তকে কোনভাবেই প্রভাবিত করা যায় না। মানুষের মৌলিক অধিকারকে কোনভাবেই খর্ব করা যায় না। সম্প্রতি কৌশিক ভট্টাচার্য্য প্রস্তুন বিভাগে বিশেষভাবে স্থানান্তরিত হয়েছেন। অভিযোগ, তিনিও উপাচার্যর বিরুদ্ধেও শান্তিনিকেতন থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। থানায় অভিযোগের একবছর আগেই তাকে এই বেআইনি পোস্টিং দেওয়া হয়েছে, বলে অধ্যাপক দাবি করেন।

# দিদিমণি আসেন, না পড়িয়ে চলে যান অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ৫ সেপ্টেম্বর ঘটা করে পালিত গেলো শিক্ষক দিবস। আর এই দিনেই শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসীরা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৮ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই অপরিষ্কার হয়ে

রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর। পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলা কিংবা অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রী নিয়মিত খাবার দেওয়া হয় না কাউকেই। দিদিমণিরা আসেন, আর চলে যান, হয় না কোন পড়াশোনা। দীর্ঘদিন ধরে এই অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলে আসছে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়াশোনা। তাই এদিন বাধ্য হয়েই এই অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্র ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসী। তাদের দাবি অবিলম্বে অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্রে যে সরকারি পরিষেবা রয়েছে সেই পরিষেবা যাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পায় তার সুব্যবস্থা করুক প্রশাসন। কারন এলাকার বহু ছেলেমেয়ে এই কেন্দ্রে পড়াশুনা করার জন্য আসে, এলাকায় এমন অপরিচ্ছন্ন ভাবে থাকলে এই কেন্দ্রে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ভাবে শারীরিক অসুস্থও হতে পারে।

# উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পিএমআই দক্ষিণ এশিয়া পুরস্কার লাভ

মালিগাঁও, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে "ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম ফর সেভিং এলিফেন্ট লাইভস"-এর সাথে নিজেদের এন্ট্রির দ্বারা মাইক্রো প্রজেক্ট অব দ্য ইয়ার-এর জন্য পিএমআই সাউথ এশিয়া পুরস্কার লাভ করল। ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে চেন্নাইয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই পুরস্কার লাভ করে। ২০০৯ সালে এর সূচনার সময় থেকে রেলমন্ত্রকের অধীনে কোনও জোনাল রেলওয়ে প্রথমবারের জন্য এই পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয়। ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড অথবা বিইএল রানার্স আপ পুরস্কার লাভ করে। ২০২২ সালে মাইক্রো প্রজেক্ট পুরস্কার লাভ করেছিল আইবিএম।

প্রত্যেক বছর আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক পুরস্কার অনুষ্ঠানে নিজেদের উদ্ভাবন প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এই অঞ্চলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির জন্য স্বীকৃতি হিসেবে পিএমআই সাউথ এশিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) হাতি সংরক্ষণ ও হাতি রক্ষা করা ও ট্রেন পরিচালনার গতিশীলতা উন্নত করার জন্য একটি ইকো-সাস্টেনেবল সলিউশন। এই সিস্টেমটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে বন্যপ্রাণীর চলাচল শনাক্ত করতে এবং কন্ট্রোল অফিস, স্টেশন মাস্টার, গেটম্যান ও লোকো পাইলটদের সতর্ক করার জন্য সেন্সর হিসেবে ব্যবহার করা হবে বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার। এটি ফাইবার অপটিক ভিত্তিক অ্যাকোস্টিক সিস্টেম ব্যবহার করে, যা ট্র্যাকে হাতির উপস্থিতি সময় মতে অনুধাবন করতে ডায়ানামিস অ্যাকোস্টিক ফেনোমেনন হিসেবে কাজ করে। এআই ভিত্তিক সফটওয়্যারটি মূল ইউনিটের উভয় পাশে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত অ-স্থানিক চলাচল পর্যবেক্ষণ করতে পারে (অর্থাৎ মোট ৮০ কিমি প্রসারিত)। অতিরিক্তভাবে রেল ফ্র্যাকচার, রেলপথে অনুপ্রবেশ শনাক্ত করতে এবং রেলওয়ে ট্র্যাকের নিকটে অকর্তৃত্বশীলভাবে খনন, ট্র্যাকের নিকটে ভূমিধস ইত্যাদির জন্য দুর্যোগ প্রশমন সম্পর্কে সতর্ক করতে এই আইডিএস সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত ডুয়ার্স অঞ্চলের চালসা-হাসিমারা সেকশন এবং অসমের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত লংকা-হাওয়াইপুর সেকশনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত আইডিএস-এর পাইলট প্রজেক্টের ১০০ শতাংশ সাফল্যের পর এখন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে থাকা অন্যান্য সমস্ত এলিফেন্ট করিডোরে পর্যায়ক্রমিকভাবে এটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যার জন্য ইতিমধ্যেই ৭৭ কোটি টাকা অনুমোদন জানানো হয়েছে।

# হিমসাগর, ফজলি এবং লক্ষণভোগ আমের জিআই তকমা পাওয়া চাষীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ মালদার বিখ্যাত হিমসাগর, ফজলি এবং লক্ষণভোগ আমের জিআই তকমা পাওয়ার কিছু চাষিদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিল প্রশাসন। এবার থেকে আর মালদার এই সুস্বাদু তিন প্রজাতি আমের গুণগত মান রপ্তানিকারক থেকে ক্রেতাদের, বিক্রেতাদের যাচাই করতে হবে না। সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই তকমা থাকবে এই প্রজাতির আমে। সরকারের জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার পর এখন রপ্তানিকারক থেকে ব্যবসায়ী ও চাষীদের মধ্যে হাসি ফুটেছে। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা টাউন হলে এই তিন প্রজাতি আমের ক্ষেত্রে জিআই শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, উদ্যানপালন দপ্তরের জেলা আধিকারিক সামন্ত লায়েক সহ বিশিষ্টজনেরা। বলাবাহুল্য, কয়েক মাস আগেই মালদার সুস্বাদু হিমসাগর, ফজলি এবং লক্ষণভোগ আমের জিআই তকমার করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এরপরই এদিন জিআই স্বীকৃতি দেওয়া শংসাপত্র কিছু চাষীদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে মন্ত্রী এবং প্রশাসনের কর্তারা। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে এইসব প্রজাতির আম চাষ করে সুনাম অর্জন করেছেন মালদার চাষীরা। সে ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে এই আমের গুণগত মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নতুন করে আর কোন সমীকরণ থাকলো না। জিআই তকমা দেখলেই আমের সম্পূর্ণ গুণগত মানের বিষয়টি নিয়ে আর কোনো ক্রেতা, রপ্তানিকারক অথবা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সন্দেহ থাকবে না। মালদার রতুয়া এলাকার এক আম চাষী লোকনাথ কুমার জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২৫ থেকে ৩০ বছর ধরে আম চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। জৈব পদ্ধতিতে আম চাষ করলেও ফজলি, হিমসাগর, লক্ষণভোগ ভিন রাজ্য অথবা বিদেশে যেতে গেলে তার বিভিন্ন গুণগতমান যাচাই করা হতো। আমের স্বাদ কেমন, এই আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি ধরনের সার প্রয়োগ করা হয়েছে, এই প্রজাতির আমের ফলন কবে হয়েছে, কোন পদ্ধতিতে চাষ করা

হয়েছে, এরকম আরও বিশেষ ধরনের পরীক্ষা - নিরীক্ষা চলতো দেশ ও বিদেশের বাজারে। তারপরই এইসব প্রজাতির আমের গুণগত মান যাচাইয়ের পরই সেগুলি বাজারে বিক্রি করা হতো। কিন্তু রাজ্য সরকার সবদিক খতিয়ে দেখে বিচার করার পরেই লক্ষণভোগ, হিমসাগর এবং ফজলি আমের জিআই তকমা দিয়ে সরাসরি চাষি ও ব্যবসায়ীদের আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভরসা জুগিয়েছে। এর ফলে যেমন দেশ-বিদেশের বাজারে মালদার এই তিন প্রজাতির আমের নাম ছড়াবে। তেমনি গুণগতমান নিয়ে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। অনায়াসে জিআই স্বীকৃতি দেখে এই আম কিনতে পারবেন সাধারণ মানুষ। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, কয়েক মাস আগেই মালদার হিমসাগর, লক্ষণভোগ এবং ফজলি এই তিন প্রজাতির আমকে জিআই স্বীকৃতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগেই মূলতঃ মালদা আমের গুণগত মান দেশ এবং বিদেশের বাজারে সুনাম কুড়িয়েছে। এদিন জিআই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিছু চাষীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামীতে অন্যান্য প্রজাতির আম এবং লিচু উৎপাদনের ক্ষেত্র যাতে জিআই স্বীকৃতি মেলে সেই আশা রাখবো। মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় মালদা জেলার তিনটি আম-যথা লক্ষণভোগ, হিমসাগর এবং ফজলি জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। এক্ষেত্রে যারা অথরাইজ ইউজার আছেন তাদেরকে এদিন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই প্রজাতির আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা আরো আগ্রহ প্রকাশ করবে। এবং রাজ্যের বাইরে দেশ ও বিদেশে এই প্রজাতির আম সুনাম আরো বাড়বে।

# আদালতে দোষ কবুল মাটিগাড়ায় কিশোরী খুনে অভিযুক্তের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় কিশোরী খুনে অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষে অভিযুক্তকে মঙ্গলবার ফের আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্ত যুবক আদালতে দোষ কবুল করেছে। সে তার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত যুবকের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন নিহত কিশোরীর মা। গত ২১ আগস্ট মাটিগাড়ায় স্কুল ছাত্রীকে মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার তদন্তে নেমে সেদিন রাতেই শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাস (২২)-কে গ্রেফতার করে। আব্বাস মাটিগাড়ার লেনিন কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, ছাত্রীটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল আব্বাস। ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় সে মেয়েটিকে খুন করেছে। ঘটনার জেরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যে। মঙ্গলবার অভিযুক্তের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষ হয়। আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও অভিযুক্ত যুবক আদালতে দোষ কবুল করেছে।

# নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ, ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ নাকা চেকিংএ উদ্ধার ২০০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ, পুলিশের জালে আটক তিন অভিযুক্ত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় DSP, DNT। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। ভারত -বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভিমপুর থানার অন্তর্গত শাকদা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এ দিন সকাল ৬ টা নাগাদ ভীমপুর থানার পুলিশ শাকদা এলাকায় টহল দিচ্ছিল এমন সময়, দুটি চারচাকা গাড়িটিকে পাকড়াও করে এবং সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে ২০০০ বোতল ফেনসিডিল সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নদীয়ার ভীমপুর থানার পুলিশ।

**CORRIGENDUM NOTICE**

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T. No.-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-89 to 93/2023-24,** Bid submission closing date (online)-**19/09/2023 instead of 08/09/2023** and Bid submission opening date (online)-**21/09/2023 instead of 12/09/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

**Sd/- Chairperson**
**Dankuni Municipality**

**PRICE DETERMINATION AND NOTICE FOR SALE OF ASSETS**

**Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation)**
Reg. Office of the company: 101/1 Feeder Road Po & Ps : Belgharia Kolkata WB- 700056 IN

**Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016**

Public notice is given by the Liquidator appointed by the Hon'ble NCLT, Kolkata vide order dt. 18.03.2020 (received by us on 09/06/2020) for Sale Assets of Corporate Debtors M/s Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation) forming part of Liquidation Estate.

Offer are invited from prospective bidder for the purchase of assets of corporate debtors as mentioned in the notice on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS " AND "NO RECOURSE BASIS" only and as such and sale shall be without any kind of waivers, warranties and indemnities. Please refer before bidding detailed Eligibility Criteria, clarification and other terms & conditions and for offer / Bid documents kindly write to : cabsrajput309@gmail.com

| Inspection date and time | 6th September,2023 to 26th September, 2023 |
|---|---|

(With advance information) (From 11:00 AM to 4:00 PM) Contact person : Bhupendra Singh N Rajput Email id - cabsrajput309@gmail.com Mobile. No.: +91 9426014155
Last Date to apply, submission of 29th September,2023 till 5.00 pm Eligibility Documents with EMD

**Details of Assets for Auction**

| Asset/Location | Address/Area/ Description | EMD (INR) |
|---|---|---|
| At the shop i.e. there registered office at Kolkata | The Inventory of various types of Clothes, Readymade Garments, Dress Materials and Hosiery Materials situated at 101/1 Feeder Road Po & Ps : Belgharia Kolkata WB-700056 IN | 1.20 Lakhs |

**Terms and Condition of the E-auction are as under:**
1. The Reserve Price of the above mentioned assets is Nil. The undersigned Liquidator hereby invite BID from the Bidders by way of submission of best offer price for the Assets of the Corporate Debtors.
2. Submission of Bid by the Bidders does not amount to sale of Assets. The Liquidator, after receiving the Bids will evaluate and present the same before Stakeholders Consultation Committee (SCC) of the Corporate Debtors. Pursuant to SCC satisfied that the offer of the Bidder(s) is acceptable, then undersigned approach to Hon'ble NCLT, Kolkata for the approval of the same and if the Hon'ble NCLT approved then the Liquidator will declare the successful Bidder of the Assets. The right of selecting and declaring the Successful Bidders(s) shall solely rest with the SCC/Liquidator and approval of the Hon'ble NCLT.
3. The information available with the liquidator on bona fide basis. It is clarified that the liquidator makes no representation regarding the accuracy of the status of Assets of the corporate debtors and details regarding the same. The particulars of the assets of the corporate debtors specified above are the best knowledge available with the liquidator.
4. The prospective bidder(s) are advised to make their own independent inquiries regarding the Corporate Debtors.
5. The intending bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS/DD in the favor of M/s Rang Super Shopping Private Limited ( Under Liquidation) Current Account No.: 29760200002107 with Bank of Baroda, Branch: Gen Next, Law Garden, Ahmedabad- 380006 , and IFSC Code : BARB0LAWAHM

Sd/-Bhupendra Singh N Rajput, Liquidator of Rang Super Shopping Private Limited
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00397/2017-18/10715
Regd. Address:309, ATMA House, Opp. Old RBI, Ashram Road, Ahmedabad -380009
Date: 6th September, 2023 | Place: Ahmedabad

# ডোমকলে মৃত্যু যুবকের, ধৃত বাবা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বাইক ভাঙচুর করার দায়ে একমাত্র পুত্র রবিউলকে বাবা আবু হোসেন হাঁসুয়ার এলোপাথাড়ি কোপে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ডোমকল বর্তনাবাদ মাঠপাড়ার। সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে বাইকে চাপিয়ে সোমবার ইসলামপুরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন ২২ বছরের রবিউল শেখ। মাঝ রাস্তায় বাইক খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরে এসে বিরক্তিতে বাইকটি ভাঙচুর করেন তিনি। এই নিয়ে বচসা শুরু হয় বাবার সঙ্গে। অভিযোগ, উত্তেজনার বশে বাবাকে ঘুষি মারে রবিউল। পাল্টা ছেলেকে হাঁসুয়ার কোপ ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রবিউল। বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

Office of the
**Onda-II Gram Panchayat**
**Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura**
**Notice inviting e-Tender No- 1) NIeT-06/2022-23 (Tender ID-2023_ZPHD_563230). 2) NIeT-07/2022-23 3rd Call (Tender ID-2023_ZPHD_563541)**

Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 9 no works. Last date of documents download & bid submission in **12th September 2023 at 18:30.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Pradhan**
**Onda-II Gram Panchayat**

**TENDER NOTICE**

The Secretary, Debuttor Trust Board, Cooch Behar invites 2 nos. eTenders (2 nd call) for the works "Repairing and renovation of Bhog Ghar at M.M. Temple, Cooch Behar " **Tender Id No. 2023_DMCB_563458_1.** Estimated Cost - Rs. 3,41,514.86. Bid submission closing date (online)-**14-09-2023** and "Construction of 1st floor over the existing single storied building of a newwing of Guest House-II at Anandamoyee Dharmasala, Cooch Behar". **Tender Id - 2023_DMCB_563364_1.** Estimated Cost - Rs. 25,81,968.00. Bid submission closing date (online)- **21-09-2023.** Details information will be available from the Website : **http://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Secretary,**
**Debuttor trust board.**
**Cooch Behar**

**HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS**
(A Statutory Organisation under Govt. of West Bengal)
St. Georges Gate Road, Kolkata-700 021
Phone No.: 2248-4425/5833/6692/6787/9770, Fax No.: 91,33,248-7904/7754

**NOTICE INVITING QUOTATION**
**No.: HRBC/PM(QC)/2Q of 2023-24**

Quotations are invited by the Project Manager (QC), HRBC for the work of **"Consultancy service for preparation of DPR of balance work for RCC bridge over wing Kalnagini river channel at Ghotihara connecting Pratapaditya Nagar and Bapuji G.P. at Kakdwip block, South 24 pgs, West Bengal for the year 2023-24.."** from experienced, resourceful & bonafide Consultants having credential of similar nature of work as per Govt. rule.
Last date of application: - **13.09.2023 up to 3:00 pm**.
Last date & time of submission of Quotation (Offline):- **19.09.2023 up to 3:00 pm.**
Other details may be seen from the website: **www.hrbc.org.in (Abridged only)**.

**Sd/-**
**Project Manager (QC), HRBC**

IIFL FINANCE
CIN: **L67100MH1995PLC093797**
**Reg Office:** IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
• E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

**সোনার গহনার নীলাম সম্পর্কিত জনসাধারণের নোটিশ**

সাধারণ জনসাধারণকে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে দেনাদারের দ্বারা নিয়মিত নয় এমন গোল্ড লোন, GL27604440, GL27634663, GL27705594, GL28343369, GL28420198, GL28401861, GL28491588, GL28864672, GL28911397, GL28963373, GL28971742, GL27766326, GL27799808, GL27926337, GL28173458, GL28375202.

আমরা **07-09-2023** বা তার পরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সোনার গহনাগুলির সকাল **10** টায় নিলাম পরিচালনা করছি সংশ্লিষ্ট উপজেলা / কেন্দ্র যেখানে এ জাতীয় ঋণ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ধরণের তালুকা এবং কেন্দ্রগুলির ঠিকানা আমাদের ওয়েবসাইট **www.iifl.com** এ যথাযথভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। পরিশোধে অক্ষম সমস্ত দেনাদারদের যথাযথভাবে নীলামের বিষয়ে এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়ে গেছে। দেনাদারদের অক্ষমতা বিস্তারিতভাবে বন্দকী সোনার গহনা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত নিজ-নিজ তালুকা এবং কেন্দ্রগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে। নীলামের পদ্ধতি নিজ-নিজ শাখায় প্রদর্শন করানো হয়েছে। কিন্তু যেকোনও ক্ষেত্রে এখানে উল্লেখিত নীলামের দিন পর্যন্ত অনাদায়ী দেনাদারদের সম্পূর্ন বাকী টাকা ফেরত দেওয়ার একটা পছন্দ আছে, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রযোজ্য খরচ এবং তাদের লোন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার, এই নোটিশ জারী হওয়ার পরেও। যদিও, অনাদায়ী লোনগুলি যেগুলি বন্ধ হবে অথবা এই ঘোষণা প্রকাশের পরেও যা হল **06-09-2023**-য়, তাদের এই ঘোষণার খরচ যথানুপাতে বহন করতে হবে।

বিডারদের (যারা নীলামে দর হাঁকে) **07-09-2023**-য় সোনার গহনা পরীক্ষা করার জন্যে এবং তাদের প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সোনা নীলাম করা হবে **"AS IS WHAT IS"**-এর ভিত্তিতে। কোম্পানীর দ্বারা প্রবর্তিত প্রযোজ্য শর্তাবলী এবং পদ্ধতি অনুসারে নীলাম পরিচালিত হবে। যদি নীলাম অনাদায়ী অ্যাকাউন্টস্ নীলামের দিন সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে বন্দকী সোনার গহনা নীলাম করা হবে পরের দিনগুলিতে কোনও নোটিশ ছাড়া। নীলামের জন্যে শর্তাবলী কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছাধারায় করা হবে। দরের জন্যে নীলামে অংশগ্রহণ এবং সমর্থন, কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছার ওপরে হবে।

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড কোনও অ্যাকাউন্টস্ নীলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব আছে কোনও খবর দেওয়ার পূর্বে এবং বাতিল করার অধিকার / আগে থেকে না জানিয়ে নীলামের তারিখ পরিবর্তণ করতে পারে।

**Date: 06-09-2023** **অথরাইজড্ অফিসার**

অন্য কিছু বিস্তারিত জানার জন্যে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: **(আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড)**

**IIFL FINANCE LTD., No.1, Shakesphere Sarani, 8th Floor, Ac Market, Kolkata 700071, West Bengal • Contact: 90071 05223 / 74396 78189**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/LTG/255/WD-11/BR-II/Z-I/23-24**
Name of the work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-11 under BR-II, KMC.** Estimated amount: **₹ 4,83,398.00.** Earnest money: **₹ 9,700.00.** Period of completion: **365 days.**

**(2) NIT No. : KMC/LTG/244/WD-11/BR-II/Z-I/23-24**
Name of the work: **Temporary decorative lighting arrangement for Durga Puja Festival-2023 at Shyambazar 5-Point under KMC.** Estimated amount: ₹ **1,91,400.00.** Earnest money: ₹ **3,900.00.** Period of completion: **13 days.**

**(3) NIT No. : KMC/LTG/245/WD-12/BR-II/Z-I/23-24**
Name of the work: **Installation of LED signage board at Deshbandhu Park in Ward No.-12.** Estimated amount: ₹ **2,24,953.26.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **21.09.2023 at 1 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2023 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3).**

**(4) NIT No. : LTG/232/WD-17/BR-II/Z-I/23-24**
Name of the work: **Installation of fire fighting system at Hari Ghosh Street, Kali Dutta Street and other places in Ward No.-17, BR-II.** Estimated amount: ₹ **4,24,638.34.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **16.09.2023 (12 noon).** The bid forms and other details are available on and from **04.09.2023 (1 pm).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

**The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC** invites tender online percentage rate two part bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/271R (2nd Call)**
Name of the work: **Improvement of street lighting system at Congress Exhibition Road, Karaya Road, Balluhaque Road & other area in Ward No.-64, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,89,856.06.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/276R (2nd Call)**
Name of the work: **Installation of lights at different Bustee and adjoining areas in Ward No.-64, BR-VII.** Estimated amount: **₹ 2,98,424.70.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/179R (2nd Call)**
Name of the work: **Operation & maintenance of passage light at Elliot Park, Citizen Park, Indira Park & other Park in Ward No.-63 under BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,55,244.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **365 days.**

**(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/277R (2nd Call)**
Name of the work: **Installation of LED board at crossing of Park Street & J. L. Nehru Road in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: ₹ **4,500.00 (L.S).** Period of completion: **30 days.**

**(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/278R (2nd Call)**
Name of the work: **Lighting arrangement of Rawdon Square in Ward No.-63.** Estimated amount: ₹ **4,98,520.45.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/279R (2nd Call)**
Name of the work: **Lighting arrangement at Gorky Terrace in Ward No.-63.** Estimated amount: ₹ **3,49,328.70.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **14.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 6).** Technical bid open on: **15.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 6).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

**(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/322**
Name of the work: **Development of lighting system with energy efficient LED light fittings at Dual Avenue in Ward No.-74.** Estimated amount: ₹ **2,98,918.40.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/323**
Name of the work: **Development of lighting system with energy efficient LED light fittings at 7, Diamond Harbour Road within Ward No.-74.** Estimated amount: ₹ **2,95,127.31.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/324**
Name of the work: **Installation of street lighting system at Apurba Mitra Road, Sadananda Road, Dwarik Ganguly Street & other places in Ward No.-83.** Estimated amount: ₹ **2,88,188.35.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **16.09.2023 up to 2 pm (For Sl. No. 7 to 9).** Tender opening date: **18.09.2023 at 2 pm (For Sl. No. 7 to 9).**

**(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/320**
Name of the work: **Repairing of lighting system at B. K. Road Bustee, Coal Dock Bustee, Hussain Shah Bustee and other places in Ward No.-79.** Estimated amount: ₹ **1,97,172.20.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **15.09.2023 up to 2 pm.** Tender opening date: **16.09.2023 at 2 pm.** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2023 from 2 pm (For Sl. No. 7 to 10).** For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. **(For Sl. No. 7 to 10).**

**The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, BR-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/LTGV/119/23-24/REPARING (1st Call)**
Name of the work: **Repairing and renovation of existing street lighting system at James Long Sarani, Kepar Math, Mandal Para, 21 No. Bustee, Roy Bahadur Road and surrounding areas in Ward No.-119.** Estimated amount: ₹ **1,98,960.56.** Earnest money: ₹ **3,990.00.** Period of completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/LTGV/120/PARK/23-24/IMP (1st Call)**
Name of the work: **Improvement of lighting system at Khirishtala Park and Cocola Bagan Park (Bamacharan Roy Road), Gajantala Sishu Uddan (James Long Sarani), Subhas Park (Sisir Bagan Road) and Sanghashree Park (Bhupen Roy Road) in Ward No.-120, BR-XIII.** Estimated amount: ₹ **4,98,173.41.** Earnest money: ₹ **9,970.00.** Period of completion: **40 days.**

**(3) NIT No. : KMC/LTGV/120/23-24/BRS3 (1st Call)**
Name of the work: **Installation of mini mast in Cocola Bagan Bustee surrounding area, and installation of pole with LED fittings at Satyen Roy Road slum area, Shishir Bagan Road slum area and Nala Pukur Lane slum area in Ward No.-120.** Estimated amount: ₹ **4,69,013.34.** Earnest money: ₹ **9,390.00.** Period of completion: **40 days.**

**(4) NIT No. : KMC/LTGV/120/23-24/SS15 (1st Call)**
Name of the work: **Development of existing street lighting system at Indrajit Polly, Sisir Bagan Road, Satyen Roy Road, Bhupen Roy Road, Kamar Para Road and other areas in Ward No.-120.** Estimated amount: ₹ **4,59,693.50.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **40 days.**

**(5) NIT No. : KMC/LTGV/116/23-24/DRI (1st Call)**
Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Santrapara, Chanditala Branch Road, P. N. Mitra Lane and other areas in Ward No.-116.** Estimated amount: ₹ **1,98,439.39.** Earnest money: ₹ **3,970.00.** Period of completion: **40 days.**

**(6) NIT No. : KMC/LTGV/117/23-24/DRI (1st Call)**
Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Hoogla Para, Canel Road and other areas in Ward No.-117.** Estimated amount: ₹ **1,99,030.03.** Earnest money: ₹ **3,990.00.** Period of completion: **40 days.**

**(7) NIT No. : KMC/LTGV/117/23-24/DECO2 (1st Call)**
Name of the work: **Improvement of existing lighting system by remodeling of existing poles and fittings at Hindusthan Park (Bank Colony) and surrounding area in Ward No.-117.** Estimated amount: ₹ **4,98,481.46.** Earnest money: ₹ **9,980.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time for submission of bid: **16.09.2023 (4 pm) (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on & from **05.09.2023 (4 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

**The Director General (Electrical), KMC** invites tender online percentage rate two bid/two part bid systems for the following works:

**(1) NIT No. : LTG/48/INST/BR-IV/WD-27/II/23-24**
Name of the work: **Internal electrification work for (G+2) Urban Health Center and Wellness Center at 120 A.P.C. Road in Ward No.-27 under BR-IV, KMC.** Estimated amount: ₹ **3,90,118.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid (online): **22.09.2023 upto 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2023 (4 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**(2) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/CMO/69/23-24**
Name of the work: **Improvement of electrical and AC network and illumination at Room No. 244 and 128 at CMO Building.** Estimated amount: **Opent quotation.** Earnest money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **16.09.2023 (2 pm).** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2023 (5 pm)** from the website **https://wbetenders.gov.in**

**The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC** invites tender online, two part bid systems for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/179/23-24**
Name of the work: **Renovation and replacement with LED flood light fittings at Upanagari Uddyan, Krisanu Dey Uddyan, Nazrul Uddyan and other Parks in Ward No.-101 under BR-XII.** Estimated amount: ₹ **2,48,375.89.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of completion of bid: **14.09.2023 up to 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2023 from 3 pm).**

**(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/85/23-24**
Name of the work: **Repairing of pole slot at Rajdanga, Narkel Bagan etc. area in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated amount: ₹ **4,91,919.03.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/23-24**
Name of the work: **Renovation of street lighting system at Rajdanga, Nandi Bagan, Naskarhat etc. areas in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated amount: ₹ **1,98,057.14.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of completion of bid: **18.09.2023 up to 2 pm (For Sl. No. 2 & 3).**

**(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/73/23-24**
Name of the work: **Development of street lighting arrangments by providing energy efficient LED fittings at Raipur, Sahidnagar Colony etc. in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,97,134.40.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of completion of bid: **16.09.2023 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2023 from 2 p.m.) (For Sl. No. 2 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

(685/23-24)

## রাহুল-শ্রেয়সেই আস্থা

# অফস্পিনার ছাড়াই বিশ্বকাপে নামছে ভারত

**ক্যান্ডি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** এশিয়া কাপে ১৮ জনের টিম পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বকাপে কোন ১৫জন খেলবেন, তা নিয়েই ছিল আলোচনা। সেরা ১৫ জন বেছে নেওয়া হল। চোটের কারণে গ্রুপ লিগের প্রথম দুটো ম্যাচে পাওয়া

যায়নি লোকেশ রাহুলকে। টিমে থাকবেন কিনা, তা নিয়ে অনেকেই কথা বলছিলেন। ফিট হয়ে ভারতীয় টিমে যোগ দিতে চলেছেন। বিশ্বকাপের টিমে প্রত্যাশা ভাবেই রাখা হল টিমে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকরের যুক্তি, ওয়ান ডে ক্রিকেটে রাহুলের রেকর্ড ভালো। ও ফিটও হয়েছে। তাই রাহুলেই আস্থা রাখা হল। বিশ্বকাপের টিমে থাকলেন শ্রেয়স আইয়ারও। মিডল অর্ডারে এই দু'জনই টানবেন টিমকে। প্রয়োজনে পাওয়া যাবে ফর্মে থাকা ঈশান কিষাণকে। ৫ অক্টোবর বিশ্বকাপ শুরু ঘরের মাঠে। একমাস আগে ঘোষণা করে দেওয়া হল ভারতীয়। কেমন হল ভারতের বিশ্বকাপ টিম? ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত হল ভারতের স্কোয়াড। আজ ৫ সেপ্টেম্বর স্কোয়াড ঘোষণার শেষদিন। এশিয়া কাপের ম্যাচ চলছে শ্রীলঙ্কায়। তাই বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা হল সেখানেই। ক্যান্ডির একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন অজিত আগরকর, রোহিত শর্মারা। ২০১১ সালে শেষবার ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ১২ বছর পর বিশ্বকাপ ট্রফি ফেরানোর দায়িত্ব থাকবে যে ১৫ জন সদস্যের উপর তাঁরা হলেন রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষাণ, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া (ভাইস ক্যাপ্টেন), সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ এবং কুলদীপ যাদব। বিশ্বকাপের টিম ঘোষণার আগে আরও দুটো বিষয় নিয়ে কথা চলছিল। এক, যুজবেন্দ্র চাহালকে কি টিমে ফেরানো হবে? তা হল না। রিস্ট স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবেই আস্থা রাখল টিম ম্যানেজমেন্ট। দুই, এশিয়া কাপে রিজার্ভ কিপার হিসেবে টিমে থাকা সঞ্জু স্যামসন কি বিশ্বকাপে সুযোগ পাবেন? রাহুল ফিট হয়ে ওঠায় সঞ্জুকে আর নেওয়া হল না। বিশ্বকাপের টিমে ব্যালান্সের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাডেজা, শার্দূল ঠাকুর, অক্ষর প্যাটেল- চার অলরাউন্ডার টিমে রাখা হয়েছে। তিন সিমার বুমরা, সামি এবং সিরাজ। তিন স্পিনার জাডেজা, কুলদীপ ও অক্ষর। রোহিত শর্মা, শুভমন গিল দুই ওপেনার। প্রয়োজনে ঈশান কিষাণকেও ওপেনার হিসেবে খেলানো যেতে পারে। তিন নম্বরে বিরাট কোহলি। চার, পাঁচ ও ছয়ে খেলবেন শ্রেয়স, রাহুল ও হার্দিক। সাতে আসবেন জাডেজা।

## ২ বছরের জন্য নির্বাসিত হিমা দাস

**নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** চোটের কারণে এশিয়ান গেমসে তিনি নেই। তা হলেও ভারতের মুখ পুড়ল ঠিকই। জাতীয় ডোপ বিরোধী সংস্থার প্রাথমিক নির্বাসনের দায়ে পড়লেন হিমা দাস। ২৩ বছরের আসামের অ্যাথলিট চলতি বছরের শুরু থেকেই চোটের কবলে রয়েছেন। যে কারণে তাঁকে এশিয়ান গেমসের টিমে রাখা হয়নি। তারই মধ্যে স্প্রিন্টার পড়লেন অন্য চাপে। জাতীয় ডোপ বিরোধী সংস্থা সব অ্যাথলিটেরই নিয়মমাফিক টেস্ট নেয়। ১২ মাসে যে তিনটে ডোপ টেস্ট দেওয়ার কথা ছিল হিমার। তা তিনি দেননি। এতেই এই নির্বাসন। ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ৪০০ মিটারে রুপো জিতেছিলেন তিনি। ৪০০ মিটার রিলে ও ৪০০ মিটার মিক্সড রিলেতে সোনা ও রুপো জিতেছিলেন। ডোপিংয়ের দায়ে ২ বছরের নির্বাসন হতে পারে হিমার। তবে কেন তিনি ডোপ টেস্ট দেননি, তার যথাযথ কারণ দর্শাতে পারলে নির্বাসন কমতে পারে। তেমন হলে কমে গিয়ে এক বছরের নির্বাসনের মুখে পড়তে পারেন। জাতীয় শিবির ছেড়ে ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে হিমা। একটি সূত্র বলছে, 'হ্যাঁ, এক বছরের সময়সীমার মধ্যে হিমা তিনটে ডোপ টেস্ট মিস করেছে। প্রাথমিক ভাবে ওকে নির্বাসন করেছে নাডা।' গত মাসে রেস ওয়াকার ভাবনা জাটও একই রকম পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন। তাঁকেও প্রাথমিক ভাবে সাসপেন্ড করেছে নাডা।

# বিশ্বকাপের ব্লু প্রিন্ট তৈরি! খোলসা করলেন রোহিত

**ক্যান্ডি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** বিশ্বকাপ আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে প্রত্যাশা। প্রতিটা বিশ্বকাপের আগেই ফেভারিট তকমা জুড়ে যায় ভারতের সঙ্গে। ইংল্যান্ডে ২০১৯ সালের বিশ্বকাপেও এমনি পরিস্থিতি ছিল। টুর্নামেন্টে একের পর এক ভালো পারফরম্যান্স। স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন রোহিত শর্মা। বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার। পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। এক বিশ্বকাপে সেঞ্চুরির নিরিখে যা রেকর্ড। নকআউটে সেই স্নায়ুর চাপ। সেমিফাইনালেই বিদায় ভারতের। এ বার টিমের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণার পর ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের প্রত্যাশা আরও বাড়ছে। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ নিয়ে কী ভাবছেন রোহিত? গত বারের মতো এ বারও দশ দলের বিশ্বকাপ। ফরম্যাটও একই। রাউন্ড রবিন পর্বে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে প্রতিটি দল। পয়েন্ট এবং নেট রান রেটের নিরিখে চারটি দল নকআউটে। বিশ্বকাপের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে রোহিত বলছেন, ''গ্রুপ লিগে ৯টা ম্যাচ। এরপর সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল। ট্রফির ম্যাচে উঠলে সব মিলিয়ে ১১টা ম্যাচ খেলতে হবে। লম্বা সফর। এই রকম টুর্নামেন্টে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়া যায়। গত বিশ্বকাপের কথা ভেবে দেখুন, ইংল্যান্ডও ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল।'' সাংবাদিক সম্মেলনে শুরুটা অবশ্য হল 'রোহিত শর্মা স্টাইলেই'। বিশ্বকাপ নিয়ে জিজ্ঞেস করতেই বলেন, ''মাঠে নামব, ক্রিকেট খেলব, সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব, আর কী!'' একাদশ নিয়ে অবশ্য পরিকল্পনা খোলসা করেননি। টিম কম্বিনেশন কী হতে পারে, তা নিয়ে কার্যত একই জবাব। এশিয়া কাপ শুরুর আগেও যেমন বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি। রোহিত বলছেন, ''বিশ্বকাপের কম্বিনেশন কেমন হবে, এখনও ভাবিনি। টিমে প্রতিযোগিতা থাকলে ভালো। কোয়ালিটি প্লেয়ার থাকলে ক্যাপ্টেন-কোচের জন্য চ্যালেঞ্জ বাড়ে। কে ফর্মে আছে, প্রতিপক্ষ কে, কাকে খেলালে সুবিধা বেশি, এই সব হিসেব করেই প্রথম একাদশ ঠিক করতে হয়। এতদিন খেলছি, কঠিন পরিস্থিতি আসে। কিন্তু টিমের প্রয়োজনে ওই দিনটাতে যা করার দরকার, তাই করব আমরা।'' এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। ম্যাচটা সম্পূর্ণ না হলেও ব্যাটিংয়ের সুযোগ হয়েছিল। টপ অর্ডার চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের পেস আক্রমণের সামনে রোহিত, বিরাট, শুভমন কেউই ভরসা দিতে পারেননি। নেপালের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে দুই ওপেনারই ম্যাচ ফিনিশ করেন। পাক ম্যাচে ঈশান কিষাণ এবং হার্দিকের ১৩৮ রানের পার্টনারশিপ ভরসা দিয়েছিল। রোহিতের মুখেও সেই ম্যাচ। বলছেন, ''পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঈশান, হার্দিক চাপের মুখে দারুণ ব্যাট করেছে। টিমের জন্য হার্দিকের ফর্ম গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হার্দিক

বুঝিয়েছে, ও আগের থেকে অনেক পরিণত।'' এশিয়া কাপের স্কোয়াডে রয়েছেন ১৭ জন। স্ট্যান্ড বাইতে সঞ্জু স্যামসন। বিশ্বকাপের ১৫ জনের স্কোয়াড বাছতে তিন জনকে বাদ দিতেই হত। সেই তিনজন তিলক ভার্মা, প্রসিধ কৃষ্ণা এবং সঞ্জু। রোহিত অবশ্য তাঁদের ভরসা দিয়ে বললেন, ''বিশ্বকাপ টিম থেকে বাদ পড়লে কেমন লাগে, সেটা আমি ভালো করে জানি। কারও জন্যই টিমের দরজা বন্ধ নয়। পরবর্তী সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে।''

# মেসিকে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বকাপ জেতানোর অভিযোগ ফন গালের

**আমস্টারডাম, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা-নেদারল্যান্ডসের সেই ম্যাচ এখনো মুছে যায়নি দর্শকদের স্মৃতি থেকে। আগুন লড়াইয়ে রূপ নেওয়া সেই ম্যাচ এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে রেফারিকে কার্ড দেখাতে হয়েছে ১৮ বার। এমনকি

সেই ম্যাচে লিওনেল মেসির অন্য রকম এক রূপ দেখেছিলেন সবাই। সাধারণত শান্ত মেজাজের জন্য পরিচিত মেসিও সেদিন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। এমনকি গোলের পর ফন গালের উদ্দেশে দুই কানে হাত দিয়ে মেসির করা উদযাপনটিও পরে 'ট্রেডমার্কে' পরিণত হয়। সেই ম্যাচের পর মেসি জানান, ফন গালের কথায় অপমানিত হয়ে এমনটা করেছিলেন। সেই ম্যাচের আগে ফন গাল বলেছিলেন, ''আর্জেন্টিনার পায়ে যখন বল থাকে না, মেসি তখন কিছুই করেন না।'' মেসি কথাটা মোটেই ভালোভাবে নেননি। ডাচ্‌দের গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামেন এবং জিতে মাঠ ছাড়েন। তবে মেসি-ফন গালের সেই দ্বৈরথের রেশ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এবার মেসিকে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বকাপ জেতানোর অভিযোগ এনে আবার সেই বিতর্কে ঘি ঢাললেন ফন গাল। বলেছেন, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ম্যাচটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। মেসিকে বিশ্বকাপ জেতাতে এমনটা করা হয়েছিল। সম্প্রতি ডাচ্ সংবাদমাধ্যম 'এনওএস' স্পোর্টসকে ফন গাল বলেছেন, ''আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। আপনি যখন দেখবেন কীভাবে আর্জেন্টিনা গোলগুলো করেছিল এবং আমরা কীভাবে গোলগুলো করেছিলাম (তখন বুঝতে পারবেন)। তাদের কিছু খেলোয়াড় সীমা অতিক্রম করেছিল এবং এরপরও তাদের কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। ফলে আমার মনে হয়েছে এই ম্যাচটা পুরোপুরিভাবে পূর্বপরিকল্পিত খেলা ছিল। আমি যা বলতে চেয়েছি, মেসিকে কি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতেই হতো? আমার মনে হয়, হ্যাঁ।'' তবে ফন গালের এই বক্তব্য সামনে আসার পর আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা এটাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সমালোচনাও করেছেন তাঁরা। একজন লিখেছেন, 'ফন গাল চাইলে কাঁদতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনও এরকম কোনও শিরোপা জিততে পারবেন না।' অন্য একজন লিখেছেন, 'মেসি হারতে পারত যদি আপনার খেলোয়াড়রা পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারত।' আরেকজনের মন্তব্য এমন, 'সে এখনও নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য অজুহাত খুঁজছে।' বিশ্বকাপে মেসি ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে পক্ষপাতের অভিযোগ অবশ্য নতুন কিছু নয়। বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পর পর্তুগিজ ডিফেন্ডার পেপে বলেছিলেন, ''আমরা একটি গোল খেয়েছি, যা প্রত্যাশিত ছিল না। তবে আগের রাতে যা হয়েছে, এরপর এই ম্যাচে আর্জেন্টাইন রেফারিকে দায়িত্ব দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। আমি যা দেখলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, বিশ্বকাপটা তারা এখন চাইলে আর্জেন্টিনাকে দিয়ে দিতে পারে। আমি এটা এখন বলতেই পারি।'' আর্জেন্টিনার পক্ষে রেফারির দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে সেমিফাইনালে হারের পর ক্রোয়াট অধিনায়ক লুকা মদরিচ বলেছিলেন, ''পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এটা স্পষ্ট যে সেই সিদ্ধান্ত ম্যাচ বদল দিয়েছে।''

# অবসরের সামনে দাঁড়িয়ে অতীত মনে পড়ে যাচ্ছে কিংবদন্তি মো ফারাহর

**লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** ৫ হাজার, ১০ হাজার মিটারের উসেইন বোল্ট বলা হত তাঁকে। ৩০ বছরের কেরিয়ার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মণিমুক্তো। চারটে অলিম্পিক সোনার সঙ্গে ছ'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ৪০ বছরের অ্যাথলিট ট্র্যাকে ছিলেন অঘোষিত সম্রাট। সেই মো ফারাহ এ বার অবসর নিতে চলেছেন। লন্ডনে শেষবার দৌড়তে দেখা গিয়েছে বিগ হাফে। অবশ্য আগামী সপ্তাহের 'গ্রেট নর্থ রান' হতে চলেছে তাঁর শেষ ইভেন্ট। বোল্ট ট্র্যাক থেকে সরে গিয়েছেন অনেক দিন আগে। কিন্তু রেখে গিয়েছেন ছাপ। তাঁর বিশ্বরেকর্ড কে ভাঙবেন, কবে ভাঙবেন, আলোচনার শেষ নেই। মো-র ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। মিডল ডিসট্যান্স রানার হিসেবে তিনি নিজেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন সাফল্যের শিখরে। কেরিয়ারের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছেন ইংলিশ অ্যাথলিট। বিগ হাফে চারে শেষ করেছেন মো। স্ত্রী, তিন সন্তান হাজির ছিলেন লন্ডনে মো ফারাহর শেষ ইভেন্টে। মো বলেছেন, ''যখন মার্কে দাঁড়িয়েছিলাম, আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছিলাম। জানতাম, লন্ডনে এটাই আমার শেষ দৌড়। নিজেকে যতটা সম্ভব মেলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। গত কয়েক দিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। ঠান্ডা লেগেছিল। বিগ হাফে নামব কিনা, বুঝতেই পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছিল, লন্ডনে শেষ ইভেন্টে আমাকে দেখার জন্য অনেকে মুখিয়ে রয়েছেন। তাঁদের নিরাশ করাটা ঠিক হবে না। গ্রেট নর্থ রান-এ আশা করি আরও ভালো পারফর্ম করব। নিজের সেরাটাই দেব।'' কেন অবসরের সিদ্ধান্ত? চোট আঘাতকেই তুলে ধরেছেন। ''অবসরের সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। শরীর সঙ্গ দিচ্ছিল না। যখন বারবার চোট লাগতে শুরু করেছিল, ট্রেনিংয়ে মন দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। ২০১৯ সাল থেকেই জানতাম, নিজেকে সেরা জায়গায় দেখতে হলে আরও ট্রেনিং দরকার। বয়স যখন হয়, চোটের পরিমাণ বাড়ে। এটা মেনে নিয়েই একটা সময় সরে দাঁড়াতে হয় খেলা থেকে।'' মো ফারাহ নিজের কেরিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট। তাঁর কথায়, ''দৌড়নোটাকে ভালোবেসেছি বরাবর। দীর্ঘ কেরিয়ারের জন্য সত্যিই খুশি। কিন্তু সব ভালোরই একটা শেষ আছে। সিদ্ধান্ত তাই নিতেই হয়েছে।'' ২০১২ সালের অলিম্পিক থেকে প্রথম সোনা এসেছিল ১০ হাজার মিটার থেকে। ৫ হাজার মিটারেও পেয়েছিলেন সোনা। সোমালিয়া থেকে এক সময় অভাবের তাড়নায় এসেছিলেন ইংল্যান্ড। অভাব ঠেলতে ঠেলতে একদিন হয়ে উঠেছেন নায়ক। ইতিহাসের পাতায় পাকাপাকি নাম খোদাই করে 'প্রাক্তন' ট্যাগ তুলে নিচ্ছেন মো ফারাহ।

# কলম্বোয় বন্যা পরিস্থিতি, সরল ফাইনাল-সহ সুপার ফোর পর্বের ম্যাচ

**ক্যান্ডি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** বৃষ্টির বাড়াবাড়িতে সরল এশিয়া কাপের ম্যাচ। শ্রীলঙ্কার কলম্বো এবং পাল্লেকেলে-কে ২০২৩ এশিয়া কাপের ভেনু বাছা হয়েছিল। দুটি জায়গাতেই বৃষ্টির দাপট। রাস্তাঘাট জলে থইথই। শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের সবকটি ম্যাচ বৃষ্টিতে বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ভেনু বাছা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন জয় শাহরা। তবে গুরুত্বপূর্ণ সুপার ফোর স্টেজের ম্যাচগুলি বৃষ্টি বিঘ্নিত হলে মুখ পুড়বে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের। তাই ফাইনাল-সহ সুপার ফোর স্টেজের ম্যাচগুলি কলম্বো থেকে সরল হামবানটোটায়। সম্প্রতি পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলা হয়েছে হামবানটোটায়। ফাইনাল-সহ এশিয়া কাপের পরবর্তী রাউন্ড সেখানেই আয়োজিত হবে। রবিবার, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কায় সুপার ফোর স্টেজের ম্যাচগুলি হওয়ার কথা। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ওই ভেনুতেই রয়েছে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। গত সপ্তাহের শেষ থেকে সোমবার পর্যন্ত কলম্বোতে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। এশিয়া কাপকে বৃষ্টি বিঘ্নিত হওয়ার থেকে বাঁচাতে ম্যাচগুলি কলম্বো থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসিসি। সোমবারের ভারত বনাম নেপাল

ম্যাচটিতে বৃষ্টির জন্য ওভার কমিয়ে আনা হয়। ম্যাচটি ১০ উইকেটে জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গত রবিবারই কলম্বো থেকে ম্যাচ অন্যত্র সরানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সুপার ফোরের পরবর্তী ম্যাচগুলি ডাম্বুলার রংগিরি স্টেডিয়ামে সরানোর কথা ছিল। তবে বর্তমানে স্টেডিয়ামটিতে কাজ চলছে। এরপর গ্রুপ পর্বের পর সুপার ফোরের ম্যাচগুলিও পাল্লেকেলেতে সরিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছিল। তবে সেখানেও বৃষ্টির দাপট। সেদিক থেকে হামবানটোটা অনেক সেফ। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কার বাকি জায়গাগুলিতে যে পরিমাণ বৃষ্টির দাপট তা হামবানটোটায় নেই। তাই শেষমেশ ওই ভেনুটিই বেছে নিল এসিসি। যেখানে আফগানিস্তানকে ওডিআই সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান।

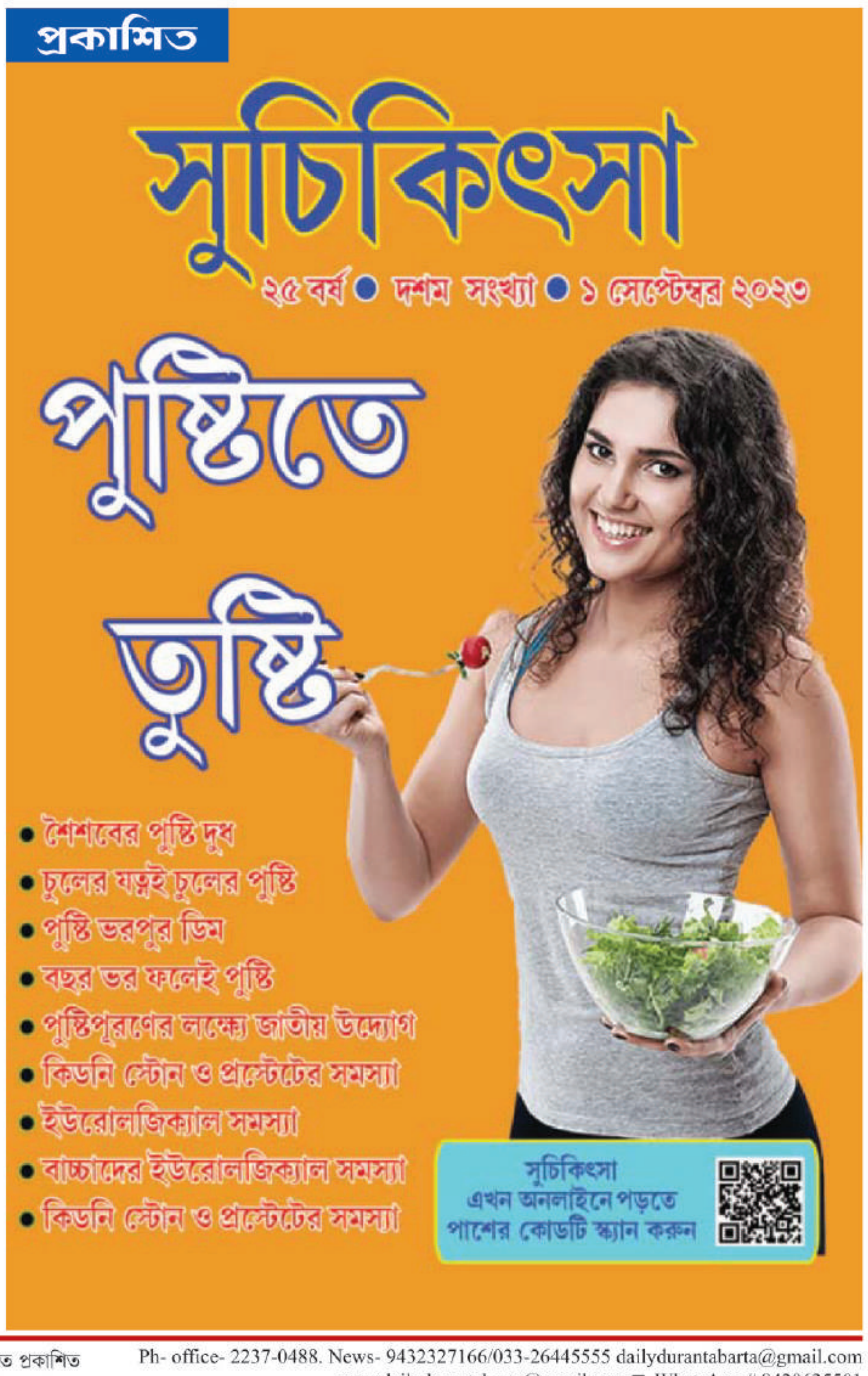


# ১৭৪ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নয়, হৃদয়ের দাবি শুনে সেভিয়ায় রামোস

**সেভিয়া, ৫ সেপ্টেম্বরঃ** পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত মরসুম শেষেই। ৩৭ বছর বয়সেও তাঁর টেবিলে গ্যালাতাসারে, আল ইত্তিহাদ, পোর্তো ও যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) থেকে প্রস্তাব ছিল। সৌদি প্রো লিগের দল আল ইত্তিহাদ তাঁকে বছরে ২ কোটি ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৭৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা) পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রামোস বেছে নিয়েছেন তাঁর শৈশবের ক্লাবকেই। ফ্রি এজেন্ট হিসেবে গতকাল সেভিয়ায় যোগ দিয়েছেন রামোস। গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করতে ১৮ বছর পর সেভিয়ায় ফিরে রামোস বলেছেন, ''এটা আমার বাবা, দাদা ও আন্তনিও পুয়ের্তার জন্য।'' সেভিয়ার পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, 'সের্হিও ৭ বছর বয়সে আমাদের বয়সভিত্তিক প্রকল্পে যোগ দিয়েছিল। ২০০২-০৩ মরসুমে ১৬ বছর বয়সে মূল দলে অভিষেকের আগে বয়সভিত্তিকের ধাপগুলো সে পেরিয়ে এসেছে। ১৯ বছর বয়সে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার পর প্রায় দুই দশক পর আমাদের একাডেমির সেন্টার ব্যাক ফিরলেন।' সংবাদমাধ্যমকে

রামোস বলেছেন, ''এটা বিশেষ এক দিন। কারণ, ঘরে ফেরা সব সময়ই খুব আনন্দের।'' দলবদলের বাজার নিয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদকর্মী ফ্যাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, সেভিয়ায় বছরে ১০ লাখ ইউরোর (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা) কিছু বেশি পারিশ্রমিক পাবেন রামোস। চুক্তি আপাতত এক বছরের। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস' জানিয়েছে, চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ আছে। সেভিয়াতেই জন্ম নেওয়া রামোস এই অঞ্চলের ক্লাবটির বয়সভিত্তিক প্রকল্পে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন হেসাস নাভাস ও আন্তনিও পুয়ের্তাকে। ২০০৭ সালে হার্ট অ্যাটাকে পুয়ের্তার মৃত্যুর পর তাঁকে সব সময়ই স্মরণ করেছেন রামোস। ২০০৮ ইউরো, ২০১০ বিশ্বকাপ থেকে ক্যারিয়ারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে স্মরণ করেছেন নিজের এই 'প্রিয় ভাই'কে। সেভিয়ায় ফিরতে বিমানবন্দরে নেমেও পুয়ের্তাকে স্মরণ করেছেন রামোস, ''আমি ঘরে ফিরতে চাই। অন্য কোথাও যাওয়া সঠিক মনে হয়নি। এটা আমার বাবা, দাদা, সেভিয়ার সমর্থকেরা ও আন্তনিও পুয়ের্তার জন্য। এখানে অনেক স্মৃতি আছে এবং সেগুলো আমার কাছে অনেক কিছু আর তাই (ফেরার জন্য) এটাই সঠিক সময় বলে মনে হয়েছে।'' রামোসের বাবা ও দাদা সেভিয়ার একনিষ্ঠ সমর্থক এবং ক্লাবটির মূল দল ও বয়সভিত্তিক দল মিলিয়ে ৯ বছর পুয়ের্তার সতীর্থ ছিলেন। ২০০৫ সালে ২ কোটি ৭০ লক্ষ ইউরোয় সেভিয়া থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন ১৯ বছর বয়সী রামোস। স্প্যানিশ কোনও ডিফেন্ডারের জন্য সেটি ছিল তখন রেকর্ড ফি। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটিতে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে নিজেকে কিংবদন্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রামোস। রিয়ালে ৬৭১ ম্যাচে ১০১ গোল করার পথে চারবার চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগা জিতেছেন পাঁচবার। ২০২১ সালে রিয়াল ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দিয়ে দুবার ফ্রেঞ্চ লিগও জিতেছেন গত বছর ফেব্রুয়ারিতে স্পেন জাতীয় দল থেকে অবসর ঘোষণা করা এই ডিফেন্ডার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501